



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ। একমাত্র জ্ঞান আর যোগের বল দ্বারাই তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করা যায়। অতএব তোমাদের অবশ্যই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে"

প্রশ্ন :- সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম আর গুহ্য ব্যাপার কোনটি, তোমরা যা বুঝতে পেরেছো এখন ?

উত্তর :- সবথেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার হলো, বেহদের এই অবিনাশী নাটক, যা সেকেন্ডে সেকেন্ডে, প্রতি সেকেন্ডেই চিত্রিত হতে থাকছে অবিনাশী চিত্রনাট্যে। ৫ হাজার বছর পর যার আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটবে। প্রতিটা মুহূর্তেই যা কিছু ঘটে চলেছে, কল্প পূর্বেও ঠিক তেমনটি ঘটেছিল। সবকিছু ঘটে নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। তাই এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। যা কিছু ঘটে চলেছে, তা নতুন কিছু নয় (নাথিং নিউ)। সেকেন্ডে সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডেই নাটকের চিত্রনাট্য ক্রমাগত ঘুরেই চলেছে। পুরোনো ঘটনাগুলি মুছে যেতে থাকে আর সেই স্থানে নতুন করে অঙ্কিত হতে থাকে। যেগুলি আমরা কর্ম-কর্তব্যের পাট করতে থাকি, সেগুলিই চিত্রাঙ্কিত হতে থাকে চিত্রপটে। এই গভীর গুহ্য কথার তাৎপর্য অন্যেরা কেউ বুঝতেই পারবে না।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, তোমরা যে গীত শুনলে তাতে জানতে পারলে, দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে লাঘব পেতে চাইলে, কেবলমাত্র এই এককেই অবলম্বন করতে হবে। তাই তো এই ভগবানের উদ্দেশ্যে এমন গুণগানের কীর্তন করা হয়- একমাত্র তুমিই দুঃখ হর্তা-সুখের কর্তা। অতএব এতে অবশ্যই নিশ্চয় হয় যে, এক ও একমাত্র ভগবান স্বয়ং এসে সবার দুঃখ-কষ্টকে হরণ করে বাচ্চাদেরকে সুখ-শান্তির আশীর্বাদী-বর্ষা পূর্বেও কখনও অবশ্যই দিয়েছিলেন, আর তারই সুপ্ত স্মৃতিতে ওনার এত গুণ-কীর্তন করা হয়। কিন্তু জগতের লোকেরা কল্পের আয়ুকে এত লম্বা-চওড়া ভাবার কারণে তারাই এখন সেসবের কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তা বুঝতে পারছো, এই বাবাই তোমাদের সুখ-ধামের আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকেন আর রাবণ দেয় দুঃখ-ধামের আশীর্বাদ। সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে থাকে অপার সুখ, কলিযুগের নরক-রাজ্যে তেমনি অপার দুঃখ। লোকেদের বুদ্ধিতে এটাই তো জানা নেই যে, কে সেই দুঃখ-হর্তা ও সুখ-কর্তা। অথচ এ কথাও তারা ভাবে, এমন কর্ম-কর্তব্যের কার্য অবশ্যই সেই পরমপিতা পরমাত্মারই হবে। একদা এই ভারত-ভূমিতেই সেই সত্যযুগ ছিল। তখন সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। শাস্ত্রে তার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আবার সেই শাস্ত্রের মাধ্যমে এমন ভুল তথ্যও লোকেরা জানে যে, সেই সময়কালে সেখানে কংস, জরাসন্ধ, রাবণ ইত্যাদিদের অবস্থানও ছিল। আর এই কারণেই কোনও কিছুই প্রকৃত সত্যটা তারা জানতে পারে না। কিন্তু তোমরা তা জানো, এ সবই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের অবিনাশী নাটকের খেলার অঙ্গ মাত্র। তোমরা এও জানো যে, তোমাদের প্রধান শত্রু রাবণ। তোমরাই দেবতারা কল্পের শুরু দিকে স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করো, এরপর ধীরে ধীরে অপবিত্র হতে হতে বাম-মার্গে যখন পৌঁছে যাও, তখন তোমরা তোমাদের সেই রাজ্যের রাজত্বও খুইয়ে দাও। এই কথাগুলি তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই কেবল জানো। অন্য কোনও শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন নেই। তোমরা যাকে মহাশত্রু ভাবো - তা অন্যেরা ভাবতেই পারে না। এই মহাশত্রু রাবণের থেকে বিজয় পেতেই হবে তোমাদের। যে ভারতেরও প্রধান শত্রু। শিববাবাও এই ভারত-ভূমিতেই জন্ম নেন। প্রতি কল্পেই পরমপিতা-

পরমাত্মার এটাই জন্মভূমি। তাই ভারতের লোকেরাও সেই স্মৃতিতে ওনার জন্মদিন 'শিবজয়ন্তী' পালন করে। কিন্তু এটাই তাদের কারও জানা নেই যে, উনি এসে কি করেন। তোমরা তো এটাও জেনেছো যে, এই ভারতভূমিই একদা সর্ব-ক্ষেত্রেই সবার থেকে উন্নত দেশ ছিল। ধনবানের থেকেও ১০০ শতাংশ ধনবান, তেমনই স্বাস্থ্যবান ও সুখী দেশ ছিল। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যা হতেই পারে না।

লক্ষ্য করো, বাবা বসে বসে কাদের এসব শোনাচ্ছেন ! অবলাদের, কুন্ডাদের ও সাধারণ লোকেদেরকেই। বিত্তবান লোকেরা তো কেবল তাদের ধন-সম্পদেই খুশী থাকে। কিন্তু সেই হিসাবে তোমরা গরীব থেকেও অতি গরীব। এত উচ্চ-স্তরের এই জ্ঞান, যার গুরুত্বও অপরিমিত, যা বিত্তবানদেরই সর্বাগ্রে এই জ্ঞানের পাঠ পড়া উচিত। কিন্তু না - এই জ্ঞানের পাঠ গ্রহণে আগ্রহী কেবল গরীবেরা ও সাধারণ লোকেরা। যদি কোনও শাস্ত্রাদি তোমার পড়া বা জানা না থাকে, তবে তো খুবই ভাল। বাবা জানাচ্ছেন, ইতিপূর্বে যা কিছু পড়েছো ও জেনেছো-তা সবকিছুই ভুলে যাও এখন। আমি যা শোনাব, তা সম্পূর্ণই নতুন কথা। তোমাদের প্রথম ও প্রধান শত্রুই হলো রাবণ। বাচ্চারা, জ্ঞান আর যোগের বলের দ্বারা তোমাদেরকে তার থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতে হয়। প্রতি কল্পের মতনই অর্থাৎ ৫-হাজার বছর পূর্বে, বাবা তোমাদের এভাবেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। যার ফলে তোমরা সেই রাজত্ব পেয়েছিলে। মায়ার উপর জয় পাবার জন্য বাবা এখন আবার সেই রাজযোগই শেখাচ্ছেন তোমাদের। একেই জ্ঞান আর যোগের বল বলা হয়। বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা তোমাদের আত্মাদেরকেই বলছেন ওঁনার স্মরণে থাকতে। ভগবান তো নিরাকার। তবুও ওনাকে এই দুনিয়ায় অবশ্যই আসতে হয়, তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাবার জন্য। এদিকে ব্রহ্মাও বৃদ্ধ। অনেক জন্মের শেষে, এই জন্মেই ওনার অন্তিম জন্ম। ভারতে গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র শোনাবার লোক তো অনেক আছে। কিন্তু একথা কেউ বলতে পারে না যে, বিকার রূপী রাবণের উপর তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। আবার এমনটাও কেউ জানায় না একমাত্র পরমাত্মাকেই প্রতি নিয়ত স্মরণ করো। যা কেবল মাত্র এই পরমাত্মা বাবা এসেই আত্মাদের বলেন, "আত্ম-অভিমানী হও।" যত বেশী আত্ম-অভিমানী হতে পারবে, ততই সহজে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে আর ততই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছতে পারবে। তোমরা তো তা জানোই, পূর্বে তোমরাই কখনও সতোপ্রধান দেবী-দেবতা ছিলে। যা এখন আসুরী অবস্থায় রয়েছে। কর্ম-কর্তব্যের ৮৪-জন্মও তোমাদের পুরো হচ্ছে। বর্তমানের এই জন্মটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম।

বাচ্চারা, তোমরা এটাও অনুভব করো যে, পরমাত্মা বাবা স্বয়ং ব্যাখ্যা করে তোমাদের এগুলি বুঝিয়ে থাকেন। একমাত্র উনি জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। উনি এখন তোমাদেরকে ওনার মতনই তৈরী করার প্রয়াস করছেন। সত্যযুগে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তখন আত্মাদের স্মৃতিতে এও থাকে না যে, পরমপিতা পরমাত্মার প্রয়াসে সেই রাজ্য-ভাগ্য লাভ হয়েছিল। অথচ অজ্ঞান কালেও মানুষেরা বলে, আমার যা কিছু আছে তা সবকিছুই তো ঈশ্বরের দান। সেখানে (স্বর্গ-রাজ্যে) তো এমন কিছুও ভাবে না, আত্মার কেবল তাদের প্রালঙ্কার সুফল ভোগেতেই মত্ত থাকে। নিদেনপক্ষে ঈশ্বরের নামটুকুও যদি স্মরণে থাকে, তবেই তো তা মনে করবে- বাবা আপনি কত সুন্দর এই রাজত্ব ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের। কিন্তু কোন সময়কালে, কবে তার প্রাপ্তি ঘটেছে এবং কিভাবেই বা তা হয়েছে, সেসবের কিছুই তখন স্মরণ করতে পারে না। যেহেতু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যতায় ভরা সেই দুনিয়া। সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত (ফুল-ফ্রফ) আকাশ বিমান (এ্যারোপ্লেন) ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই উন্নত জগৎ।

বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই তা জানো, তোমরা এখন কোন চিন্তা ধারায় নিমগ্ন রয়েছো ? আর জগতের অন্যদের চিন্তার ধারাটাই বা কি ? তোমরা এটাও অবগত যে, তাদের বল হচ্ছে বাহুবলের বল, আর তোমাদের আছে যোগের বল, যার দ্বারা তোমরা এত শক্তিশালী শত্রুকেও পরাজিত করতে পারো। এমন শক্তিশালী রাজযোগ, একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ তা শেখাতে পারে না। বাবা জানাচ্ছেন, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এনার (ব্রহ্মার) শরীরে উনি প্রবেশ করে সেই শরীরকে আধার করেই সহবস্থান করেন। পূর্ব কল্পেও ঠিক একই ভাবে, এমনটাই করেছিলেন বাবা। এর পরেই বাবা ওনার নামকরণ করেন 'ব্রহ্মা'। অন্যসব বাচ্চাদের নামকরণও বাবা এই ভাবেই করেন। তোমাদের নামগুলি একেবারে ফাস্ট-ক্লাস খুবই সুন্দর নাম। এমনকি বাবা নিজেও সবগুলি নাম মনে রাখতে পারেন না। তোমরা কেবল সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো, এই দুনিয়ায় কত প্রকারের হৈ-হট্টগোল, হাস্যামা চলতে থাকবে। কিন্তু তোমরা এখানে খুব শান্তিপূর্ণভাবে বসে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে। তোমাদের অতি প্রিয় মাতা-পিতা বলছেন: বাচ্চারা, কাম ভাবের উপর প্রথমে বিজয় প্রাপ্ত করো। এই স্মৃতিতেই রাখী-বন্ধন উৎসবের রীতি চলে আসছে। তোমরা বি.কে-রাও সেই পবিত্রতার রাখী বেঁধে থাকো। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে এইসব উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না। আবার যখন ভক্তি-মার্গ আসে, তখন থেকেই এসব শুরু হতে থাকে। তাই বাবা এখন তোমাদের প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন যে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে চাইলে, নিজেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তাই একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, সেই যোগ অগ্নিতে তোমাদের পাপ দহ্বা হয়ে ভস্ম হতে থাকবে। তোমাদেরকে অবশ্যই এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতেই হবে। আর এতেই অনেকে ফেল হয়ে যায়। যার চিহ্ন-স্বরূপ রামকে দেখানো হয়। কিন্তু তা আসলে কোনও হিংসার বিসয়-বস্তু নয়। তোমরাও ঋত্রিয় যোদ্ধা, তাই তো মায়ার উপরেও বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। আর যারা তা পারে না - তারা ফেল হয়ে যায়। তারা ১৬ কলা সম্পূর্ণর বদলে ১৪ কলায় পরিণত হয়। এই রীতিতেই কেউ বা সতোপ্রধান আবার কেউ বা রজোপ্রধান অবস্থার হয়। আর সেই ক্রমিক অনুসারেই পদ ও স্থান ধার্য হয় সেই রাজধানীতে। যারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হিসাবে পরিচয় দেয়, কেবল তারাই এই আশীর্বাদী-বর্সার উত্তরাধিকারী। এছাড়াও যারা নিজেরা এই একই পুরুষার্থ করবে ও অন্যদেরকেও তা করাবে, আর অনেককে নিজের মতন তৈরী করার সেবা করবে-তারাও বাবার উত্তরাধিকার হতে পারবে।

এই অন্তিম জন্মেই তোমাদের তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতেই হবে। বর্তমানের এই ভাট্টী রুহানী ভাট্টী। (পাকিস্তানের) করাচীতে যে ভাট্টী বানানো হয়েছিল, সেটা অন্য প্রকারের। আর এটা হলো যোগের ভাট্টী-অর্থাৎ যোগবলের ভাট্টী। যার দ্বারা আত্মার সমস্ত প্রকারের ময়লা-আবর্জনা সব বেরিয়ে যায়। যেহেতু (করাচীর) সেটা ছিল বাচ্চাদের নিজস্ব উল্লতির ভাট্টী, তাই সেখানে তোমরা কারও সাথে দেখাও করতে পারতে না। কিন্তু এটা তো তোমাদের যোগের ভাট্টী। যেখানে কেবল নিজেদের জন্য পুরুষার্থের পরিশ্রম করতে হয়। আত্মাই তা অনুভব করে আর শোনে তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। অন্তিমে আত্মাই তার সেই সংস্কার সাথে করে নিয়ে যায়। বাবা উদাহরণ দেন, যেমন সৈন্যরা। তাদের আত্মারা সেই যুদ্ধের সংস্কারই বহন করে নিয়ে যায়। সেই অনুসারে তারা পরবর্তী জন্মেও যুদ্ধের ময়দানেই চলে যায়। তেমনি তোমরা বাচ্চারাও যে যার নিজের নিজের সংস্কারকে সাথে নিয়েই যাও। ঐসব আত্মারা যেমনি জাগতিক মিলিটারীতে যোগ দেয়, তেমনি তোমাদের মধ্যেও কেউ শরীর ত্যাগ করলে, এই রুহানী মিলিটারীতে এসেই যোগ দাও। মাঝপথে

নিজের নিজের কর্ম-ফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হয়। তোমাদের মধ্যেই এমন উদাহরণের অনেকই আছে। কিন্তু প্রত্যেকেরটাই তো আর বাবার কাছে জানতে চাওয়া যায় না। তখন আবার বাবা বলবেন, তা জেনেই বা তোমার কি লাভ ? তোমরা যে যার নিজের নিজের কাজ করো। প্রয়াস করো কিভাবে নিজের পাপগুলি ভুল হবে, সেদিকে লক্ষ্য দাও। এই যে ভোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান, এসবও নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। যা অবিনাশী চিত্রপটে প্রতি সেকেন্ডেই চিত্রায়িত হয়ে চলেছে, নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। যা আবার ৫-বছর বাদে তারই পুনরাবৃত্তি হবে। বর্তমানে যা ঘটে চলেছে, কল্প পূর্বেও ঠিক তেমনটি ঘটেছিলো। অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই সবকিছু ঘটতে থাকে। তাই এর জন্য মনে কোনও প্রশ্ন বা ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারই নেই। যা কিছু ঘটে চলেছে 'নাথিং নিউ'- কোনও নতুন ঘটনা নয়। প্রতি সেকেন্ডেই অবিনাশী চিত্রপটের চাকা অবিরত ঘুরেই চলেছে। পুরোনো ঘটনাগুলি যেমন মুছে যেতে থাকে, সাথে সাথে নতুন ঘটনাগুলি রেকর্ড হতে থাকে। আমরা আমাদের কর্ম-কর্তব্যের পাটগুলি যেভাবে করতে থাকি, ওগুলিই অবিনাশী চিত্রনাটে অঙ্কিত হতে থাকে। এইসব গুট-সূক্ষ্ম কথাগুলি কোনও শাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ হয়নি। বাচ্চারা, প্রথমে তোমাদের নিশ্চয় করতে হবে যে, স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন একমাত্র এই বাবা। চিরকালই (কল্পের শুরুতে) বাবা এই ভারতভূমিকেই স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। আর এটাও ভাবার বিষয় যে, সেসব কিছুই কি করেই বা খুইয়ে দিলে! আসলে এসব কিছুই যে কেবল হার-জিৎ-এর খেলা। যারা মায়ার কাছে হেরে যায়, তারা তাদের সবকিছুই খুইয়ে ফেলে। মানুষেরা তো কেবল ধন-সম্পদকেই মায়া ভাবে। বাস্তবে ৫-বিকারকে মায়া বলা হয়। যেমন কারও কাছে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি থাকে, লোকেরা তার বিষয়ে বলে যে, ওনার কাছে প্রচুর মায়া আছে। তারা তো এটাও জানে না যে, কোনটা প্রকৃতি আর কোনটা মায়া। দুটোর অর্থ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন।

ম্যাগাজিনগুলিতেও তোমরা লিখতে পারো, ভারতের প্রধান শত্রু হলো রাবণ, যার কারণে ভারতের আজ এই দুর্দশা। রাবণের রাজত্ব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভক্তি-মার্গও শুরু হয়ে যায়। যখন তা ব্রহ্মার রাত। এই ভক্তি-মার্গেই ভক্তরা চারিদিকে কেবল ধাক্কাই খেতে থাকে। ব্রহ্মার দিন (=) চড়তী কলা অর্থাৎ উপরে উত্তরণের সোপান, আর ব্রহ্মার রাত (=) উত্তরতী কলা অর্থাৎ নীচে অবরোহণের সোপান। তাই বাবা বলছেন, এখন এই মায়ারূপী রাবণের কাছে বিজয়ী অবশ্যই হতে হবে। তার জন্যই তো বাবা শ্রীমৎ দেন, যা পালন করে বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। বাবা আরও বলছেন: "আমার আদরের বাচ্চারা, তোমরা একমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বিকর্মজীৎ হবার আর অন্য কোনও উপায় নেই।" তোমাদেরকে এখন ভক্তি-মার্গের ধাক্কা খাওয়ার হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ঘোর রাত্রির অন্ধকার এখন প্রায় শেষের দিকে, নতুন ভোরের আলো ফোটান অপেক্ষায়। দিন অর্থাৎ সুখ-শান্তি আর রাত হলো দুঃখ-অশান্তি। জগৎ-টাই এমন সুখ-দুঃখের খেলা। বাবা এসব গুট-রহস্যগুলি জানিয়ে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। এখন তা নির্ভর করছে তোমাদের উপর, কে কতটা পুরুষার্থ করবে। বীজ আর সম্পূর্ণ গাছ (ঝাড়)-কে তোমাদের জানা উচিত। বাবা বলছেন: "বাচ্চারা, সময় আর খুব অল্পই রয়েছে। সময়ের ব্যাপারে তো এভাবেই বলা হয়, এক-মুহূর্ত, আধা- মুহূর্ত তোমরা একমনে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর যার যার নিজের চার্টকেও বাড়াতে থাকো আর এটাও দেখতেও হবে, নিজে কতটা শ্রীমৎ অনুসারে চলে, বাবাকে কতটা স্মরণ করতে পারছো। বাবা তো কেবল শিক্ষা দিতেই পারবেন, কিন্তু পুরুষার্থ তো নিজেদেরকেই করতে হবে। পুরুষার্থের নিমিত্তে বাবা কেবল উৎসাহ দিতে পারেন। বাবা তো তার বাচ্চাকে ভালবাসবেনই। তাই তো উঁনি প্রতি মুহূর্তেই বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকতেই থাকেন। সব

আত্মারাই যে ওনার সন্তান।" সেক্ষেত্রে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়ে যায়। বি.কে.-রা তাদের দাদু (শিববাবা)-র থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকে। আবার তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা (মুখ-বংশাবলী) ব্রাহ্মণ হয়েছো। এরপর দেবতা-বর্ণে পৌঁছবে। এবার তো তোমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। তোমাদের আত্মারাই ভাবে, শিববাবা পরমাত্মাই আমাদের প্রকৃত বাবা। আমি যেমন ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ, আমাদের বাবাও তেমনি তারা স্বরূপই। আত্মারা কেউ ছোট-বড় হয় না। যদিও বাবা তারা স্বরূপ কিন্তু উনি সুপ্রীম অর্থাৎ পরম। তাই তো ওঁনাকে আমরা বাবা বলি।

এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে যাবতীয় সব জ্ঞানই ভরা থাকে। তার মানে এই নয় যে, ঈশ্বরের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, সে দেওয়ালকেও চূর্ণ করতে পারে। বাবা তো স্পষ্টই তা বলেন: "আমার আসার প্রধান কারণ, পূর্বের মতন আবার তোমাদের রাজযোগ শেখানো।" উনি এমনই বাবা-যিনি তার বাচ্চাদের আশ্রয়কারী। লৌকিক জগতেও এমন হয়, বাবা তার বাচ্চার কাছে সমর্পিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মহানতা কার ? বাবার ? নাকি বাচ্চার ? বাবা তার বাচ্চাকে সবকিছুই দিয়ে দেয়, শুধু তাই নয়, বাচ্চা ছোট থাকার কারণে বাবা আবার তার বাচ্চাকে যথেষ্ট সম্মানও দেন। বাচ্চারা, এখানেও বাবা তোমাদের কাছে সমর্পিত এবং আশীর্বাদী-বর্ষাও দেন তোমাদের। সেদিক থেকে তো বাচ্চারাই বড় হলো- তাই না! তবুও, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা তো রাখতেই হবে। কিন্তু, আগে প্রথমে বাচ্চাকে বাবার কাছে সমর্পিত হতে হয়, তারপরেই বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের কাছে ২১-বার সমর্পিত হয়। অন্ততঃ পক্ষে কিছু না কিছু দিয়ে সমর্পিত হতে হয়। ভক্তি-মার্গেও ঈশ্বরের নিমিত্তে কিছু না কিছু তো দিতেই হয়। তার বদলে বাবাও তখন তাদেরকে বিশেষ কিছু দেন। আর এখানে তো সে সব বেহদের ব্যাপার। বাচ্চারা, তোমরাই তো বলে থাকো, বাবা আপনি যখন আসবেন, আমরা তখন আপনার প্রতিই সমর্পিত হয়ে যাবো। আর সেই সময় তো এখনই। তাই তো বাবা তোমাদেরকে প্রশ্ন করেন: তোমার ক'টা বাচ্চা ? তখন তোমাদের মনে পড়ে যায়, শিববাবাও তো আমার বাচ্চা। এখন বলো, কোন বাচ্চার দ্বারা তোমার কল্যাণ হতে পারে ? (কেউ কেউ বলে: 'শিববাবা')। সুতরাং তাকে (শিববাবাকে) উত্তরাধিকারী বানানো উচিত কিনা! সময় এমন আসছে, যখন দাহ করার মতন লোক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। তাই তো বাবা বার বার বলছেন: দেহ সহ দেহের সম্বন্ধের যা কিছু সবকিছুই ত্যাগ করে ট্রাস্টী হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। বাবা তোমাকে প্রতিনিয়ত নির্দেশ দিয়ে তোমার সেবা করতে থাকবে, যাতে তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে তোলা যায়। বাবা নিজে নিষ্কামী। একমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা-ই হলেন নিষ্কামী, যিনি সবার সদগতিদাতা। যিনি চির-পবিত্র। সেই বাবাই বাচ্চাদের বলছেন: বাচ্চারা, তোমরা আমার সহযোগী হও। আমার কার্যে সাহায্য করা মানে তোমরা তোমাদের নিজেকেই সাহায্য করছ। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সর্বদা নিজের কাজেই মগন থাকবে। নিজের পাপগুলিকে ভুল্ল করার কথা মনে রাখতে হবে। অন্য কোনও ব্যাপারে কোনও প্রশ্নের মধ্যেই যাবে না। নিজের সংস্কারের পরিবর্তন করার লক্ষ্যে যোগের ভাঙীতেও থাকতে হবে।

২) দেহ সমেত সবকিছুর ভাবকেই ত্যাগ করে সম্পূর্ণ রূপে ট্রাস্টী হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। পুরোপুরিভাবে বাবার সম্মান রক্ষা করতে হবে এবং বাবার সহযোগী হতে হবে।

বরদান :- বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে উড়ন্ত কলায় উড়তে সমর্থ ডবল লাইট হও

বিস্তার :- সর্বদাই স্মৃতিতে রাখো যে, আমি বাবার নয়নের তারা (মণি) । নয়নের তারা অর্থাৎ যা কেবল বিন্দুরূপেই নয়নে অবস্থান করতে পারে। চোখের বিশেষত্ব ঐ বিশেষ বিন্দু দ্বারাই মানুষ দেখতে সক্ষম হয়। তাই বিন্দুরূপে থাকা - অর্থাৎ উড়ন্ত কলায় ওড়ার সাধন। বিন্দু হয়ে প্রতিটি কর্তব্য-কর্ম করতে পারলে নিজেও হাল্কা থাকতে পারবে। অন্য কোনও প্রকারের বোঝা ওঠাবার স্বভাব যেন না হয়। আমার বদলে “তোমার” - এই ভাব থাকলে দ্বিগুণ হাল্কা হয়ে যাবে। তখন স্ব-উন্নতি বা বিশ্ব-সেবার মতন কার্যেও তোমার তা বোঝা অনুভব হবে না।

স্লোগান :- বিশ্ব-পরিবর্তক সে হতে পারে যে নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা নিজেরা সকলেই ভাই - ভাই, তাই তোমাদের রুহানী স্নেহে থাকতে হবে, সুখদায়ী হয়ে সকলকে সুখ দিতে হবে, গুণগ্রাহী হতে হবে।"

প্রশ্ন :- নিজেদের মধ্যে রুহানী ভালোবাসা না থাকার কারণ কি ? রুহানী প্রেম কিভাবে হবে ?

উত্তর :- দেহ - অভিমানের কারণে যখন একে অপরের দোষ দেখতে থাকে, তখনই রুহানী প্রেম আর থাকে না। যখন আত্ম - অভিমানী হতে পারে, নিজের দোষ দূর করার প্রবণতা থাকে, সতোপ্রধান হওয়ার লক্ষ্য থাকে, মিষ্টি - সুখদায়ী হতে পারে, তখনই নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেম থাকে। বাবার শ্রীমত হলো - বাচ্চারা কারো অপগুণ দেখো না। গুণবান হওয়ার আর গুণবান তৈরী করার লক্ষ্য রাখো। সবথেকে বেশী গুণ এক বাবার মধ্যেই আছে, বাবার গুণ ধারণ করতে থাকো আর সমস্ত কথা ছেড়ে দাও, তাহলেই প্রেমের সাথে থাকতে পারবে।

ওম শান্তি। এখন বাচ্চারা তোমরা এইকথা জানো যে, বেহদের বাবা আমাদের সতোপ্রধান বানাচ্ছেন, আর মূল যুক্তির কথা বলছেন। বাবা বসে বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেন যে তোমরা হলে ভাই - ভাই, নিজেদের মধ্যে তোমাদের অনেক রুহানী প্রেম থাকা প্রয়োজন। আগে তোমাদের বরাবর ছিলো, এখন তা আর নেই। মূলবতনে তো প্রেমের কোনো কথাই থাকে না। তাই বেহদের বাবা বসে শিক্ষা দেন। বাচ্চারা আজ কাল ...আজ কাল করে করে সময় চলে যাচ্ছে। দিন - মাস - বছর চলে যাচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমরাই এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলে। এইকথা তোমাদের কে বলেছেন ? বাবা বলেছেন। এরপর তোমরা কিভাবে নীচে নেমে আসো। উপর থেকে নীচে আসতে আসতে সময় চলে যাচ্ছে। সেইসব দিন - মাস - বছর এবং সময় সব চলে গেছে। তোমরা জানো যে আমরা আগে সতোপ্রধান ছিলাম। নিজেদের মধ্যে অনেক ভালোবাসা ছিলো। বাবা ভাইদের শিক্ষা দিয়েছেন। তোমাদের ভাই - ভাইয়ের মধ্যে অনেক ভালোবাসা থাকার প্রয়োজন। আমি তোমাদের সকলের বাবা। তোমাদের এম - অবজেক্ট হলো - সতোপ্রধান হওয়া। তোমরা বুঝতে পারো যে - যত আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবো, ততই খুশীতে গদগদ হতে থাকবো। আমরা একসময় সতোপ্রধান ছিলাম। ভাই - ভাই নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেমের সাথে থাকতাম। এখন বাবার কাছে জানতে পেরেছি, আমরা দেবতারাও নিজেদের মধ্যে অনেক প্রেমের সাথে চলতাম। স্বর্গের দেবতাদের অনেক মহিমা। আমরা সেখানকার নিবাসী ছিলাম। তারপর নীচে নেমে এসেছি। প্রথম দিন থেকে আজ পাঁচ হাজার বছরের অল্প কিছু বাকি আছে। শুরু থেকে তোমরা কিভাবে অভিনয় করে এসেছো - এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে দেহ - অভিমানের কারণে একে অপরের সাথে সেই ভালোবাসার সম্পর্ক আর নেই। একজন আর একজনের দোষই দেখতে থাকে। তোমরা আত্ম - অভিমানী ছিলে তাই কারোর দোষ দেখতে না যে ...অমুকে এমন, ওর মধ্যে এই অপগুণ আছে। নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। এখন সেই অবস্থা ধারণ করতে হবে। এখানে তো একজন আর একজনকে ওই দৃষ্টিতে দেখে, লড়াই ঝগড়া করে। এখন এইসব কি করে বন্ধ হবে। এইকথা বাবা বসে বোঝান। বাচ্চারা তোমরা সতোপ্রধান পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। তোমরা কেমন মিষ্টি ছিলে, এখন আবার তেমন মিষ্টি হও। তোমরা ছিলে সুখদায়ী এখন দুঃখদায়ী হয়েছো। রাবণ রাজ্যে একজন আর একজনকে দুঃখ দেওয়ার জন্য কাম - কাটারি চালাতে থাকো। যখন সতোপ্রধান ছিলে তখন কাম - কাটারি

চালাতে না। এই পাঁচ বিকার তোমাদের কত বড় শত্রু। এ হলো বিকারী দুনিয়া কারণ এখন হলো রাবণ রাজ্য। এও তোমরা জানো যে রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য কাকে বলা হয়। আজ - কাল করে করে সত্যযুগ সম্পূর্ণ হয়েছে। ত্রেতা, দ্বাপরও পূর্ণ হয়েছে, এখন কলিযুগও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এখন তোমরা নীচে নামতে নামতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে। তোমাদের সেই রুহানী খুশী হারিয়ে গেছে। এখন তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। আমি যখন এসেছি তখন অবশ্যই তোমাদের সতোপ্রধান করবো।

এও বাবা বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা, যখন পাঁচ হাজার বছর পরে সঙ্গমযুগ আসে, তখন আমি আসি। তোমাদের বোঝাই, আবার সতোপ্রধান হও। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করতে থাকবে, তত দোষ দূর হয়ে যাবে। তোমরা যখন সতোপ্রধান দেবী - দেবতা ছিলে তখন তোমাদের মধ্যে কোনো দোষ ছিলো না। এখন এই দোষ কি করে দূর হবে? আত্মারই অশান্তি হয়। এখন নিজের অন্তরে দেখা উচিত যে আমরা কেন অশান্ত হয়েছি? যখন আমরা ভাই - ভাই ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে অনেক প্রেম ছিলো। এখন আবার সেই বাবা এসেছেন। তিনি বলেন, নিজের আত্মা ভাই - ভাই মনে করো। একজন আর একজনের প্রতি অনেক প্রেম রাখো। দেহ - অভিমানে আসার ফলে একজন আর একজনের দোষ বের করতে থাকে। এখন বাবা বলেন যে তোমরা উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের আশীর্বাদী বর্ষা দিয়েছিলেন, একুশ জন্মের জন্য একদম ভরপুর করে দিয়েছিলেন। এখন বাবা যখন আবার এসেছেন, তখন কেন আমরা তাঁর মতে চলে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষা নেবো না। তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা কত অডল ছিলে। তোমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিলো না। তোমরা কারোর নিন্দা করতে না। এখন তোমাদের কিছু না কিছু আছে। এইসব ভুলে যাওয়া চাই। আমরা সবাই ভাই - ভাই। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ব্যস, এই সতর্কতা থাকা উচিত যে, আমরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি সতোপ্রধান হতে পারি। অমুকে এমন, সে এই কথা বললো এইসব কথা ভুলে যাও। এইসব এখন ছাড়ো। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করো। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। অন্যের অপগুণ দেখো না। দেহ - অভিমান আসার কারণেই মানুষ অপগুণ দেখতে থাকে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভাই - ভাইকে দেখলে গুণই দেখতে থাকবে। অপগুণ দেখা উচিত নয়। সবাইকে গুণবান করার চেষ্টা করো তাহলে কখনোই দুঃখ হবে না। যদিও কেউ উল্টোপাল্টা কিছু করে, বোঝা যায় যে রজো বা তমোপ্রধান অবস্থা, তাহলে তাদের চালচলন এমনই হবে। নিজেকে দেখতে হবে যে আমরা কত পর্যন্ত সতোপ্রধান হয়েছি? সবথেকে বেশী গুণ বাবার মধ্যে আছে। তাই বাবার থেকেই গুণ গ্রহণ করো, আর সব বিষয় ছেড়ে দাও। অপগুণ ছেড়ে গুণ ধারণ করো। বাবা কত গুণবান করেন। তিনি বলেন বাচ্চারা তোমাদেরও আমার সমান হতে হবে। বাবা তো সদাই সুখদায়ী, তাই না? তাই সদা সুখ দেওয়ার আর সতোপ্রধান হওয়ার ইচ্ছা রাখো, আর কোনো কথাই শুনো না। কারো গ্লানি ইত্যাদি করো না। সবার মধ্যেই কিছু না কিছু দুর্বলতা অবশ্যই আছে। দুর্বলতাও এমন আছে যে নিজেই বুঝতে পারে না। অন্যে বুঝতে পারে যে এর মধ্যে এই এই দুর্বলতা আছে। নিজেকে তো খুব ভালো মনে করে, কিন্তু কোথাও না কোথাও উল্টো কথা বেরিয়ে যায়। সতোপ্রধান অবস্থায় এমন হয় না। এখানে তোমাদের মধ্যে এখনো দুর্বলতা আছে, কিন্তু না বোঝার কারণে নিজের মিয়া - মিঠু (অতি চালাক, সবজান্টা) মনে করে। বাবা বলেন মিয়া - মিঠু তো আমি একজনই। তোমাদের সকলকে মিষ্টি বানাতে এসেছি, তাই যা যা অপগুণ আছে তা ছেড়ে দাও। নিজের দোষ দেখো, যে আমরা মিষ্টি - মিষ্টি

রুহানী বাবাকে কতটা ভালোবাসি ? কতটা নিজেকে বুঝতে পারি আর কতটা অন্যকে বোঝার ক্ষমতা রাখি ? দেহ - অভিমানে এসে গেলে কিন্তু কোনো লাভ হবে না । বাবা বলেন যে তোমরা অনেকবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছো । এখন আবার তা হও । শ্রীমতে চলে আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের মাথার উপর পাপের অনেক বোঝা আছে, সেই পাপ দূর করার চিন্তা থাকা চাই । দেবতাদের সামনে গিয়ে মানুষ বলে যে আমি পাপী, কেননা দেবতাদের মধ্যে পবিত্রতার আকর্ষণ আছে, তাই তাঁদের মহিমা গাওয়া হয় । আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ। তারপর ঘরে এসেই সব ভুলে যায় । দেবতাদের কাছে গেলে যেন তাদের নিজেদের উপরেই ঘৃণা আসে । তারপর ঘরে ফিরে এলে আর কোনো ঘৃণা থাকে না । এমন খেয়ালও মনে আসে না যে এদের এমন কে বানায় ?

এখন বাবা বলেন যে বাচ্চারা, এখন এই পড়া পড় । দেবতা হতে গেলে এই পড়া পড়তে হবে । শ্রীমতে চলতে হবে । প্রথমে বাবা বলেন যে নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো । দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে । ভাই - ভাই মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করো । বাবার থেকে এই আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । মানুষ তাঁর স্তুতি করে, আবার অন্যদিকে গ্লানিও করে থাকে কেননা তারা কিছুই জানে না । বলে ভগবান কুকুর - বিড়াল সবে মধোই আছে, সকলেই পরমাত্মার রূপ । যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে । আগেও তোমরা এমনই স্মরণ করতে । কিন্তু সে ছিলো ব্যভিচারী স্মরণ, তোমরা তখন অনেককে স্মরণ করতে । এখন বাবা বলেন যে অব্যভিচারী স্মরণে থাকো, কেবল আমাকেই স্মরণ করো । ভক্তিমার্গে যাঁকে তোমরা স্মরণ করে এসেছো -- এখন সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আত্মা যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন নিজে তমোপ্রধান হয়ে তমোপ্রধানকেই স্মরণ করতে থাকে । এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে । সেখানে কোনো ভক্তি থাকে না যে স্মরণ করতে হবে । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা, ব্যস, এই সতর্কতা রাখো যে আমরা কি করে সতোপ্রধান হতে পারবো ?

জ্ঞান তো খুবই সহজ । ব্যাজ দেখিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো যে - ইনি হলেন বেহদের বাবা, এনার থেকেই এই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় । বাবা এই স্বর্গের স্থাপনা করেন । সে তো তাহলে এখানেই হবে তাই না ? শিব - জয়ন্তী হলো স্বর্গ - জয়ন্তী । কি করে দেবতা হয় ? এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এই পড়ার দ্বারাই দেবতা হওয়া যায় । সমস্তকিছুই পড়া এবং স্মরণের উপর নির্ভর করে । বাবার স্মরণের যাত্রায় থাকলে অন্য সব কথা ভুলে যাবে । বাবা বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা দেহ - অভিমান ত্যাগ করো । কারো কোনো দুর্বলতাকে দেখো না । অমুকে এমন, এই করে, এই কথায় কোনো লাভ নেই, এতে কেবল সময়ই নষ্ট । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে অনেক পরিশ্রম হয় । অনেক বিঘ্নও আসে । পড়াতে এতো তুফান বা ঝড় আসে না যা স্মরণে আসে । নিজেকে দেখতে হবে যে আমি কত পর্যন্ত বাবার স্মরণে থাকতে পারি । আমাদের বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা আছে । ভালোবাসা এমন হওয়া উচিত যে - ব্যস, বাবার সঙ্গেই যেন আটকে থাকি । বাহ বাবা, তুমি আমাদের কত বুঝদার বানিয়েছো । উঁচুর থেকে উঁচু হলে তুমি, আর মানুষ সৃষ্টিতেও তুমি আমাদের কত উঁচু বানিয়েছো । এমনভাবে নিজের ভিতরে বাবার মহিমা করতে হবে । বাবা তুমি তো আশ্চর্য করে দাও । তোমাদের খুশীতে গদগদ হওয়া উচিত । বলে না - খুশীর মতো খাবার নেই, তাই বাবার মিলনেরও খুশী হয় । এই পড়ার ফলে আমরা এই হতে পারবো । এতে অনেক খুশী হওয়া চাই । বেহদের বাবা, সুপ্রীম বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা কত দয়ালু । আগেও ভগবানউবাচঃ এই অক্ষর

শুনতো, কিন্তু মিথ্যা হওয়ার কারণে মনে তা লাগতো না। যদি নুড়ি - পাথরে ভগবান থাকে তাহলে কি করে তিনি কথা বলবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নতুন নতুন কথা আছে, যা আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। আগে তোমাদের এই দৈবী ঝাড় বাড়তে থাকবে। বাবা বলেন যে, সবাইকে খবর দাও যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে, আর কোনো ধর্মস্থাপক এমন কথা বলতে পারে না, এইজন্য তাদের পয়গম্বর বা ম্যাসেঞ্জারও বলা যাবে না। খবর তো একমাত্র বাবাই দেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই সত্যপ্রধান হতে পারবে, আর সত্যপ্রধান দুনিয়াতে আসতে পারবে। এ হলো বাবার কথা। সব জায়গায় এই খবর লিখে দাও। সমস্তকিছুই এর উপর। ইউরোপিয়ান লোকদের জন্য এই চক্র আর ঝাড়ে সমস্ত জ্ঞান আছে। তাদের এই কথা বলতে হবে যে এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী কিভাবে রিপোর্ট হচ্ছে, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে। অমরনাথ বাবা এই সত্যিকারের অমর কথা শোনাচ্ছেন, অমরপুরীতে নিয়ে যাবার জন্য। সে হলো অমরলোক। আর এ হলো নীচ মৃত্যুলোক। সিঁড়ি আছে না। এখন আমরা ওপরে যাবো তারপর নম্বর অনুসারে আসবো। সবসময় ভাবো যে শিববাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন, তাঁকে স্মরণ করতে থাকলেই খুশীতে থাকতে পারবে। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চারা তোমাদের পড়ান, এরা হলো আশ্চর্য যুগল। বাবা এনাকে বলেন, "তুমি হলে আমার স্ত্রী।" তোমার দ্বারাই আমি দত্তক নিই। তারপর মায়েদের সামলানোর জন্য দত্তক নেওয়া বাচ্চাদের মধ্যে একজনকে রাখা হয়। এই ব্রহ্মপুত্র হলো সবথেকে বড় নদী। স্বমেব - মাতাশ্চ পিতা একেই বলা হয়। বাবা নিজেই বলেন - আমি চলতে ফিরতে খুব খুশীর সঙ্গেই বাবাকে স্মরণ করি। স্মরণে যতই পায় হেঁটে চলো, কখনো পরিশ্রান্ত হবে না। যত স্মরণ করতে থাকবে ততই চমক আসতে থাকবে। খুশীতে মানুষ তীর্থে কত দৌড়ে দৌড়ে ওপরের দিকে যায়। এ সবই হলো ভক্তিমাগের ধাক্কা। এও এক খেলা -- ভক্তি হলো রাত। এখন তোমাদের জন্য দিন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রতি এমন ভালোবাসা রাখতে হবে - যেন বাবার সাথেই সর্বদা আটকে থাকো। দিন - রাত বাবারই মহিমা করতে হবে। খুশীতে গদগদ থাকতে হবে।

২) এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে সত্যপ্রধান হতে হবে। কখনোই মিয়া - মিঠু (অতি চালাক) হবে না। বাবার মতো মিষ্টি হতে হবে।

বরদান :- সাধনের বশীভূত হওয়ার পরিবর্তে তাকে ব্যবহার করে মাস্টার ক্রিয়েটর হও।

সাইন্সের সাধন যা তোমাদের কাজে আসছে, নাটকের নিয়ম অনুসারে তখনই তা টাচ হয় যখন বাবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সাধন ব্যবহার করে তার বশ হয়ে যেও না। কোনো সাধনই যেন তোমাদের আকর্ষণ না করে। মাস্টার ক্রিয়েটর হয়ে ক্রিয়েশনের লাভ নাও। যদি এই সাধনের বশীভূত হয়ে যাও তাহলে তা দুঃখ দেবে, তাই সাধন ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে সাধনা যেন নিরন্তর চলতে থাকে।

স্লোগান :- নিরন্তর যোগী হতে গেলে হৃদের 'আমি আর আমি'র ভাবে বেহদে পরিবর্তন করে ।

প্রকৃত অনুবাগীর লক্ষণ

আজ বাবা কোথায়, কাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন তোমরা জানো ? কোন্ রূপে তিনি বিশেষভাবে তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন ? যেমন বাবার রূপ তেমনই তাঁর বাচ্চাদের রূপ। সুতরাং, আজ বাবা কোন্ রূপে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন, জানো তোমরা ? লোকে এটা ব'লে ভুল করেছে যে, পরমাত্মার অনেক রূপ ! এটা ভুল না রাইট ? এই সময় বাবা অনেক সম্বন্ধে অনেক রূপে তোমাদের সাথে মিলিত হতে আসেন । সুতরাং, 'এক'-এর অনেক রূপ প্র্যাকটিকালি তাঁর সম্বন্ধের এবং কাজের আধারে, তাই না ! তাহলে তো ভক্তও রাইট, তাই তো ! আজ কোন্ রূপে বাবা তোমাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন ? কোথায় সাক্ষাত করছেন ? আজকের সকালের মুরলিতে সেই সম্বন্ধের কথা শুনেছ । তাহলে, বাবা কে আর তোমরা বাচ্চারা কে ? আজ রুহানী প্রীতম রুহানী প্রিয়তমাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন । তিনি কোথায় তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন ? সবচেয়ে প্রিয় মিলনস্থান কোনটা ? মনে করতে পারো তোমরা, তোমাদের রুহানী প্রিয়তম, তোমরা অর্থাৎ রুহানী প্রেমসীদের সাথে মিলনের জন্য আদিত কোথায় নিয়ে যেতেন ? (সাগরে) সুতরাং, আজও রুহানী প্রেমিক, যিনি সর্ব খাজানায় এবং গুণে সম্পন্ন, তিনি তাঁর রুহানী অনুরাগীদের সাথে সাগরতীরে, সাথে শ্রেষ্ঠ স্থিতির পাহাড়ের উপর চন্দ্রালোকের শীতল ছায়ায় মিলনোৎসব করছেন । সাগর সম্পন্নতার আর পাহাড় হলো উঁচু স্থিতির প্রতীক । সদা শীতলস্বরূপ হলো চন্দ্রালোক । এই তিন একসাথে । আজ, রুহানী প্রিয়তম রুহানী প্রেমসীদের দেখে পুলকিত, তোমরা কী গান গাইছ ? (সবাই নিজের নিজের গান শোনাচ্ছে) সাধারণতঃ, তোমরা এক সময়ে একটা গানই শুনতে পারো, কিন্তু বাবা একই সময়ে সবার গান শুনতে পান । প্রেমসীরা নিজের নিজের গান শোনাচ্ছে আর প্রিয়তম সেই সব গানের রেসপন্স করছে । যে গানই তোমরা গাইছ সব ঠিক আছে । সবার অনুরাগের বোল, বাবা স্নেহভরে শুনছেন । তোমাদের অর্থাৎ প্রিয়তমাদের প্রিয়তমকে স্মরণ করা সহজ, তাই না ! রুহানী অনুরাগীদের, প্রিয়তমের সহজ এবং সদা স্মরণের সম্বন্ধ আছে । তোমাদের বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণ করতে হয়না, কারণ চেষ্টা করলেও তোমরা তাঁকে ভুলতে পারোনা ।

আজ, বাবা সব প্রিয়তমাদের দেখছিলেন, তিনি কী উপলব্ধি করলেন ? তোমরা অনুরাগীরা হলে অনেক আর প্রিয়তম হলেন এক এবং একমাত্র । কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে অনুভব থেকে বলা, "আমার প্রিয়তম" , কারণ স্নেহের সাগর রুহানী প্রেমিক । সাগর হলো বেহদ, এইজন্য তোমরা অনুরাগীরা সংখ্যায় যতই থাকো না কেন, ইচ্ছামতো যতখুশি স্নেহ নিতে পারো, সাগর তবুও অশেষ এবং সদা পূর্ণ । এই কারণে কেউ কম পেলো, তুমি বেশী নিলে এইরকম কোনো কথা নেই । যারা নেওয়ার তারা ইচ্ছামতো নিতে পারে । স্নেহের ভাণ্ডার সদা ভরপুর । যারা নেওয়ার তারা নম্বরক্রমে নেয়, সেক্ষেত্রে যিনি দেবেন অর্থাৎ সেই 'এক ' সবাইকে নান্নার ওয়ান স্নেহ দেন । তারা যাকিছু নেয় তা অন্তর্মনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরক্রমে এসে যায় । তোমরা সবাই ভালবাসতে জানো, কিন্তু সেই ভালোবাসার দায়িত্ব পূরণে নম্বরক্রম হয়ে যায় । তোমরা সবাই বলা, "আমার প্রিয়তম" , "আমার" বলা সত্ত্বেও তোমরা কী করো ? তোমরা জানো, তোমরা কী করো ? আজ বাবা স্পষ্টভাবে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করতে এসেছেন, মুরলি শোনাতে নয় । তাহলে তোমরা বলা আমাকে, তোমরা

কী করছ ? তোমরা বলো "আমার " কিন্তু এখনও মাঝেমাঝে এখানে আসার আগে কোথাও প্রমোদভ্রমণ করতে চলে যাও । তারপর ঘুরেফিরে যখন ক্লান্ত হয়ে যাও তখন আবার বলো, "আমার প্রিয়তম" । কোনো কোনো প্রেমসী অনেক জ্বালাতন করে । কী ধরণের ঝগড়া করে ? (দিদি -দাদীকে বলে) আপনাদের সামনে অর্থাৎ দিদি-দাদীদের সাকাররূপের সামনে তারা অনেক দুষ্টমি করে, তাই না ! তোমরা এত জ্বালাতন করো ! তোমরা বলো, আমি এটা করবো, এইভাবে চলবো, আপনার কাজ হলো আমাকে বদলানো । আমি এইরকমই । বাবা তোমাদের যা বলেছেন সেটাই বাবাকে শুনিয়ে ঝামেলা করো । একটা কথা তো খুব ভালোভাবে মনে রাখো - "আমি যেমন আছি, যেভাবে আছি, আমি তোমার ।" প্রিয়তমও উত্তর দেন, হ্যাঁ, তোমরা তো আমারই, কিন্তু আমার মানানসই জুড়ি তো হও ! যদি জুড়ি পরস্পরের সমান না হয় তবে যারা তাদের দেখবে তারা কী বলবে ! মাশুক কত সুন্দর সাজে আর প্রিয়তমা বিনা শৃঙ্গারে, সেটা কী খুব শোভনীয় হবে ? তাহলে, তোমরা নিজেরাই ভাবো - তিনি ঝলমলে ড্রেসে আর তাঁর প্রেমসী কালো ড্রেসে বা নোংরা কালো দাগের ড্রেসে, দেখতে ভালো লাগবে ? তোমরা কী মনে করো ? এরপর তোমরা কী বলবে ? "আমাদের দাগ সরানোর কাজ তো আপনার!" । কিন্তু বাস্তবে, মাশুক যখন তোমাদের ড্রেসই পরিবর্তন করে দেন, তবে সেই ড্রেসটাই কেন পরোনা ! দাগ সরানোর জন্যই বা কেন সময় নষ্ট করবে ! প্রিয়তমের হওয়া অর্থাৎ সবকিছুর রূপান্তর হওয়া । সেই পুরানো কালো ড্রেস, যাতে কত দাগ লেগে আছে তাকে স্মৃতিতে নিয়ে আসছ ! কেন বারবার তা ধারণ করছ ? কেন তোমরা ঝলমলে ড্রেসে শৃঙ্গারধারী হয়ে মাশুকের সাথে দ্যুতিময় দুনিয়ায় থাকনা ! ওখানে কোনও দাগ লাগতেই পারেনা ।

সুতরাং, হে প্রেমসী ! সদা মাশুকের সমান সম্পন্ন আর সদা দীপ্তিময় স্বরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বরূপে স্থিত থাকো । মাশুককে আরও একটা বিষয়ে মেহনত করতে হয় । জানো তোমরা, কোন বিষয়ে মেহনত করতে হয় ? সেটাও মনোরঞ্জনদায়ক কথা । তোমাদের প্রিয়তম, প্রিয়তমাদের সবাইকে তাঁর সাথে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তোমরা কী করছ ? মাশুক খুব হালকা আর তোমরা তাঁর প্রণয়িনীরা এত ভারী হয়ে যাও যে মাশুককে তোমাদের তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেহনত করতেই হয় । সুতরাং, এইরকম যুগল ভালো দেখাবে ? মাশুক বলেন, "হালকা হয়ে যাও" , কিন্তু তোমরা কী করো ? হালকা হওয়ার জন্য যে সাধনে তোমাদের এক্সারসাইজ ঠিক হয়েছিলো তোমরা তা করছনা । তাহলে তোমরা হালকা কিভাবে হবে ? তোমরা রুহানী এক্সারসাইজ তো জানো, তাই না ! এক মুহূর্তে নিরাকারী, এক মুহূর্তে অব্যক্ত ফরিস্তা আবার এক মুহূর্তে সাকারে কর্মযোগী এবং এক মুহূর্তে বিশ্ব সেবাধারী ; সেকেন্ডে স্বরূপ হয়ে যাওয়াই হলো রুহানী এক্সারসাইজ । অতিরিক্ত কোন বোঝা তোমরা নিজের ওপরে নাও ? ওয়েস্টেজের ওয়েট পরিমাণে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, এইজন্য হালকা হতে পারোনা । কারও কারও ওয়েস্টেড সময়ের ওয়েট পরিমাণে বেড়ে যায়, কারও ব্যর্থ সংকল্পের এবং কেউ কেউ আবার শক্তি ওয়েস্ট করে । কারও আবার ওয়েস্টফুল সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক অর্থাৎ সম্বন্ধ-সম্পর্ক ব্যর্থ বানিয়ে ফেলে । এইরকম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ওয়েট বৃদ্ধি হওয়ার কারণে তোমরা প্রিয়তম সমান ডাবল্ লাইট হতে পারোনা । প্রকৃত অনুরাগীর লক্ষণ হলো, মাশুক সমান হওয়া অর্থাৎ মাশুক যেমন, যেরকম, সেইরকম হওয়া । তাহলে তোমরা সবাই কে ? যেমনই হোক, তোমরা প্রেমসী, কিন্তু মাশুক সমান প্রেমসী হয়েছ ? একমাত্র সমানতাই নৈকট্য নিয়ে আসে । সমানতা না থাকলে তোমরা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারবেনা । গায়ন আছে ১৬ হাজার পাটরানি ছিলো । কিন্তু ১৬ হাজারের মধ্যেও নম্বরক্রম তো থাকবে, তাই না ! এক মাশুকের এত অনুরাগী

দেখিয়েছে ! কিন্তু অর্থ কিছু বোঝেনা । অলৌকিকতা ভুলে গেছে । সুতরাং, আজ অলৌকিক মাশুক তোমাদের অর্থাৎ প্রেমিকাদের বলছেন, সমান হও এবং কাছাকাছি এসো । আচ্ছা ।

চন্দ্রালোকে তোমরা বসে আছ, তাই না ! তোমাদের শীতল স্বরূপে থাকা অর্থাৎ চন্দ্রালোকে বসা । সদা চন্দ্রকিরণে স্থিত হও । চন্দ্রকিরণে তোমাদের ড্রেস নিজে থেকেই ঝলমল করবে । যেখানে দেখবে সেখানেই ঝলমলে দেখাবে । সদা সাগরতীরে থাকো অর্থাৎ সদা সাগর সমান সম্পন্ন স্থিতিতে থাকো । বুঝেছ তোমরা, কোথায় থাকতে হবে ? মাশুক এই কিনারা ভালবাসেন । সদা মাশুক সমান, তাঁর সাথে হাতে হাত ধরে থাকা অর্থাৎ স্নেহী আর সহযোগী, সাথে অর্থাৎ স্নেহ, হাত অর্থাৎ সহযোগ, এইভাবে আমার এক প্রিয়তম দ্বিতীয় কেউ নেই, এইরকম স্থিতিতে সদা সহজ থাকে, এমন প্রকৃত অনুরাগীদের রূহানী মাশুকের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

আজ দিল্লি আর গুজরাট থেকে এসেছে । দিল্লির তোমরা বুঝতে পারেনা যে তোমাদের যমুনাতীর তো আছে কিন্তু সাগরকূল নেই । সঙ্গমযুগে সাগরতীর আছে আর ভবিষ্যতে নদীকূল । সঙ্গমে তোমরা সাগর কিনারেই খেল, তাই না ! সুতরাং, সঙ্গমযুগে সাগরতীর আছে আর ভবিষ্যতের জিনিস আছে যমুনা নদীর কূলে । তাহলে, দিল্লি আর গুজরাটের মধ্যে সম্পর্ক কী ? দিল্লি হলো যমুনা নদীর কূল এবং গুজরাট, যারা গরবা নৃত্য করে । তাহলে যমুনা নদীর তীরে রাস খুব প্রসিদ্ধ, তাই না ! এইজন্য দিল্লি আর গুজরাট উভয়েই এসেছে । আচ্ছা ! বিদেশ থেকেও এসেছে ! বিদেশিরা এখানে এসে নিমন্ত্রণ করে সেখানে ঘুরতে যাওয়ার জন্য । "দিদি আসবেন, দাদী আসবেন, অমুক -অমুকে আসবেন !" - এখন যেমন অল্প সময়ের জন্য ঘুরতে যাও, ঠিক এমনভাবেই পরেও তোমরা ঘুরতে যাবে । সেকেণ্ডে পৌঁছে যাবে । বেশী সময় লাগবেনা কারণ অ্যাক্সিডেন্ট তো কখনও হবে না । এইজন্য কোনো স্পীড লিমিটের আবশ্যকতাও নেই । মাত্র একদিনেই সব জায়গায় ঘুরতে পারো । সারা ওয়ার্ল্ড একদিনে ঘুরতে পারো । এই অ্যাটমিক এনার্জি তোমাদের কাজে লাগতে চলেছে । তারা এটার রিফাইনিং-এ ব্যস্ত । সেই শক্তি তোমাদের কোনো দুঃখ দেবেনা । সবচেয়ে বেশী সেবা কোন্ তত্ত্ব করবে ? সূর্য । সূর্যকিরণ বিভিন্ন রকমের চমৎকারিত্ব দেখাবে । এইসব তোমাদের জন্য তৈরি হচ্ছে । তোমাদের গ্যাস, কয়লা বা কাঠ জ্বালানোর দরকার হবেনা । তোমরা এই সমস্ত জ্বালানি থেকে রেহাই পাবে । আচ্ছা । তোমরা অনেক চমৎকারিত্ব দেখবে । তারা মেহনত করবে তোমরা ফল খাবে । তারপর তোমাদের এইসব অয়্যার অর্থাৎ তার ইত্যাদি লাগানোরও মেহনত করতে হবেনা । বিনা পরিশ্রমে তোমাদের ন্যাচারাল নেচারের প্রাপ্তি হয়ে যাবে । যাই হোক, তোমরা নেচারের সুখ অনুভব করতে হলে, তোমাদের অরিজিনাল নেচার, ন্যাচারাল বানাতে হবে । একমাত্র তখনই নেচারের সর্বসুখের প্রাপ্তি করতে পারবে । ন্যাচারাল নেচার অর্থাৎ তোমাদের অনাদি সংস্কার । শুধু শুনেই তোমাদের আনন্দ হচ্ছে, তাহলে যখন প্রারন্ধ লাভ করবে তখন কত আনন্দ হবে ! এখানে যেমন বিহঙ্গ ওড়ে, ওখানে তেমন বিমান উড়বে । কত হবে ? এখানে যেমন একঝাঁক পাখি লাইন দিয়ে একসাথে ওড়ে, সেইরকম শ্রেণিবদ্ধ বিমানও একসাথে উড়বে । এইরকম নয় যে, একটা উড়লে আরেকটা উড়তে পারবেনা ; সেগুলো সব বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনে উড়বে । বিত্তবান প্রজাবর্গ তাদের নিজেদের ডিজাইনে উড়বে । যেখানে ইচ্ছা তুমি নামতে পারো । এখন প্রকৃতিজিত হও, তবে প্রকৃতি তোমার দাসী হবে । এখন যদি প্রকৃতিজিত কম হও তবে প্রকৃতি তোমার দাসীও কম হবে । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা ।

মধুবন নিবাসীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

মধুবন নিবাসী কারা ? মধুবন নিবাসীদের কোন্ টাইটেল দেওয়া উচিত হবে ? নতুন কোনো টাইটেল ভাবো । এই সময় মধুবনে কোন্ জিনিস তোমরা লাগিয়েছ ? তোমাদের অর্জিত ফটোকপিং মেশিন লাগিয়েছ, তাই না ? তোমরা মধুবন নিবাসী তাহলে @ফটোস্ট্যাট (photostat copy) কপি হ'লে । যেমন বাবা তেমন বাচ্চা । ওই মেশিনে সবকিছুর ছবছ নকল হয় ! মেশিনের এটা বিশেষত্ব, সামান্যতম প্রভেদও আসেনা । মধুবন নিবাসী হলো ফটোকপি । মধুবন মেশিন আর মধুবন নিবাসী ফটো । তো তোমাদের হাতের প্রতিটি কর্মের ভাগ্যরেখা ভাগ্যবিধাতার দ্বারা নির্দেশিত - এমনই প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন । তোমাদের কর্ম, তোমাদের ভাগ্যনির্দেশ করে । সুতরাং, তোমাদের প্রত্যেক কর্ম এমন হতে হবে যাতে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখা টানা যায় । ঠিক বাপদাদার সব কর্ম যেমন নিজের এবং প্রত্যেকের ভাগ্যরেখা টেনেছিলো, ঠিক একইভাবে তোমাকে নিশ্চয়ই বাবা সমান হতে হবে । মধুবনে তোমরা অনেক সাধন, এত সহযোগ, এত শ্রেষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত করেছ, মধুবনের ভাঙারে কোনো বস্তু আর অপ্রাপ্ত নেই । সুতরাং, যারা সবকিছু প্রাপ্ত করেছ, তারা কী হবে ? সে সম্পূর্ণ হবে, তাই না ! এখনও কিসের অপ্রাপ্তি আছে ? যদি কিছু অপ্রাপ্তি থাকে তবে সেটা তোমাদের নিজের ধারণার । মধুবন নিবাসীদের অনাদি অর্থাৎ স্বীয় সংস্কার ইমার্জ হওয়া উচিত । কী সেই সংস্কার ? কোন অনাদি সংস্কার ব্রহ্মাবাবার ছিলো, যা তাঁকে তাঁর কর্মে সফল বানিয়েছিলো । তোমাদের সবার সেই একই সংস্কার ? 'হাঁ জী' বলার সাথে সাথে তিনি সবসময় অন্যকে সামনে এগিয়ে রাখতেন, বলতেন, "প্রথমে তুমি" , কখনও নিজেকে সামনে রাখেননি । তিনি সদা অন্যকে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন । ব্রহ্মাবাবা সবসময় জগত-অস্বাকে নিজের সামনে রেখেছেন । কোথাও গেলে সবকিছুতে তিনি বাচ্চাদের সামনে রাখতেন । জগত-অস্বাকে তাঁর আগে জায়গা করে দিয়েছেন । যারা অন্যকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয়, তারাই বলতে পারে "হাঁ জী" । এই কারণে মূল্য কথাই হলো অন্যকে এগিয়ে যেতে দাও, কিন্তু শুভ ভাবনার সাথে । এটা শুধু বলার জন্য নয়, কিন্তু শুভ চিন্তকের শুভ ভাবনা থেকে । শুভ কামনা এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনার আধারে যখন তুমি অন্যদের নিজের সামনে রাখবে, তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যাবে । অন্যকে প্রথমে যেতে দেওয়া অর্থাৎ নিজে প্রথম নম্বর হওয়া । যেমন বাবা জগদস্বাকে প্রথমে রেখেছেন, বাচ্চাদের প্রথমে রেখেছেন, তবুও কিন্তু তিনি নাম্বার ওয়ান গেছেন, তাই না ! এর মধ্যে নিজের স্বার্থের মনোভাব ছিলনা । তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ছিলেন । কার্যতঃ তিনি অন্যদের 'প্রথমে তুমি' ব'লে সামনে রাখার কাজ করে দেখিয়েছিলেন । একইভাবে "প্রথমে তুমি"-র পাঠ অতি দৃঢ় হতে হবে । সেইরকম মনে করে নয় যে অন্য কেউ এটা করেছে, সুতরাং তোমারও এটা করা উচিত । বোলোনা যে কেন এটা কেউ করেছে ? একমাত্র আমিই এটা করি, আমি কেন করবো না ? এইরকম ভাব নয় । তুমিই করো বা অন্য কেউ, বাবারই তো সেবা । এখানে কারও তো নিজের নিজের কারবার নয়, তাই না ! সওদা শুধু এক বাবার । তোমরা ঈশ্বরীয় সেবায় আছ । এমনকি তোমরা লিখেও থাকো 'গডলি সার্ভিস', 'আমার সার্ভিস' এইরকম তো লেখোনা, তাই না ! বাবা যেমন এক, সেবাও এক । অতএব, কোথাও কেউ কিছু করুক বা তুমি কিছু করো, এটা একই কথা ! যে যতটা করে তাকে আরও এগিয়ে যেতে দাও । এইরকম মনে কোরোনা, আমিই আগে যাবো, না । অন্যকে সামনে যেতে দিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে যাও । সবাইকে সাথে নিয়ে যেতে হবে, তাই না ! বাবার সাথে তোমরা সবাই ঘরে ফিরে যাবে অর্থাৎ তোমরা সবাই একসাথে যাবে, তাই তো ? যখন এই ভাবনা সবার মধ্যে এসে যাবে তখন ব্রহ্মাবাবার ফটোস্ট্যাট কপি হয়ে যাবে ।

মধুবন নিবাসী কাউকে দেখা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবাকে দেখা, কারণ তোমরা প্রত্যেকেই তো কপি, তাই না ? অতএব, কেউ বলতে পারবেনা, আমরা তো ব্রহ্মাবাবাকে দেখিনি । এটাই মধুবন নিবাসী তোমাদের বিশেষত্ব, কারণ মধুবন নিবাসীদের সবাই ফলো করে । তাইতো মধুবনের তোমরা প্রত্যেকে একেকজন মাস্টার ব্রহ্মা । কাউকে ব্রহ্মাবাবার ফটো দিলেও সে কত যত্নসহকারে নেয় । সে ভাবে, সবচেয়ে বড় উপহার পেয়েছে ! সুতরাং তোমাদের সবাইকে ব্রহ্মাবাবার ফটো হতে হবে । ব্রহ্মাবাবার সমান হলে তোমরাও অমূল্য উপহার হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

বরদান:- হৃদয়ের তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ক'রে সবার আশীর্বাদের অধিকারী ভব

অনেকে আছে যারা নিজেদের তপস্যার চার্টে নিজেরাই সার্টিফিকেট দেয় । কিন্তু সবার সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট তখনই প্রাপ্ত হয় যখন তোমরা হৃদয় থেকে তপস্যা করো, তোমার হৃদয়ে সবার জন্য ভালোবাসা থাকে, নিমিত্ত ভাব এবং শুভ কামনা থাকবে । এইরকম বাচ্চারা সবার আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে যায় । অন্ততপক্ষে ৯৫% আত্মা সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট দিলে, সবার মুখ থেকে বেরোবে, হ্যাঁ ! তুমি নান্দার ওয়ান । এইভাবে সবার হৃদয়ের আশীর্বাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করে বাবা সমান হও ।

স্লোগান:- সময়কে অমূল্য মনে করে সফল করলে তুমি কোনও সময় ভুল পথে চালিত হবেনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল রাবণের শোক বাটিকা , যেখানে সবাই দুঃখী , এখন তোমরা রাবণকে দূর করছো, ফলে পুনরায় জয় জয়কার হবে, সবাই অশোক বাটিকায় চলে যাবে"

প্রশ্ন:- প্রজাতে উঁচু পদের প্রাপ্তির আধার কি , তার দৃষ্টান্ত কি ?

উত্তর :- প্রজাতে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে তোমার কাছে যে এক মুঠো চাল রয়েছে সেসব সুদামার মতন বাবা কাছে অর্পণ করো। দেখানো হয়েছে না -- সুদামা যেমন এক মুঠো চাল দিয়ে মহল প্রাপ্ত করেছিল। বাকি রাজস্ব করতে হলে ভালো ভাবে পড়তে হবে, সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। নিজের সমস্ত কিছু ইনসিওর বা বীমা করতে হবে ।

গান :- অবশেষে সেই দিন এলো আজ ।

ওমশান্তি। পরম পিতা পরমাত্মাকে নাবিকও বলা হয়। নাবিক বোটম্যানকে বলা হয়। যে নৌকায় করে ঐপারে নিয়ে যায়। সুতরাং বাবা হলেন নাবিক, ঐপারে নিয়ে যান যিনি। মিথ্যা খন্ডে হয় মিথ্যা উপার্জন। সত্য খণ্ডের জন্যে এই হল সত্য উপার্জন, ওই হল মিথ্যা উপার্জন। এখন ভারত পতিত হয়েছে। ভারত কত বিশাল। দুনিয়াও কত বিশাল। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে -- পুরানো দুনিয়ায় রয়েছে পুরানো ভারত। আগামী কালের ভারত অথবা আগামী কালের দুনিয়া কেমন হবে ! তোমরা জানো এখন কত মানুষ আছে। কত খন্ড রয়েছে, কালকে নিশ্চয়ই ভারতই থাকবে। দৈবী রাজ্য হবে। সোনার দ্বারকা হবে। অর্থাৎ ভারতেই কৃষ্ণপুরী হবে। লক্ষা (শ্রীলক্ষা) থাকবেনা। সম্পূর্ণ লক্ষা সোনার হয়না। ভারত সোনার হয়। লক্ষা অর্থাৎ রাবণ রাজ্য শেষ হয়। ভারত দ্বারকায় পরিণত হয় যাকে কৃষ্ণপুরী বলা হয়। দ্বারকা অবস্থিত ভারতে। সোনার ভারত হয়। দ্বারকাও একটি রাজধানী হয়ে যায়। বলা হয় -- যমুনা নদীর তীরে দিল্লি পরীদের স্থান ছিল , যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ বাস করতেন। দ্বারকায় দ্বিতীয় রাজধানী হয়। যখন দ্বারকায় রাজস্ব চলে তখন লক্ষ্মী নারায়ণ থাকেন না। সেখানে অন্যদের রাজস্ব চলে। রাজধানী হল যমুনার তীরে। সেখানে অন্যদের রাজস্ব হয়না।

এখন তোমরা জানো এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া ভারত সহ যা কিছু আছে, এই সব স্বাহা হয়ে যায়-
- এই জ্ঞান যজ্ঞে। এ তো হল বৃহত্তম বেহদের যজ্ঞ, যাতে পুরানো সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হতে হবে। এইসব বাচ্চাদের মনে থাকা উচিত। এ হল রাবণের কত বিশাল দুনিয়া। রামের এত বিশাল খোড়াই হবে। সেখানে তো ভারত হবে স্বর্গ -- অন্য খণ্ডের নাম গন্ধ থাকবেনা। এইসব হল বোঝার বিষয়, যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আজ হল পুরানো দুনিয়া -- কাল হবে নতুন দুনিয়া। তোমরা ব্রাহ্মণ বংশীরাই হবে দৈবী বংশী। এই ব্রাহ্মণরাই পড়াশোনা করে নম্বর অনুসারে বংশধারী হয়। এখন হল শূদ্র বংশী। শেষে বাবাকে আসতেই হয় -- এইসব দুনিয়ার লোক জানেনা।

বাবা প্রমোত্তরের চিত্র (poster) খুব সুন্দর তৈরি করিয়ে ছিলেন , যার দ্বারা মানুষ পিতার পরিচয় প্রাপ্ত করতে পারে। কিন্তু সম্মুখে না বোঝালে কেউ বুঝবেনা। তোমাদেরই বাবা বলেন খারাপ শুনবেনা , খারাপ দেখবেনা...তারা তো এমন খেলনা বানরদের উপরে বানিয়েছে । তোমরাও বানর সম ছিলে। এখন তোমাদের চেহারা পাল্টেছে। যাদের ভিতরে পাঁচ বিকার আছে তাদেরই বানর বলা হবে। যেমন নারদের চেহারা দেখানো হয়েছে। সে বলেছিল আমি লক্ষ্মীকে বরণ করব -- তাকে বলা হয়েছিল আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নাও। এইসব হল কাহিনী । সমস্ত কিছু এখানকার কথা। কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারি ? বাবা বলেন হ্যাঁ, প্রথমে বানরচরিত্র ত্যাগ কর - তাহলে কেন বরণ করতে পারবেনা।

বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান বানাচ্ছেন তারপর তোমাদের দ্বারা সকল আত্মাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে অথবা অশোক বাটিকায়ে নিয়ে যান। এইসময় সবাই রয়েছে শোক বাটিকায়। এখন তোমরা রাবণকে দূর করছ তারপরেই জয় জয়কার হবে। সবাই ভক্ত সবাই সীতা । একমাত্র রাম হলেন ভগবান। হে রাম! বলে ডাকাও হয়। বাস্তবে রাম শিববাবাকে বলা হয়। বাবা এসে বুঝিয়েছেন , রাম এসেই সকলের সদগতি করেন। স্বর্গে নিয়ে যান , যাকে রামরাজ্য বলা হয়। বাবা চিত্র খুব ভালো তৈরি করিয়ে ছিলেন। তোমাদের গীতা পার্শ্বশালায় গিয়ে বোঝাতে হবে। আমরা লিখি পরম পিতা , তারপরে জিজ্ঞাসা করে পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ? নিশ্চয়ই বলবে তিনি হলেন আমাদের পিতা। আচ্ছা, যখন আমরা তাঁর ই সন্তান, তিনি হলেন বেহদের পিতা নতুন দুনিয়ার রচয়িতা তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই স্বর্গে বাস করা উচিত। এখানে নরকে পতিত দুনিয়ায় কেন রয়েছে ? লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য কেন নেই ? ভারতের কাছে স্বর্গের স্বরাজ্য ছিল তাইনা। এখন কলিযুগে রাবণ রাজ্য রয়েছে। তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিল না -- আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। রাজারাও ছিলেন ডবল মুকুটধারী। পবিত্রতার মুকুটও ছিল এবং রত্ন জড়িত মুকুটও ছিল। রামরাজ্য পরে হবে, তাহলে বুদ্ধিতে আসা উচিত যে ভারতে বরাবর এঁদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণ প্রথম নম্বরে রয়েছে। সত্যযুগে দিব্য গুণধারী মানুষ ছিল তাদেরই আবার ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এখন লক্ষ্মী নারায়ণ কোথায় রয়েছেন ? সবাই পতিত দুনিয়ায় আছেন তাইনা। তাদেরই বাবা বসে রাজ যোগ শেখাচ্ছেন, যাঁরা নিজের রাজত্ব হারিয়েছে, তাঁরাই পুনরায় রাজত্ব প্রাপ্ত করতে রাজযোগের শিক্ষা নেয় । তোমাদের স্মরণে আছে যে আমরা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে বাবার কাছে রাজ যোগের শিক্ষা গ্রহণ করি। অর্ধকল্প সুখের রাজত্ব থাকে পরের অর্ধকল্প রাবণরাজ্যে দুঃখের রাজত্ব থাকে। এখন আমরা আবার শিক্ষা লাভ করছি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে ভগবান পিতা এসে শিক্ষা প্রদান করেন। ভগবানুবাচ -- কোন্ ভগবান ? তারা তো কৃষ্ণের জন্যে বলে দেয়। তোমরা তো বলো একমাত্র ভগবান হলেন নিরাকার শিব। শ্রীকৃষ্ণ হলেন দেবতা, তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কি সম্পর্ক ? তিনি তো হলেন পিতা, তাইনা। একজন দাদা (ঠাকুরদা) অন্যজন বাবা (পিতা) । এইসময় তোমাদের দু'জন পিতা রয়েছেন । তৃতীয় জন হলেন দেহের পিতা। ওই দুইজন হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং শিববাবা। লৌকিক পিতার কাছে তোমরা দৈহিক বর্ষা প্রাপ্ত করো , এখন পারলৌকিক পিতা বলছেন আমার কাছে বেহদের (অসীমের) বর্ষা নাও। পরমপিতা পরমাত্মা এসে পতিতদের পবিত্র করেন , রাজত্ব করার যোগ্যতা প্রদান করেন। তৃতীয় প্রশ্ন করা হয় গীতার ভগবান কে ? মানুষ বলে শ্রীকৃষ্ণ । তোমরা বলো কৃষ্ণ গীতার ভগবান নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও ভগবান বলা হবেনা। শিবকেই ভগবান বলা হবে কারণ উনি

হলেন নিরাকার এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার। সুতরাং ভগবান হলেন একমাত্র শিব। এই কথাটিও বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা হলে শিবশক্তি , সৈন্য বাহিনী। তোমরা বিকারের ত্যাগ করে , নির্বিকারী পবিত্র হয়ে নিজের রাজত্ব প্রাপ্ত করো। তখন এই রাবণের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমরা নিজের রাজধানী স্থাপন করছো , আগামীকাল এর মালিক হবে। লক্ষ্মী নারায়ণ কে এই রাজত্ব কে দিয়েছেন ? আমরা বলবো ওনাদের রাজত্ব প্রদান করেছেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। যিনি বর্তমানেও দিচ্ছেন। শিববাবা বলেন পূর্বেও আমি তোমাদের এই রাজত্ব দিয়েছি , এখন আবার শেখাচ্ছি। এইসব শেষ হয়ে যাবে। পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তোমরা সেখানে সোনা হীরের মহল তৈরি করবে। রাজত্ব করবে। এটাই হল তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই আমরাই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হই। এটা হল উঁচু থেকে উঁচু পদ। তাঁদের কে এমন শিক্ষা দিয়েছেন ? নিশ্চয়ই উঁচু থেকে উঁচু পিতাই শিক্ষা দিয়েছেন। এখন পুনরায় রাজ যোগের শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে এই পদ লাভ হবে। তত স্বপ্ন। ততক্ষণে সব ধর্মের বিনাশ হবে। ব্রহ্মা দ্বারা দৈবী ধর্মের স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ,তারপরে বিষ্ণু দ্বারা পালনা। লক্ষ্মী নারায়ণ পালনা করেন। এসবই হল বোঝার বিষয় ।

তোমাদের জীবনকে অমূল্য জীবন বলা হয়। শিববাবা দ্বারা তোমাদের লটারি প্রাপ্ত হয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়, সে পুরস্কার লাভ করে। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন প্রথম নম্বরে। এনাদের দৌড় তোমাদের চেয়ে বেশী। প্রথম নম্বরে হলেন ব্রহ্মা তারপরে সরস্বতী, একে যোগবলের দৌড় বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন সত্যযুগে প্রথমে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ বলা হবে। এখানে তো সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা, তাই সরস্বতী ব্রহ্মা বলা হবে। প্রথমে ব্রহ্মা পরে ওনার কন্যা সরস্বতী। জগৎপিতা ও জগতমাতা বলা হবে। এনারা স্ত্রী পুরুষ তো হবেন না। এঁরাই যখন সত্যযুগে যাবেন তখন নাম পরিবর্তিত হবে। প্রথমে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ এখানে প্রথমে ব্রহ্মা পরে সরস্বতী কারণ কন্যা তাইনা। এখন তোমরা জানো আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই , যত বেশী পুরুষার্থ করা হবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। তোমরা বেগার থেকে প্রিন্সে পরিণত হও। ভালো করে পড়াশোনা করলে রাজা হবে। ভালো করে পড়বেনা, পবিত্র থাকবেনা তো রাজত্ব প্রাপ্ত হবেনা। শিববাবা তো রাজত্বের বর্সা দেন। যদি কেউ রাজত্ব না নেয় , পবিত্র না থাকে তবে প্রজাতে চলে যায়। প্রজাতেও নম্বর অনুযায়ী আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করে প্রজাতে আমরা উঁচু পদ প্রাপ্ত করবো কিভাবে ? তখন সুদামার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। এক মুঠো চালের পরিবর্তে মহল প্রাপ্ত হয়। এখানে যে এক মুঠো চাল দেয় সে ২১ জন্মের জন্যে মহল প্রাপ্ত করে। এ হল ইনসিওরেন্স। প্রত্যেকে নিজেদের ইনসিওর করে -- ভগবানের কাছে। ঈশ্বর অর্থে গরিবদের দান করে। কেউ অল্প দেয় , কেউ ধন দেয় , কেউ বাড়িঘর বানিয়ে দেয়। ধার্মিক ব্যক্তি কিছু না কিছু অবশ্যই দান করবে, কারণ পাপ কর্ম অনেক করে তাই দান পুণ্য করে অর্থাৎ ইনসিওর করে, তাইনা। দানপুণ্য অনুসারে পরজন্মে ভালো গৃহে জন্ম হয়। ধরো কেউ হাসপাতাল বানাল তো পরজন্মে রোগে কম ভুগবে। কেউ বিশ্ব বিদ্যালয় বানাল তো পরজন্মে তার ফল পাবে। ভালো শিক্ষা লাভ হবে। এ সব হল ইনডাইরেক্ট দান পুণ্য করা। এখন বাবা ডাইরেক্ট বলছেন যত ইনসিওর করবে -- ২১ জন্মের জন্যে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত করবে। তারপর যত করতে পারো করো। বাবা হলেন দাতা (শুধু দিয়েই থাকেন) । শিববাবা কি করবেন। উনি তো বলেন সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য। মানুষ দরিদ্রকে দান করে তার প্রতিফল ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্ত করে। এখানেও শিববাবা বলেন -- তোমরা এক মুঠো চাল দিলে নতুন দুনিয়ায় ২১ জন্মের জন্যে ফল প্রাপ্ত করবে। সে সূর্যবংশী রাজত্বই নাও বা চন্দ্রবংশী রাজত্ব । সে

বিত্তবান প্রজা হও বা গরিব প্রজা। শ্রীমৎ তোমরাই প্রাপ্ত করো। যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ রাজা রানী হয়ে যাও অথবা প্রজা। সেসব তো সাক্ষী হয়ে দেখে থাকো। বাবা বলেন -- তোমরা যা চাও প্রাপ্ত করো। বাবাকে ইনসিওরেন্স ম্যাগনেট বলা হয়। তিনি হলেন গুপ্ত।

এখন তোমরা জানো বাবা সম্মুখে এসেছেন -- আমাদের ২১ জন্মের বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিতে। যত ইনসিওর করবে , বাবা বলেন আমার সঙ্গে যুক্ত হলে তোমার রাজত্ব প্রাপ্তির অধিকার থাকবে। বাবার সঙ্গে কিভাবে যুক্ত হওয়া যায় ? বলে যে বাবা আমাদের কাছে এইসব আছে। বাবা বলেন তোমরা তো বলো যে -- এইসবই ঈশ্বরের দান। তাই এমন ভেবোনা যে এইসব আমার। নিজের বলে আসক্তি রেখো না। আসক্তি থাকলে রাজত্ব প্রাপ্ত হবে না। গৃহস্থ থেকে শ্রীমৎ অনুসারে চলো তাহলেই আসক্তি দূর হয়ে যাবে। তোমরা তো গ্যারান্টি করেছিলে তাইনা -- যে, বাবা আপনি এলে আমরা আপনার হব। আমার তো একমাত্র আপনি। এবারে বাবার কাছে গেলে বাবা পুনরায় স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। বাবা প্রতিদিন তোমাদের শোনান। শোনাতে শোনাতে কত বছর কেটে গেল। এখন আর অল্পই সময় বাকি রয়েছে। ইনি হলেন বাবার লং বুট। বাবা পুরানো পাদুকা ধারণ করেছেন। বলেন বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের খবর শোনাই। আমি হলাম নলেজফুল, ব্লিশফুল, লিভেটর। সুখ কৰ্তা , দুঃখ হৰ্তা। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে তত পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) রাজত্ব পদ লাভ করতে পুরোপুরি ভাবে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। কোনো কিছুতেই আসক্তি রাখবেনা। আমার তো কেবল একমাত্র বাবা... এই পাঠটি পাকা করতে হবে।

২) খারাপ শুনবেনা.... খারাপ দেখবেনা..... খারাপ বলবেনা.... বাবার নির্দেশন অনুসারে চলে মন্দির সম(পবিত্র) যোগ্য হতে হবে।

বরদান :- ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির আসনে একাগ্র চিত্তে বিরাজমান রাজ যোগী , স্বরাজ্য অধিকারী হও।

ব্যাখা: রাজযোগী বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিই হল আসন, কখনও স্বমানে স্থিতিতে স্থিত হও, কখনো ফরিষ্টা স্থিতিতে , কখনো লাইট হাউস , মাইট হাউস স্থিতিতে , কখনো প্রেম স্বরূপ মগ্ন স্থিতিতে। আসনে যেমন একাগ্র চিত্তে বসতে হয়, তেমনি তোমরাও বিভিন্ন স্থিতির আসনে স্থিত হয়ে ভ্যারাইটি স্থিতির অনুভব কর। যখন চাইবে মন বুদ্ধিকে আদেশ করো আর সঙ্কল্প করা মাত্রই সেই স্থিতিতে স্থিত হও, তাহলেই বলা হবে রাজযোগী স্বরাজ্য অধিকারী।

স্লোগান - আস্তাকারী হল সে যাকে সঙ্কল্পেও কোনো দেহধারী আকৃষ্ট করবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই দুঃখের ঘাটে বসে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখধামকে ভুলে যাও, এখানে তোমাদের বুদ্ধি ঘুরে বেড়ানো উচিত নয় ।"

প্রশ্ন :- তোমাদের পুরুষার্থের आधार কি ?

উত্তর :- নিশ্চয়তা । তোমরা নিশ্চিত যে -- বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার উপহার নিয়ে এসেছে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে । এই নিশ্চয়তায় তোমরা পুরুষার্থ করো । যদি নিশ্চয়তা না থাকে তোমরা নিজেদের পাঁটাতে পারবে না । এর পরে খবরের কাগজের মাধ্যমে তোমাদের এই খবর সবাই জানতে পারবে, চারিদিকে আওয়াজ উঠবে । তোমাদের নিশ্চয়তাও পাকা হতে থাকবে ।

ওম শান্তি । টাওয়ার অফ সাইলেন্স আর টাওয়ার অফ সুখ । তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে আছো, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি ঘরের প্রতি থাকা চাই । সেই ঘর হলো শান্তির টাওয়ার । উঁচুর থেকে উঁচুকে টাওয়ার বলা হয় । তোমরা হলে সেই শান্তির টাওয়ার । ঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । ঘরে তোমরা কিভাবে যাও ? টাওয়ারে থাকেন বাবা, তিনি শিক্ষা দেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই শান্তির টাওয়ারে আসতে পারবে । তাকে ঘরও বলা হয় আবার শান্তিধামও বলা হয় । এই কথাই বোঝানো হয় । নিজেদের শান্তিধাম আর সুখধামের স্মরণে থাকো । যদি তা থাকতে না পারো তাহলেমনে করতে হবে যে তোমরা হলে জঙ্গলের কাঁটা, তাই দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকো । নিজেদের শান্তিধামের অধিবাসী মনে করো । নিজের ঘরকে তো মনে করতেই হবে । ভুলে যাওয়া যাবে না । সেই ঘর হলো বাবার ঘর । আর এ হলো দুঃখের ঘাট । এখানে বসেও যাদের বাইরের জগতের কথা স্মরণে আসে, তাহলে এমন বলা হবে না যে এদের নিজের ঘরের কথা স্মরণে আছে, তাই বাবা রোজ শিক্ষা দেন -- প্রতি মুহূর্তে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । গীতাতেও বাবার মহাবাক্য হলো ...আমাকে স্মরণ করো । ভগবান তোমাদের কি করবেন ? তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবেন আর কি ! যখন তোমরা স্বর্গের মালিক হতে বসেছো, তখন তোমাদের ঘরে যাবার জন্য এবং স্বর্গের জন্য বাবা যা শ্রীমত দেন -- সেই শ্রীমতেই সম্পূর্ণ চলতে হবে । দুনিয়াতে তো অনেক গুরুই আছে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, কোনো ধর্মস্থাপককেই গুরু বলা যাবে না । তাঁরা তো কেবল ধর্ম স্থাপন করার জন্যই আসেন । ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে খোড়াই আসেন । গুরু অর্থাৎ যিনি নির্বাণধাম, বাণপ্রস্থে ফিরিয়ে নিয়ে যান । কিন্তু একজন গুরুও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না । একজনও নির্বাণধামে যান না । তা হলো বাণীর ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ঘর । বাণপ্রস্থের অর্থ না গুরুরা জানে, না তাদের অনুসরণকারীরা জানে । তাই বাচ্চাদের কত করে বোঝানো হয় । এই চিত্র হলো সত্যযুগের আর ওই চিত্র হলো ত্রেতাযুগের । তাঁদের ভগবান বলা যাবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকেও ভগবান - ভগবতী বলা হয় না । আদি সনাতন হলো দেবী - দেবতা ধর্ম । দেবী - দেবতা ছাড়া কেউই স্থায়ীভাবে পবিত্র হয় না । একটিমাত্র ধর্মই কেবল ২১ জন্ম পবিত্র থাকে । এরপর ধীরে ধীরে এই অবস্থা কম হতে থাকে । ত্রেতায় দুই কলা কম হয়ে যায় তাই সুখও কম হয়ে যায় । তাকে বলা হয় ত্রেতা যুগ ১৪ কলার । এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো আর সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান পেয়েছো । তাকেই তোমরা স্মরণ করতে থাকো, কিন্তু কারোর বুদ্ধি কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ায়, তারা স্মরণই করে না । আচ্ছা, আর

কিছু যদি বুঝতে না পারে তাহলে আঙ্গিক হয়ে বাবাকে তো বুদ্ধিতে রাখো । বাবা আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে তো তোমরা জানো, তাই না ? ওই ঝাড়ের আদি - মধ্য এবং অন্ত বলা হবে না । এই ঝাড়ের আদি - মধ্য এবং অন্ত আছে কেননা মধ্যে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায় । কাঁটায় পরিণত হতে শুরু হয় । বাগান , জঙ্গল হতেও শুরু করে । এই সময় সমস্ত ঝাড়ের জর্জরিভূত অবস্থা । সমস্ত ঝাড় শুকিয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সমস্ত ঝাড়ই শুকনো, তাই কলম লাগাতে হয় । এর কলম লাগে, কলম না লাগলে তো প্রলয় হয়ে যাবে । প্রলয় অর্থাৎ সমস্তকিছু জলমগ্ন হয় না । ভারত থেকে যায় -- কিন্তু জলমগ্ন হয়ে যাবে, এমন কথা তো আছে ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, চারিদিকই জলমগ্ন হয়ে যায় । কেবলমাত্র ভারতই থাকে । যেমন বান আসে আবার চলেও যায় । মানুষ বলে বি . কে রা সারাদিন মৃত্যু আর মৃত্যুই বলতে থাকে । ব্যস, মৃত্যু তো আসবেই । তাই মানুষ ভাবে যে, এরা তো অশুভ কথা বলে । বলো যে তা নয় । আমরা খোড়াই বিনাশের কথা বলি । আমরা তো বলি - পবিত্রতা, সুখ , শান্তির ধর্ম স্থাপন হচ্ছে । বিনাশ না হলে শান্তি কিভাবে আসবে - গুপ্ত রূপে শান্তিধাম, সুখধামের স্থাপনা হয়ে চলেছে । এ তো আমরা শুভ কথা বলি । তোমরাও বলো না - হে পতিত - পাবন এসো, আমাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে চলো । তোমরা নিজেরাই বলো যে আমাদের নিয়ে চলো । আমরাও শুভ বলি আর তোমরাও শুভ বলো । তোমরা বলো যে আমাদের পবিত্র বানিয়ে এই দুঃখধামের দুনিয়া থেকে শান্তিধামে নিয়ে চলো । এ তো শুভ কথাই হলো, তাই না । তোমরা বলো এসো, মানে পতিতদের বিনাশ করো, পবিত্রতার স্থাপনা করো । মানুষ চায় যে, তুমি এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করো, শান্তি তো সত্য যুগেই হয়ে থাকে । সে তো গুপ্ত বেশে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে । যতক্ষণ না অর্থ বোঝাবে ততক্ষণ বুঝতে পারে না । বাবা ছাড়া এই মৃত্যু তো কেউই দিতে পারে না । বাবাকে কালের কাল বলা হয় তিনি সবাইকে মৃত্যু দান করেন । কত মানুষের তিনি মৃত্যু দেন । সত্যযুগে কত অল্প মানুষ থাকবে । বাকি সকলেই মৃত্যুকে লাভ করবে । তারা ডাকতে থাকে যে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চল । তাই পবিত্র দুনিয়া অবশ্যই নতুন দুনিয়া হবে । সেখানে খুব অল্প মানুষই থাকবে । পুরানো দুনিয়ার অর্থও মানুষ বোঝে না । পবিত্র দুনিয়ায় খুব অল্প মানুষ থাকবে । সেখানে শান্তি থাকে । এই কথা বুঝতে এবং বোঝাতে কতই সহজ । কিন্তু বুদ্ধিতে তা বসে না কারণ সময়ই নেই বুদ্ধিতে রাখার । এই কথা বলা হয় যে কুস্কর্গের ঘুমে ঘুমিয়ে আছে । এরা জাগেই না । এই নাটক বড়ই বিচিত্র । তাই এই সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে ঘোরা উচিত । বাবা এসেই সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন । তাঁকেই বলা হয় নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের সাগর হলেন এক বাবাই । তোমরা জানো যে জলের সাগর তো কতই আছে । যতগুলো নাম আছে ততগুলো সাগর আছে বা সাগর একটাই , আলাদা আলাদা ভাগ করে নাম রাখা হয়েছে । বাইরে সাগর তো একটাই । ভাস্কোদাগামাও সাগর পরিক্রমা করে একই জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন । তাহলে সাগর তো একটাই । মাঝে মাঝে টুকরো করে আলাদা করা হয়েছে । সম্পূর্ণ ধরনীও একই । কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে আছে । তোমাদের যখন রাজত্ব শুরু হয় তখন ধরনীও এক থাকে । রাজ্যও একই হয়, টুকরো টুকরো হয় না । বাবা এসেই তোমাদের রাজ্য দেন । সম্পূর্ণ সাগর, ধরনী এবং আকাশে তোমাদের রাজত্ব থাকে । মুক্তিতে তো সবাই যাবে কিন্তু জীবনমুক্তিতে যাওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয় । মুক্তিতে যাওয়া তো সাধারণ ব্যাপার, সবাই সেখানে ফিরে যাবে । যেখান থেকে এসেছে সেখানে তো অবশ্যই যাবে । বাকি নতুন দুনিয়াতে সব মানুষ খোড়াই আসবে । সে হলো তোমাদের রাজ্য । কেউ কেউ তো এতো দেবীতে আসে যে পুরানো দুনিয়া শুরু হওয়ার কিছু আগে মানে দু - চারশো বছর আগে আসে । সে তাহলে কি হলো ? যারা ভালোভাবে পড়ে না তারা

ত্রৈতাতেও পিছনের দিকে কিছু সময় থাকবে । ১৬ কলা তো কখনোই হতে পারবে না । তারা ১৪ কলারও পিছনের দিকে আসবে । তাদের সামনে দুঃখের দুনিয়া নজর আসবে । তারা কাঁটার দুনিয়ার কাছাকাছি এসে যাবে, সেখানে তারা কিছুই জানতে পারবে না । সমস্ত জ্ঞানই এখনকার জন্য, যা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হয় । এখন দেখো, মানুষের কাছে কত অর্থ আছে । কত বড় বড় প্রাসাদ তৈরী হয় । এখন কত তলা বড় বাড়ি তৈরী হয়, মানুষ মনে করে সত্যযুগের থেকেও ভারত এখন উঁচু । এখনই ১৮ - ২০ তলা বাড়ি বানানো হয়, তাহলে শেষে কত বড় বাড়ি বানানো হবে । দিন - প্রতিদিন তারা এইসব বাড়ি অনেক অনেক বড় তৈরী করছে । সত্যযুগ বা ত্রৈতাতে এতো বড় বাড়ি তৈরী হয় না । দ্বাপরেও হয় না । এ তো কলিযুগে যখন অনেক মানুষ হয়, তখন ২ তলা থেকে ১০ তলা বাড়ি বানাতে থাকে, কেননা মানুষ বাড়তে থাকে, তখন তারা কোথায় যাবে, কাজ - কারবার তো অনেকই আছে । তাই শোভার জন্য অনেক বড় বড় বাড়ি বানানো হয় । তারা তখন জঙ্গলকে মঙ্গল অর্থাৎ আরামের জায়গায় পরিণত করে । জমি কিনে কত বড় বড় বাড়ি বানানো হয় । বোম্বে প্রথমে কি ছিলো, এই ৮০ - ৯০ বছরে দেখো কেমন হয়ে গেছে । আগে কত কম মানুষ ছিল, এখন দেখো কত মানুষ বেড়ে গেছে । সমুদ্রকেও তারা শুকিয়ে ফেলেছে । এখনো দেখো, সমুদ্রকে কত শুকিয়ে ফেলেছে । জল যেন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে । এতো মানুষ বৃদ্ধি পেলে জল কোথা থেকে পাওয়া যাবে । জল কম হয়ে যাচ্ছে তাই সমুদ্রও শুকিয়ে যাচ্ছে । অল্প জমি পেলেই বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছে এরপর জল বেড়ে গেলে করাচি বা বোম্বের অনেক অংশ জলের তলায় চলে যাবে ।

তোমরা জানো যে আর সমস্ত খণ্ডই শেষ হয়ে যাবে, বিপর্যয় আসবে, তাই বাবা বলছেন, খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হতে থাকো । যেমন শ্মশানে যখন আগুনে পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়, তখনই সবাই ফিরে আসে । বাবাও বিনাশের জন্যই এসেছেন, তাই অর্ধেক অবস্থায় তিনি থোড়াই যাবেন । আগুন লেগে যখন সব শেষ হয়ে যাবে, তখনই চলে যাবেন, তখন আর বসে থেকে কি করবেন ? আগুন নিভতে পারবে না, সবাই চলে যাবে । সবাইকে তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন, এ তো অবশ্যই হবে । মানুষ সবই বোঝে কিন্তু সময় সম্বন্ধে খুব বড় মিথ্যা বলে দিয়েছে । বাচ্চাদের গীতার ওপরেই বোঝাতে হবে । গীতা এপিসোড আছে না যার দ্বারা দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । সেখানে একটাই ধর্ম থাকবে, বাকি সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । একমাত্র গীতাই যা ভগবান গেয়েছেন । মানুষ ভক্তিমাগের জন্য শাস্ত্র বানিয়েছে । এমন এমন পয়েন্টস ধারণ করে তারপর শোনাতে হবে । তোমরা বলো বাবা, ভুলে যাই, ধারণা হয় না । বাবা বলেন, তাহলে আর কি করা যাবে ! রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এখানে তো নম্বরের ক্রমানুসারে সবাইকে চাই বাবার যদি সকলকে কৃপা করার শক্তি থাকতো, তাহলে বাবা সবাইকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিতেন কিন্তু তা হয় না । এ তো নম্বরের অনুসারেই হবে । এ যে কোনো কেউই বুঝতে পারে যে ভগবান এসেছে । ভগবান নিশ্চই স্বর্গের উপহার নিয়ে আসবে । নতুন দুনিয়া যদি স্থাপন করতে আসেন তাহলে অবশ্যই এই সঙ্গমেই আসবেন এই নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য । তোমরা শোনো এবং নিশ্চয়তার সাথে পুরুষার্থ করো, যার নিশ্চয়তা থাকবে না, সে কখনোই পাল্টাবে না । যতই মাথা ঠোকো না কেন । তাই বাবার এই অবতরণের খবর সবাইকে দিতে হবে । ম্যাসেজ (বার্তা) দিতে হবে । এরপরে খবরের কাগজেও তোমরা পড়তে পারবে । যেমন এই খবরের কাগজের মাধ্যমেই তোমাদের নাম বদনাম হয়েছিল, তেমনই এই কাগজের মাধ্যমেই তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । এই দুনিয়া তো অনেক বড় -- সব জায়গায় তো তোমরা বাচ্চারা যেতে পারো না । কত শহর, কত আলাদা আলাদা ভাষা । এই খবরের কাগজের দ্বারাই সব জায়গায় আওয়াজ পৌঁছে যায় । যে কেউ আসলেই বলবে ...হ্যাঁ, কাগজের

মাধ্যমে আমরা শুনেছি । তাই তোমাদের নামও এই কাগজের দ্বারাই হবে । এমন ভেবো না যে তোমাদের সবদিকে যেতে হবে । তাহলে তো কত সময় লেগে যাবে । কাগজের মাধ্যমেই তোমরা সঠিক জানতে পারবে । তোমরা বলেও থাকো যে, বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ কেটে যাবে । খবরের কাগজে তো পড়তেই পারবে । এখন তোমাদের নাম হতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকবে । যেমন আগের কল্পে সবাই জানতে পেরেছিলো তেমনই সময় অনুযায়ী সবাই জানতে পারবে । সবাই এই ম্যাসেজ পাবে । যুক্তি তো চলছেই । অনেক খবরের কাগজের মালিক এই খবর ছাপবে । কারোর বুদ্ধিতে বসবে এবং এই কথা ছেপে দেবে । সব ধর্মের লোকেরা জানতে পারবে, তখনই তো বলবে আহা ! প্রভু তোমার লীলা । পরের দিকে বাবার কথা সবারই মনে আসবে কিন্তু তখন কিছুই করতে পারবে না । এ তো এক খেলা । এই খেলাকে সবাই জানতে পারবে । ৮৪ চক্রের খেলা সব কাগজে বেরিয়ে পড়বে । যেখানেই যাও কাগজ অবশ্যই বেরোবে । এই কাগজের মাধ্যমেই তো সবাই জানতে পারে, তাই না । তোমাদের কথা তো সবথেকে উঁচু । নাটকের নিয়ম অনুসারে বিনাশের সময় তো অবশ্যই আসবে । যেমন আগের কল্পেও সবাই জানতে পেরেছিলো, এবারও সবাই জানতে পারবে । স্থাপনা তো ধীরে ধীরেই হয়, তাই না । সঙ্গম যুগের কথা মনে পড়লে স্বর্গের কথাও মনে পড়বে । স্বর্গকে স্মরণ করো, আর 'মনমনাভব', বাবাকেও যদি স্মরণ করো, তাহলেই বেড়া পার হয়ে যাবে । যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে, শান্তি কোথা থেকে আসবে । বিনাশের নামই হলো কড়া । মানুষ শুনে খুব ভয় পায় । এ তো ঠিক কথা, তাই না । পতিত দুনিয়াতে অনেক দুঃখ আর পবিত্র দুনিয়াতে অনেক সুখ । বাবা দেখো, কেমন উপহার নিয়ে এসেছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পড়া খুব ভালোভাবে পড়ে উঁচু পদ পেতে হবে । বিপর্যয় আসার আগে নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী হতে হবে ।

২) নিজেকে শুধরানোর জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে । বাণীর ঊর্ধ্বে বাণপ্রস্থে যেতে হবে তাই এই দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- নলেজফুল হয়ে সমস্ত কর্মের পরিণামকে জেনে, সেই অনুযায়ী কর্ম করে মাস্টার ত্রিকালদর্শী হও ।

ত্রিকালদর্শী বাচ্চারা সমস্ত কর্মের পরিণামকে জেনে কর্ম করে । তারা কখনোই এমন বলবে না যে হওয়া তো উচিত ছিলো না কিন্তু হয়ে গেলো, বলা উচিত ছিলো না কিন্তু বলে ফেললাম । এর থেকে সিদ্ধ হয় যে কর্মের পরিণামকে জেনে সরলতার সঙ্গে কর্ম করো । এই বিষয়ে ত্রিকালদর্শী হয়ে সব কথা শোনো আর বলো, তখনই বলা হবে সেট বা মহান আত্মা ।

স্নোগান :- একজন আর একজনকে অনুকরণ করার পরিবর্তে বাবাকে অনুকরণ করো তাহলেই শ্রেষ্ঠ আত্মা হতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ওয়ান্ডারফুল খেলা জ্ঞান এবং ভক্তির, পূজ্য এবং পূজারীর। তোমাদের আবার সতোপ্রধান পূজ্য হতে হবে এবং অপবিত্রতার সমস্ত লক্ষণ সমাপ্ত করতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবা যখন আসেন তখন কোন্ তুলাদণ্ড বাচ্চাদের দেখান ?

উত্তরঃ - জ্ঞান আর ভক্তির পাল্লা। পাল্লার একদিকে জ্ঞান আরেকদিকে ভক্তি। জ্ঞানের দিক এখন হালকা, ভক্তির দিক ভারী। ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিক ভারী হতে থাকবে, তখন সত্যযুগে তুলার একটা পাল্লাই থাকবে। সেখানে তুলাদণ্ডের প্রয়োজন হয়না।

ওম্ শান্তি। অলৌকিক বাবা তোমাদের অর্থাৎ অলৌকিক বাচ্চাদের জ্ঞানের রহস্য বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা তোমরাও জানো বাবা এখন প্রকৃতই এসে তোমাদের পূজ্য দেবী-দেবতা বানাচ্ছেন। যারা আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গিয়েছিল, তারা আবার এখন দৈবী সম্প্রদায় হচ্ছে অর্থাৎ চক্রে ভক্তি শেষ হয়ে আসছে। তোমরা এটাও জানো যে কবে থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে, কখন রাবণরাজ্য শুরু হয়ে, কখন শেষ হয়ে যায়! তারপর রামরাজ্য কবে শুরু হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আছে। যথাযথভাবে চারযুগের। এখন সঙ্গমযুগের চক্র বা ড্রামা চলছে। এই সবকিছু বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। কাদের বুদ্ধিতে এইসব বসেছে? প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী রচনা, ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে এইসব বসেছে। কারও নাম তো উল্লিখিত হবে, তাই না! ব্রাহ্মণদের নাম ছাড়া আর কারও নাম তুমি উল্লেখ করতে পারোনা। এই খেলা এইভাবেই রচিত হয়েছে - ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং তারপরে ঋগ্বেদ . . . এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন স্মরণের যাত্রা শিখছ অর্থাৎ তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। তোমাদের এইভাবে বোঝাতে হবে। আমরা এখন রামরাজ্য স্থাপনা করছি, সুতরাং, নিশ্চয়ই এর পূর্বে রাবণরাজ্য ছিলো। এটা এও প্রমাণ করে, রাবণরাজ্য হওয়ার কারণে ঝড় অনেক বড় হয়। এখন আমরা পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করছি। পুরানো ঝাড়ের বিনাশ হয়ে নতুন ঝাড়ের স্থাপনা হবে। তোমরা বাচ্চারা এই হিসাবনিকাশও জানো। আমরা নিজেরা পূজ্য এবং সতোপ্রধান ছিলাম, ৮৪ জন্ম নেওয়ার পর আমরা তমোপ্রধান হয়েছি। পূজ্য থেকে আমরা পূজারী হয়েছি এবং এটা রিপটি হতে হবে। এটা বোঝা সহজ কিভাবে চক্র ক্রমাগত ঘুরছে। যেমন, অ্যাক্টর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের পার্ট প্লে করে। সুতরাং এটা বেহদের রহস্য। জ্ঞান আর ভক্তির রহস্য, যা তোমাদের বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে নিহিত আছে। আমরা পূজনীয় সত্যযুগী দেবতা ছিলাম, পরে আমরাই সিঁড়ি নামতে নামতে পূজারী হয়েছি। রাবণরাজ্য কবে শুরু হয়েছে, তার সম্পূর্ণ তিথি নক্ষত্র তোমরা জানো। আমরা এই এইভাবে পুনর্জন্ম নিয়েছি। প্রথমে আমরা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলাম, পরে চন্দ্রবংশী হয়েছি। এখন ব্রাহ্মণবংশী হয়ে আবারও দেবতা হই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণবংশী বা ঈশ্বরীয় বংশী। তোমরা সবাই জানো তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, এই কারণে তোমরা ভাই বোন। কার্যতঃ, ব্রাদার্স মূল বতনে হয়, পরে তোমাদের নীচে এসে নিজেদের পার্ট প্লে করতে হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো, শূদ্র থেকে তোমরা ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়ে তারপরে, পড়া করে সেই সংস্কার তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। তোমরা দেবী-দেবতা হও। কাল আমরা শূদ্র ছিলাম আজ ব্রাহ্মণ, কাল আবার আমরা দেবতা হবো। এই রহস্যও বাচ্চাদেরই বোঝাতে হয়। সবাইকে জাগাতে হবে। তোমরা যে কোনো কাউকে বোঝাতে পারো যে, নতুন দুনিয়া সত্যযুগ আর এই পুরানো দুনিয়া কলিযুগ। এখানে কোনও সুখ নেই। বাচ্চারা বোঝে, যখন ঝড় নতুন ছিলো, আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম,

তখন অপার সুখ ছিলো । পরে চক্রে ঘুরতে ঘুরতে দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে । মানুষও অনেক বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দুঃখও অনেক বেড়ে গেছে । বাবা বোঝান, সত্যযুগে তোমরা অনেক সুখী ছিলে । সদা কেউ সুখী থাকেনা । পুনর্জন্ম নেওয়ার একটা বিধি আছে । পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে নীচে নামতে নামতে তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । আবারও নতুন করে এই চক্র ঘুরতে হবে । জ্ঞান আর ভক্তি, অর্ধেক কল্প দিন, নতুন দুনিয়া আর অর্ধেক কল্প রাত, পুরানো দুনিয়া । এই পড়া তোমাদের স্মরণ করতে হবে । শিববাবাকেও স্মরণ করতে হবে । টিচারের সবকিছু মনে আছে, তাই না ! তোমরা বলো, বাবার এই সারা সৃষ্টির নলেজ আছে । তোমরাও বুঝতে পারো, তোমরা যারা পবিত্র পূজ্য দেবতা ছিলে, সেই তারাই এখন পূজারী পতিত হয়েছে । তোমরা সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো অবস্থা এবং ড্রামার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুঝেছ । পূজ্য আর পূজারীর এই খেলা পূর্ব নির্ধারিত । এইভাবে নিজের সাথে কথা বলো । সতোপ্রধান হওয়ার জন্য মুখ্য জিনিস হলো জ্ঞান আর যোগ । জ্ঞান সৃষ্টি চক্রের আর যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হই । এটা কত সহজ ! ঠিক বাবা যেমন বোঝান, তোমরাও কাউকে বোঝাতে পারো । বাবা শুধু বাইরে যাননা, কারণ বাবা তাঁর সাথে আছেন, তাই না ! কোনো মানুষ সদগতি সম্বন্ধে জানেনা । একমাত্র তখনই তারা সদগতি সম্বন্ধে জানতে পারে যখন সদগতি দাতাকে তারা চিনতে পারে । তোমরা নম্বরক্রম অনুযায়ীই জানতে পারো । তোমরা এটা বোঝো এবং অন্যকেও বোঝাও । প্রধান কথা হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার । একমাত্র স্মরণের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এখানের বাচ্চারা বা বাইরের বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে আমরা কিভাবে যোগ লাগাবো । পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপায় কী ? কারণ তারা এই সম্পর্কে বিভ্রান্ত । অতএব, তাদেরকে তোমাদের বোঝানো উচিত, হারজিতির এই খেলা তৈরি হয়ে আছে । ভারতই পতিত থেকে পবিত্র এবং পবিত্র থেকে পতিত হয় । অর্ধেক কল্প জ্ঞান অর্থাৎ পবিত্র, অর্ধেক কল্প ভক্তি অর্থাৎ পতিত । এখন আবার তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । স্মরণের এই প্রাচীন যাত্রা অতি প্রসিদ্ধ । মানুষ জন্ম জন্মান্তর ধরে শারীরিক যাত্রা করে আসছে, আর ক্রমাগত নীচে নেমে গেছে । এমন নয় যে তারা এর মধ্য দিয়ে পবিত্র হয়েছিলো । একমাত্র বাবা তোমাদের পবিত্র বানান । তিনি একবারই আসেন । তোমরা বলতে পারবেনা যে শিববাবা পুনর্জন্ম নেন । মানুষকেই ৮৪ জন্মের চক্রে আসতে হয় । বাবা বলেন, এই কাহিনী খুব সহজ । তোমাকে শুধু অবশ্যই ক্যারেক্টার পরিবর্তন করতে হবে । যখন তোমরা দেবতা ছিলে তোমাদের ক্যারেক্টার ফাস্টক্লাস ছিলো । তারপর ধীরে ধীরে তোমাদের ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে গেছে রাবণরাজ্যে এখন সম্পূর্ণভাবে খারাপ হয়ে গেছে । অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গে পতিত হওয়ায় চারিদিকে হাহাকার ছেয়ে গেছে । পবিত্র শিবালয় থেকে পতিত গণিকালয় হয়ে গেছে । রাবণ তোমাদের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে নিয়েছে । কেউ চেষ্টা করেনা কিভাবে রামরাজ্য হবে । বাবাকে নিজেকে আসতে হয় । এটাও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । রাবণরাজ্যে আমরা ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকি, এখন আমাদের ওপরে চড়তে হবে । বাবা এসে তোমাদের সবাইকে জাগিয়ে তোলেন, কারণ ভক্তিতে সবাই ঘুমিয়ে আছে । এমনকি বাবা আসা সত্ত্বেও তারা এখনও নিদ্রায় মগ্ন । বাবা অস্তিমে আসেন যখন সবাই অজ্ঞান ঘুমে অচেতন ।

জ্ঞানের সাগর বাবা যেমন সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত জানেন তেমন তোমরাও জানো । এত বাচ্চারা, সবাই বাবার থেকে শিখছে, তাই না ! এক বাবার থেকে শিখছে আর পরে বৃদ্ধি হচ্ছে । কল্প পূর্বেও তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছিলেন । এখনও অবশ্যই সেইরকম হতে হবে । কেউ খুব হালকা পুরুষার্থ করে আর কেউ তীর । নম্বরক্রম তো আছে, তাই না ! কারও কারও ডাল বুদ্ধি । জাগতিক স্কুলগুলোতেও তো নম্বরক্রম থাকে, তাই না ! সেই পড়াতে বি.এ ., এম.এ. ইত্যাদি কত ক্লাস থাকে

। কত মানুষ পড়ে । সারা দুনিয়ায় কত মানুষ এম.এ. পড়ে । ভারতবাসী, সবাই কত দীর্ঘ সময় ধরে পড়ছে । কেউ টিচার হয়, কেউ আর কিছু । তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে থাকে । আচ্ছা, কারও মৃত্যু হলে নতুন জন্ম নিয়ে নতুনভাবে পড়তে হয় । ওখানে সত্যযুগে এম.এ. ইত্যাদির পড়া নেই । ড্রামাতে এই সময়ের পড়া লিপিবদ্ধ যা তোমরা পড়ছ, তারপরে কল্প বাদে আবার পড়বে । ওখানে পুস্তক ইত্যাদি কিছু হয়ই না । যা ভক্তিমার্গে হয়, তা' জ্ঞানমার্গে হয়না । যা কিছু অতীতে হয়েছে ভক্তিমার্গে সেগুলো তারা পড়ায় । বাবা তোমাদের বলেছেন, কবে থেকে রামরাজ্য, কবে থেকে রাবণরাজ্য এবং কিভাবে আমরা ক্রমশঃ নীচে নেমেছি । তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব রহস্য যথাযথভাবে বসে গেছে । তোমাদের এখন পুরুষার্থ করতে হবে উঁচু থেকে উঁচু হওয়ার জন্য । রাজস্বে সবাই কিন্তু একরকম হতে পারবেনা । কেউ কেউ একদম বিধিসম্মতভাবে পুরুষার্থ করে, পবিত্র হওয়ার জন্য দৈবী গুণ ধারণ করে । তোমাদের ঈশ্বরীয় রেজিস্টার আছে । নিজেকে চেক করে দেখ যে তোমার মধ্যে কোনও অপগুণ তো নেই ! মানুষ গায়, আমি নিগুণ, কোনও গুণ নেই । সবাই মনে করে, তাদের মধ্যে অপগুণ আছে । আমাদের মধ্যে যখন সব গুণ ছিলো, তখন আমরা সর্বগুণসম্পন্ন, 16 কলা সম্পূর্ণ ছিলাম, তাঁদেরই রাজ্য ছিলো । তাঁদের ছবিও আছে । ওখানে এইসব মন্দির ইত্যাদি থাকবেনা । ওখানে ভক্তিমার্গের কোনও চিহ্নমাত্র থাকবেনা । এটাও তোমরা তোমাদের নশ্বরক্লম অনুযায়ী জানতে পারো । যারা যথারীতি পড়ে সবকিছু ধারণ করে, ক্রমশঃ তাদের সেই যোগ্যতা অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করতে থাকে । তোমাদের হৃদয়ে উপলব্ধি হয় যে, বাবা, যাঁর থেকে তোমরা বিশ্বের মালিকানা নিষ্ছ তাঁর কাজে তোমাদের কতটা সহায় হওয়া উচিত । আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । বাবা এসেছেনই তোমাদের সবাইকে সুখদাতা বানাতে । তিনি কখনও কাউকে দুঃখী করেননা । বাচ্চারা, তোমাদের কত শ্রেষ্ঠ হতে হবে । বাবা বারবার তোমাদের বোঝাচ্ছেন, নোট করো, কাউকে কোনও দুঃখ দাওনি তো ! বাবা সবাইকে সুখ দেন, তাহলে আমাদেরও উচিত সুখ দেওয়া । এই জীবন বাবার সার্ভিসে দিয়েছ, তাই না ! অতি মধুর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত । এমনকি কেউ যদি অযথা কিছু বলে, তাদের শুধু শান্ত করে দাও । সবাইকে সুখ দাও । সবাইকে সুখের রাস্তা দেখাতে হবে, এই লক্ষ্য নিয়ে তুমি শান্তিধাম এবং সুখধামের মালিক হতে পারবে । তোমাদের সুখদাতা হতে হবে কারণ বাবা সদা সুখদাতা, তাই না ! সবার দুঃখ দূর করেন । তোমাদের বুদ্ধিতে আসে তোমরা তারাই, যারা অনেক সুখ দিয়েছিলো । আমরা যখন সুখে ছিলাম, বিকারের কোনও নামগন্ধ ছিলনা, কোনও কাম কাটারি চালাতাম না । সত্যযুগে কেউ কাউকে দুঃখী বানায় না । বাচ্চারা, বাবা নিরন্তর তোমাদের বলছেন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো । আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে । আত্মায় কোনও অপবিত্রতার চিহ্নও অবশিষ্ট থাকা উচিত নয় । দিন দিন তোমরা উন্নতি করতে থাকবে । তোমরা যেমন পুরুষার্থ করেছিলে, তার নশ্বরক্লমানুসারে রাজস্ব লাভ করেছিলে । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ সেই একই রাজস্ব পুনরায় লাভ করার জন্য । তোমরা দেখতে থাকো কে কত পুরুষার্থ করছে ! আমি কাউকে কতখানি সুখ দিতে পারি ! বাচ্চারা জানে, সত্যযুগে আমরা কাউকে দুঃখ দেবনা । তোমরা কম পুরুষার্থ করলে সাজা পেয়ে কম পদ পাবে ; তোমাদের অসম্মান হবে ।

কোনো কোনো বাচ্চা অনেক সার্ভিস করে । মিউজিয়াম, প্রদর্শনীতে কত মেহনত করতে হয় । এই প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে । তুলনাও জ্ঞানের পাল্লা ভারী হতে থাকবে । একদিকে জ্ঞান অন্যদিকে ভক্তি । এই সময় ভক্তির পাল্লা এত ভারী যে পুরোদমে তলদেশে চলে গেছে । এটা এত ভারী হয়ে যাবে যে অতল তলে তলিয়ে যাবে । একদিকে এটা দশ কিলো, আরেকদিকে কিলোর এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানের ব'লে মনে হবে । তারপর জ্ঞানের একদিক ভারী হয়ে যাবে । সত্যযুগে পাল্লার

একটা দিক হয় এবং কলিযুগেও একটা দিক। সঙ্গমযুগে দুটো দিকই থাকে। জ্ঞানের দিকের পাল্লায় কত অল্প থাকে ; কত হালকা ! তারপর তারা সেইদিক থেকে এইদিকে ট্রান্সফার হয়ে এইদিকে ভর্তি হতে থাকবে আর তারপর ভক্তি শেষ হয়ে যাবে। শুধু এক জ্ঞানের দিক থেকে যাবে। দুটো দিক আর হবেনা। বাবা এসে তোমাদের দাঁড়িপাল্লা দেখান। এটা কম বেশী হতে থাকে। কখনও ওইদিকে বেশী তো কখনও আরেকদিকে বেশী। তারা জ্ঞানে এসেও ভক্তির দিকে সদস্য হয়ে যায়, যাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে তারা জানে স্থাপনা অবশ্যই হতে হবে। যখন আমাদের রাজ্য হবে তখন আমরাই থাকবো। তারপর মূল বতনের দিকে বেড়ে যাবে। অনেক আত্মা সেখানে থাকবে। সুতরাং সেইদিক বিশাল হয়ে যাবে। তারপরে অর্ধেক কল্পের পর দ্বাপর যুগ থেকে তারা ক্রমাগত নীচে আসতে থাকবে। এই নিয়মেই সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে। তোমরা পতিত থাকাকালীন তুলাদণ্ডের প্রয়োজন নেই। তুলার প্রয়োজন তখনই হয় যখন বাবা আসেন। বাবা তুলাদণ্ড তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন। ঝাড়ের জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রথমে ঝাড় কত ছোট থাকে তারপরে ক্রমশঃ এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সব পাতা শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়, পরে রিপটি হয়। জল পেলে ছোট ছোট পাতা বৃদ্ধি পায়। ফল দেয়। প্রতি বছর ঝাড় খালি হয়ে যায়। সবকিছু নতুন হবে। এখন, দেবী-দেবতা ধর্মের একজনও নেই। তাঁরা অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো। তাঁদের রাজ্য ছিলো, কিন্তু কখন ? তারা এটা ভুলে গেছে। তোমাদের ব্রাহ্মণকুলও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব, এইভাবে জ্ঞান মন্বন ক'রে ধারণ করতে থাকো আর অন্যদের বোঝাতে থাকো। আচ্ছা !

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) তোমাদের এই জীবন বাবার সেবায় লাগাতে হবে। অনেক সুখের দাতা হতে হবে। কেউ অসুখা কিছু বললে শান্ত থাকতে হবে। বাবা সমান হয়ে সবার দুঃখ দূর করতে হবে।

২) নিজের রেজিস্টার পরীক্ষা করে দেখ। দৈবীগুণ ধারণ করে চরিত্রবান হতে হবে। অপগুণ বার করে দিতে হবে।

বরদানঃ- সত্যতার সাথে সত্যতাপূর্বক তোমার কথায় এবং চলনের দ্বারা এগিয়ে সফলতামূর্ত হও

সদা স্মরণে রাখতে হবে যে, সত্যতার লক্ষণ হলো সত্যতা। যদি তোমার সত্যতায় শক্তি থাকে তবে সত্যতাকে কখনও ছেড়োনা। সত্যতাকে প্রমাণ করো কিন্তু সত্যতাপূর্বক। সত্যতার লক্ষণ হলো নির্মাণ এবং অভব্যতার লক্ষণ হলো জিদ। সুতরাং, সত্যতাপূর্বক চলন-বলনে সফলতা আসবেই। এগিয়ে চলার এটাই সাধন। যদি সত্যতা থাকে আর সত্যতা না থাকে তবে সফলতা পাওয়া যাবেনা।

স্লোগানঃ- সম্বন্ধ-সম্পর্ক এবং স্থিতিতে লাইট থাকো - দিন চর্যায় নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই জীবন হল সবথেকে মূল্যবান। এই জীবনেই তোমাদেরকে কড়ি থেকে হিরেতুল্য হতে হবে। তাই যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ কর।"

প্রশ্ন:- কোন্ বিষয়ের প্রতি সতর্ক না থাকার কারণে পুরো রেজিস্টার-ই খারাপ হয়ে যায়?

উত্তর:- যদি কাউকে দুঃখ দিয়ে দাও তাহলে সেই দুঃখ দেওয়ার জন্য রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। এই বিষয়ে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। অন্যকে দুঃখ দেওয়ার অর্থ নিজেকেও দুঃখী করা। বাবা তো কখনো কাউকে দুঃখ দেন না। তাই বাচ্চাদেরকেও বাবার সমান হতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার জন্য - ১) পবিত্র হও এবং ২) মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কখনও কাউকে দুঃখ দিও না। ঘর-গৃহস্থেও খুব মিষ্টি ব্যবহার কর।

গীত:- ভাগ্যকে জাগিয়েই এসেছি...

ওম্ শান্তি। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা কেমন ভাগ্য বানিয়ে এসেছি। এখন নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা আমাদের ভাগ্য বানাচ্ছি। তোমরা এও জানো যে দুনিয়ার মানুষ শারীরিক লড়াইতেই মত্ত, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যোদ্ধা। নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য এবং রাবণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমরা লড়াই করছ। বাবা এখন সামনে বসে বোঝাচ্ছেন, তাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বাইরে বেরোলে কত ভালো ভালো পয়েন্টও ভুলে যাও, একদম নিস্তেজ হয়ে যাও। বাবা গ্রীমৎ দেন, নতুন দুনিয়ার স্বরাজ্য দেন। 'স্ব' অর্থাৎ আত্মা বলে যে আমি আগে গাধার মত ছিলাম, এখন রাজস্ব পাচ্ছি। গাধা কেন বলা হয়? গাধার উদাহরণ দেওয়া হয় কারণ হল গাধাকে সাজিয়ে ধোপারা তার ওপর কাপড়ের পুঁটলি রাখে। মাটি দেখতে পেলেই গাধা শুয়ে যায়। এখানেও বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্বরাজ্য দেওয়ার জন্য। তিনি বাচ্চাদেরকে সাজাচ্ছেন। কিন্তু চলতে চলতে বাচ্চারা মায়ার ধূলায় পড়ে গিয়ে সমস্ত সজ্জাকেই নষ্ট করে দেয়। বাচ্চারা বোঝে যে বাবা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে সাজাচ্ছেন। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে আমরা ধূলায় পড়ে গিয়ে সেই সজ্জাকে খারাপ করে দিই। সবথেকে খারাপ ধূলা হল বিকার। তোমাদের এই লড়াই আসলে বিকারের সাথে। বাবা বলেন, কাম বিকার হল মহাশত্রু। কিভাবে শত্রু হয়েছে তা কেউই জানে না। বাবা আমাদেরকে স্বরাজ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন হারিয়ে ফেলেছি। তাই বাবা এসে এই বিকারের ওপর বিজয়ী হওয়ার যুক্তি বলছেন। তোমাদের লড়াই বাস্তবে কাম বিকারের সঙ্গে। বাবা বলছেন, এখন তোমরা কামী থেকে নিষ্কামী হও। নিষ্কাম মানে কোনো কামনা না থাকা। যার মধ্যে কোনো বিকার নেই তাকেই নিষ্কামী বলা যাবে। বাবা এই কাম বিকারের বিরুদ্ধে জিৎ প্রাপ্ত করান। কেউ জানেই না যে রাবণ-রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল। জগন্নাথের মন্দিরে দেবতাদের খুব নোংরা নোংরা চিত্র লাগায়। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে দেবতারা বামমার্গে যাওয়ার ফলেই মানুষ পতিত হয়েছে। এখন তোমরা কামী মানুষ থেকে নিষ্কামী দেবতা হচ্ছ। তোমাদের এই যুদ্ধ একেবারে আলাদা। বাবা এই পতিত দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আনছেন। এটা হল বিষয় বৈতরণী নদী। তোমাদের এই জীবন হল সব থেকে মূল্যবান। এই জীবনেই তোমাদেরকে কড়ি থেকে হিরেতুল্য হতে হবে। সবকিছুই বুদ্ধির বিষয়। তোমাদেরকে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। আজকাল তো মানুষকে মেরে ফেলার জন্য কত বোমা বানিয়েছে। কিন্তু মানুষ তো কোনো দোষ করেনি। আগেকার দিনে লড়াই

সর্বদা শহরের বাইরে কোনো ময়দানে হত। পরে বিজয়ী হয়ে শহরের মধ্যে আসত। কিন্তু আজকাল তো যত্রতত্র বোমা ফেলে দেয়। বাচ্চাদেরকে কোথাও আসা-যাওয়া করতে হলে নিজে বাবার স্মরণে থেকে অন্যদেরকেও স্মরণ করাতে হবে। তোমাদের অনেক শাখা খুলতে থাকবে। তোমরা বাচ্চারাই বোঝা যে আসলে কি দান করা উচিত। উত্তমের থেকেও উত্তম দান হল এই জ্ঞান রত্নের দান। তোমরা ঘরে ঘরে এই হাসপাতাল খুলে দাও। তোমাদের এই হাসপাতালে ওষুধপত্র কিছুই নেই, কেবল বাবার পরিচয় দিতে হবে। বলতে হবে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ কর। এমন নয় যে এক জায়গায় বসে যেতে হবে। কেউ যদি স্মরণ না করে তখন তাকে সংগঠনের মধ্যে বসানো হয়। সংগঠনে শক্তি পাওয়া যাবে। বলা হয় সংসঙ্গে স্বর্গবাস এবং অসংসঙ্গে সর্বনাশ। কিন্তু বাইরে গেলে আবার ভুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ কর। স্মরণের চার্ট রাখ। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ সুপ্রসিদ্ধ। অনেক জায়গাতেই যোগের আশ্রম রয়েছে। কিন্তু সব জায়গাতেই হঠযোগ শেখায়, এর দ্বারা কোনো লাভ হয় না। এইসব যোগকে হঠযোগ বলা হয়। কোনো মানুষ কখনো মানুষকে রাজযোগ শেখাতে পারেনা। বিদেশে যায় ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে। কিন্তু ওরা সবাই ঠকবাজ। তোমাদের এই সন্ন্যাস-ই হল সর্বোত্তম সন্ন্যাস। তোমরা পুরাতন দুনিয়ার সন্ন্যাস কর যা বাবা এসেই শেখান। বাবা বলেন - বুদ্ধির দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার সন্ন্যাস কর। তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থ থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। ৫ বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে। এর জন্য যুক্তিও বলা হয়। মাথার ওপরে অনেক জন্মের পাপের যে বোঝা রয়েছে কিংবা এই জন্মে যেসব পাপ করেছে সেইসব পাপের বিনাশ কিভাবে হবে? সেইসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হবে? বাবা বলছেন - বাচ্চারা, প্রতি কল্পেই তোমাদেরকে বোঝাই যে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং স্ব-দর্শন চক্রও ঘোরাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে স্ব-দর্শন চক্র ঘুরতে থাকে। এই চক্রের দ্বারাই তোমাদের সকল পাপের বিনাশ হয়ে যায়। স্ব-দর্শন চক্রের কতই না মহিমা। কিন্তু ওরা দেখিয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্ব-দর্শন চক্র চালিয়েছে এবং এর দ্বারা অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। ওইগুলো হল অসঙ্গতিপূর্ণ গল্পকথা। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এর অর্থ বোঝানো হয়।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। বাবা কখনো কাউকে দুঃখ দেন না, তাই বাচ্চাদেরকেও এইরকম হতে হবে। অন্যকে দুঃখ দেওয়ার অর্থ নিজেকে দুঃখ দেওয়া। কাউকে দুঃখ দিলে নিজের খাতাকেই খারাপ কর। এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এমন কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয় যার জন্য রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। বাচ্চারা লেখে - বাবা, আজ আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, অমুক ব্যক্তির ওপর ক্রোধ করেছি, আজ আমার পদস্খলন হয়েছে। অনেকে লেখে - বাবা, আমার এর প্রতি মোহ আছে। এইরকম অনেক রিপোর্ট আসতে থাকে। তখন তাদেরকে বোঝানো হয়। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে - বাবা, তুমি যখন আসবে তখন আমি তোমার সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখব। নষ্টমোহ হয়ে যাব। সন্ন্যাসীরা তো সবকিছু ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তাতে প্রাপ্তি তো কিছুই হয় না। তোমাদের প্রাপ্তি অনেক, তাই সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। কেবল বাবার প্রতি ভালবাসা রেখে তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। এইরকম অনেক বাচ্চা আছে যাদের বাবার প্রতি ভালোবাসায় চোখে জল চলে আসে আর ভাবে যে এইরকম বাবার থেকে আমি দূরে কেন আছি? সর্বদা কেবল শিববাবার সাথেই যুক্ত থাকি। এখানে অনেক প্রাপ্তি। দুনিয়ার সংসঙ্গে কত মানুষ যায়। কিন্তু প্রাপ্তি তো কিছুই নেই। ওরা কাউকে এইভাবে বোঝায়ও না যে কাম বিকার হল মহাশত্রু। মানুষ তো কখনো মানুষকে রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ হয়তো অল্পকালের সুখের জন্য রাজা হয়। গরিবদেরকে অনেক দান-পূণ্য করলে কোনো রাজার ঘরে জন্ম

হয়। এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য পাচ্ছ। বাবা বলছেন - ১) পবিত্র হও এবং ২) মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দিও না। নাহলে শাস্তি খেতে হবে কারণ এখানে ধর্মরাজও আছেন, যিনি হলেন বাবার ডানহাত। তোমাদের রেজিস্টারও খারাপ হয়ে যাবে। তখন অনেক শাস্তি খেতে হবে। মুখ দ্বারা কিছু বলা হলে কিংবা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো খারাপ কর্ম করলে সেটা কর্মণা হয়ে গেল। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এইরূপ কর্মের মধ্যে যেও না। তুফান হয়তো আসবে কিন্তু তোমাদেরকে অনেক মিষ্টি হতে হবে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির সাথে ক্রোধ করো না, হাসি মুখে থাক। ক্রোধের বশে মানুষ গালাগালি দেয়। বোঝা যায় যে তার মধ্যে ক্রোধের ভূত প্রবেশ করেছে। তখন তাকে জ্ঞানের দ্বারা বোঝানো হয়। ঘর-গৃহস্থও তোমাদের ব্যবহার খুব মিষ্টি হওয়া উচিত। অনেকের সম্বন্ধে বলা হয় যে এর মধ্যে তো আগে অনেক ক্রোধ ছিল কিন্তু এখন ব্যবহার অনেক মিষ্টি হয়ে গেছে। মহিমা করা হয়। কেউ কেউ আবার পবিত্রতার কথা মানতে পারেনা, বলে যে তাহলে সৃষ্টি কিভাবে চলবে। আরে, সন্ন্যাসীরাও তো বিকারে যায় না, কিন্তু তাদেরকে তো কিছু বলা না। পবিত্র হওয়া তো ভালো, তাই না? এখানে তো ঘর বাড়িও ত্যাগ করতে বলা হয় না। সকলের সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন রচয়িতা, আর আমরা হলাম রচনা। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ভাইয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। এইরকম গায়নও করা হয় যে আমরা সবাই ভাই-ভাই। তাহলে নিশ্চয়ই বাবাও একজনই। বাবা না থাকলে ভাইরা আসবে কোথা থেকে। এখন দেখ, তোমরা কিভাবে ভাই-বোন হয়েছ। ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আমরা হলাম মুখ-বংশাবলী। প্রজাপিতার গায়নও করা হয়। যখন এতজন প্রজা আছে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরকে দণ্ডক নেওয়া হয়েছে। বিকারের দ্বারা তো সৃষ্টি হতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবতা হবে। এইভাবে তোমরা বাজুলি (ডিগবাজি) খেলছ। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে, একে নতুন রচনা বলা হয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ভাগ্য এখন ভালো হচ্ছে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছ। এটা হল এম অবজেক্ট (লক্ষ্য)। তোমরা এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছে। চিত্র তো সামনেই আছে। তাহলে এইরকম কেন বলে যে সাক্ষাৎকার হলে তবেই মেনে নেব। আরে, তোমার বাবা যদি মারা যায় তাহলে তো তার চিত্রই দেখবে, তাই না? এমন তো নিশ্চয়ই বলবে না যে বাবা যদি বেঁচে যায় অথবা যদি বাবার দর্শন পাই তবেই মানব। বাবার দর্শন পেতে হলে তীর ভক্তি কর, তাহলে বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার হলে প্রাপ্তি কি হবে? এখানে তো তোমাদের সাক্ষাৎকার হয় যে তোমরাই দেবী-দেবতা এবং রাজকুমার-রাজকুমারী হবে। এইসব তো বোঝার ব্যাপার। তোমাদেরকে এই আনন্দেই থাকতে হবে। তোমরা জানো যে এখনও রাজধানী স্থাপন হয়নি। তাই এখন লড়াই লাগবে না। এখনো তো কর্মাতীত অবস্থা হয়নি। তোমরা দেখবে যে অলিতে-গলিতে এই রুহানি (আধ্যাত্মিক) হাসপাতাল খোলা হবে। বাবাও বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবেন। ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি হতে থাকবে। ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবতা হবে। তোমাদের মধ্যে শক্তিও আসতে থাকবে। এখন ভাষণ করলে হয়তো দু-একজন বেরিয়ে আসে, এরপর ৫০-১০০ জন আসবে। পুরুষার্থ করতেও শুরু করবে। এইরকম তো হতেই হবে, তাই না? ঘর-গৃহস্থও থাকতে হবে। ত্যাগ করার দরকার নেই। কাউকে তো ঘর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে খুব নষ্টমোহ হতে হবে। তাই বাবা খুব সতর্কতার সঙ্গে আশ্রয় দেন। নাহলে এখানে আসার পর সমস্যার সৃষ্টি করবে। বাচ্চাদেরকে খুব মিষ্টি হতে হবে। তোমাদের এই জ্ঞান হল গুপ্ত। কানে কানে মন্ত্র দেওয়া হয়, তাই না? তোমরাও সবাইকে বলা যে শিববাবাকে স্মরণ কর। ভবিষ্যতে কেবল এটা বললেই মানুষের বুদ্ধিতে বসে যাবে এবং পুরুষার্থ করতে আরম্ভ করে দেবে। ঝাড় (বৃক্ষ) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চাদেরকে অনেক পুরুষার্থ

করতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। ক্রমানুসারে তৈরি হয়। সকলে তো একই রকম হয় না। সত্যযুগে সবাই পবিত্র হবে। ওখানে দুঃখের নামও থাকবে না। দীপমালা হবে। ৭দশহরা হয় সঙ্গমযুগে। ওখানে তো সর্বদাই দিওয়ালি। দিওয়ালির অর্থ হল সকল আত্মার জ্যোতি জাগ্রত হওয়া। এমন না যে সত্যযুগে কেউ দীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করবে। না, ওখানে যখন রাজ্যাভিষেক হবে তখন উৎসব পালন করবে। এইসব হল জ্ঞানের বিষয়। সেখানে প্রত্যেক আত্মাই শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন হয়। ওখানে সকলেই পবিত্র হবে। তোমরা এখন আলোক পেয়েছ। যেমন বাবার কাছে জ্ঞান আছে, সেইরকম তোমাদের কাছেও জ্ঞান রয়েছে। ওখানে তো সকলেই পবিত্র হবে। তাই কেবল খুশি আর খুশি থাকবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, ভয় পেলে চলবে না। তোমাদের এই লড়াই একেবারে আলাদা। তোমাদের এই লড়াই হল পুরাতন শত্রু রাবণের সাথে। মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমরা জগৎজিৎ হও। বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারে না। এখন খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে। বিনাশ অতি নিকটে। আগের কল্পের মতোই আমরা গুপ্ত ভাবে রাজযোগ শিখছি। এটা এতই গুপ্ত পাঠ যে এর সম্মুখে কেউই কিছু জানে না। কেবল যারা আগের কল্পে রাজ্য ভাগ্য নিয়েছিল তারাই পুনরায় নেবে। তারাই পুরুষার্থ করবে। যত তোমরা রাবণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, ততই তোমরা স্মরণের দ্বারা শক্তি পেতে থাকবে। বাচ্চাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে না, কোটিতে কেবল কয়েকজনই আসবে। কিন্তু মায়ার থাপ্পড় লাগার ফলে ফেল (অকৃতকার্য) হয়ে যায়। মায়াও সর্বশক্তিমান এবং বাবাও হলেন সর্বশক্তিমান। মায়াও তো অর্ধেক কল্প জিতে নেয়। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং শ্রীমৎ নিতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) কেবল বাবার প্রতিই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। বাকি সবার প্রতি নষ্টমোহ হতে হবে। মুখ কিংবা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়। রেজিস্টারকে সবসময় ঠিক রাখতে হবে।

২) সেবার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। নিজের সময় অপচয় করো না। ঘরে ঘরে রুহানি (আধ্যাত্মিক) হাসপাতাল খুলে সবাইকে স্মরণের ঔষধ দিতে হবে।

বরদান:- নিজের সূক্ষ্ম চেকিং দ্বারা পাপের বোঝাকে সমাপ্ত করে সমান অথবা সম্পন্ন হও।

কোনো অসত্য বা ব্যর্থ বিষয় নজরে আসলে কিংবা কানে এলে, যদি তাকে শোনার পর অন্তরীণ না করে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দাও তাহলে ব্যর্থ বিষয়কে ছড়িয়ে দেওয়াটাও হল পাপের-ই অংশ। এই ধরনের ছোট ছোট পাপ উড়ন্ত কলার অনুভবকে সমাপ্ত করে দেয়। এই ধরনের কথাবার্তা যে শোনে তারও পাপ হয় এবং যে শোনায় তার আরও বেশী পাপ হয়। তাই সূক্ষ্ম চেকিং করে এই ধরনের পাপের বোঝাকে সমাপ্ত করলেই বাবার সমান বা সম্পন্ন হতে পারবে।

শ্লোগান:- অজুহাত দেওয়া বন্ধ করলেই (মার্জ করে দিলেই) বেহদের (অসীমের) বৈরাগ্য বৃত্তি
প্রকট (ইমার্জ) হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আবারও তোমরা এই রাজযোগের শিক্ষা গ্রহণ করছো যা স্বয়ং ভগবান আবারও তোমাদেরকে সেই পাঠই পড়াচ্ছেন। রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে তোমাদের এই পঠন-পাঠন। তাই যে যার নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সর্বদাই স্মরণে রাখবে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, খুব উদ্যম ও উৎসাহের সাথে কিসের প্রস্তুতিতে তোমরা ব্যস্ত এখন ?

উত্তর :- তোমরা এখন খুব আনন্দের সাথে এই প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত যে, তোমাদের এই জরাজীর্ণ পুরানো শরীর ত্যাগ করলেই বাবার কাছে যেতে পারবে। তাই এই একমাত্র বাবার স্মরণে থেকেই যদি শরীর ত্যাগ করা যায় আর কোনও প্রকারের হোঁচট বা ধাক্কা খেতে না হয় - তারই অভ্যাস এখন করে যেতে হবে। শিক্ষার্থী জীবন নিশ্চল জীবন। অতএব হোঁচট বা ধাক্কা খাওয়া থেকে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

গীত :- ওহে নিশীথ রাত্রির যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না যেন, লক্ষ্যের নতুন ভোরের আলো এই ফুটলো বলে।

ওঁ শান্তি ! এখানে পাঠ পড়ছে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা । শিক্ষার্থী যখন কোনও কিছু পড়াশোনা করে, একমাত্র তখনই সে জানতে পারে- কি পড়ছে সে। আর কে তা পড়াচ্ছেন - এবং সেই পাঠের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং প্রাপ্তিকেও বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারে সে। তেমনি তোমরাও এখন বুঝতে পেরেছো যে, তোমরা বি.কে.-র এই মনুষ্য থেকে দেবতা হতে যাচ্ছে। যা বর্তমানে তোমরা এখন ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। কিন্তু কিসের পাঠ পড়ছে তোমরা ? --রাজযোগের পঠন-পাঠন। তোমরা নিজেরা এও বুঝতে পারছো যে, আবারও সেই রাজযোগের শিক্ষাই নিচ্ছে তোমরা। জাগতিক শিক্ষার্থীরা কিন্তু এমনটা বলবে না, আমরা আবার সেই পাঠই পড়ছি। কিন্তু, এখানে তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আবারও সেই রাজযোগই শিখছে তোমরা। যা ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও তা শিখেছিলো। এই সুপ্ত জ্ঞান কেবল তোমাদের মধ্যেই আছে। স্বয়ং ভগবান এসে আবার তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন -যা কোনও সামান্য ব্যাপার অবশ্যই নয়। বাচ্চারা এটাও জানে যে, ভগবান মাত্র একজনই, কিন্তু ভক্তের সংখ্যা অনেক। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, শিক্ষক-বাবা কেবল একজনই আর অসংখ্য তার সন্তান। বাবাই যে বাচ্চাদের সৃষ্টিকর্তা, এ কথা সবাই স্বীকার করবে। রচনাকারই তার রচিত রচনা অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। যেমন কোনও অঙ্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো- বাবাকে চেনার উপায় কি ? বাবা স্বয়ং তখন বলেন, "আমি যখন তোমাদের বাচ্চা বলে মেনে নিয়েছি, তখন তো তোমাদের সামনে বসতেই হবে আমাকে। আমিই তোমাদের আবার মনুষ্য থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করি। আর সেই নিমিত্তেই তোমাদের এই রাজযোগ শেখাচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে পারবে। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতেই রাখতে হবে। তোমাদের সুপ্ত বুদ্ধিতে এও আছে যে, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন সমগ্র বিশ্বে কেবলমাত্র একটাই রাজ্য ছিল। বাচ্চারা, তেমনি তোমরা নিজেরাও বসে চিত্র দেখিয়ে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে যে, তোমরা কি পড়াশোনা করছো। এটাই তোমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জাগতিক স্কুলেও যখন বাচ্চারা পড়াশোনা করে, তাদের মা-বাবাও জেনে থাকে, বাচ্চারা কি পড়াশোনা করছে। আর এখানে তো তোমরা আবার রাজ্য-ভাগ্য পাওয়ার জন্য এই পাঠ পড়ছো।

অতএব, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও অবশ্যই তা জানানো উচিত যে, তুমি এই গীতা-পাঠশালায় রাজযোগ শিখছো, যার ফলে তুমি রাজাদেরও রাজা হতে পারবে। এই পাঠশালাতে বৃদ্ধ-যুবক-কিশোর সবাই পড়তে পারে। যা এক আশ্চর্যের বিষয়। জাগতিক পাঠশালায় এমনটা হয় না বলেই কেবলমাত্র এই পাঠশালাকেই সংসঙ্গ বলা যায়। যেহেতু সংসঙ্গে তো সবাই যেতে পারে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা এমনটা অবশ্যই বলবে না যে, তারা সেখানে গিয়ে রাজযোগ শেখে, কিংবা স্বয়ং ভগবান তাদেরকে পড়ান। আর এখানে তো স্বয়ং ভগবান তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন।

এখানকার চিত্রগুলি প্রতি ঘরেই থাকা উচিত। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে কেউ আসুক না কেন, তাদেরকে এসব বোঝাতে হবে, তোমরা কিসের পাঠ পড়ছো। তাছাড়া, এই পাঠ তো খুবই সহজ-সরল। তাই এর নাম সহজ-জ্ঞান, সহজ-রাজযোগ। রাজা জনক-ও এই জ্ঞানের দ্বারাই সেকেন্ডের মধ্যেই জীবনমুক্ত হয়েছিলেন। তাই তো জগতের মানুষেরাও বলে যে, আমারও জনকের মতনই জ্ঞান চাই। কিন্তু ঘর-সংসারে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেহেতু এই জ্ঞানের পাঠ অতি উন্নত, এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়া যায়। দেবতাদের কত উঁচু মহিমাও থাকে - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ। তাই দেবলোক হয়ে ওঠে অমরলোক। কিন্তু বর্তমানের এই দুনিয়া তো মৃত্যুলোক। যা আসুরী পতিত দুনিয়া। আর পবিত্র দুনিয়া হলো দৈবী দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন পবিত্র ছিলেন। কিন্তু এখন তো তারা আর এখানে নেই। যেহেতু এটা এখন পতিতদের রাজ্য। অতএব আবারও তোমাদের পবিত্র হতেই হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রগুলিও কত সুন্দর ! তাই লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রতি লোকেদের কত শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা। আর লোকেরাও তাদের জন্য খুব সুন্দর বিশাল-বিশাল মন্দিরও বানিয়ে থাকে। অথচ কৃষ্ণের জন্য বানায় ছোট ছোট মন্দির, যেন ছোট বাচ্চাদের জন্য বানানো হচ্ছে। অথচ তারা কিন্তু আদৌ জানে না যে, এই রাধা-কৃষ্ণই পরবর্তীতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপ নেয়। তোমরা তাদেরকে তা বোঝাতে পারো, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে সেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বই ছিল। তাই সে সময়কার আর অন্য কারওরই কোনও চিত্র দেখা যায় না। সূর্যবংশী রাজবংশই সবচাইতে বিখ্যাত ছিল তখন।

লক্ষ্মী-নারায়ণ আর সীতা-রামের রাজবংশের পরে শুরু হয় দ্বাপর ও কলিযুগ। এখন সেই কলিযুগেরই অন্তিম সময় চলছে। তাই তোমরা বি.কে.-রা আবারও সেই রাজযোগের পাঠ গ্রহণ করছো। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই রাজযোগ শিখেই তোমরা নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য লাভ করেছিলে। দেবতারা বরাবরই সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার থাকে। যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটা পতিত দুনিয়া, তাই স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মাকেই এখানে আসতে হয়। অবশ্য লোকেরাও পরমাত্মাকে আহ্বান করে বলে, "হে পতিত-পাবন এসো।" পরমাত্মা তো নিরাকার। আর কৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। তাই সে এসে তো আর কারওকে পবিত্র বানাতে পারবে না। লোকেদের বোঝাতে হবে, সাকার দেহধারীকে কোনও ভাবেই ভগবান বলা যায় না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও পরমাত্মাকে নিরাকার হিসাবেই মান্যতা দেয়। একমাত্র তিনিই সবার উদ্ধার-কর্তা, দিশা-নির্দেশক, পরম-সুখদাতা, ঈশ্বরীয়-পিতা, সবার দুঃখ হর্তা-সুখ কর্তা। দুঃখ হরণ করার সাথে সাথে বাবা আবার সুখের ব্যবস্থাও করে দেন। বাচ্চারা, তোমরা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরও একথা বোঝাতে পারো। লোকেরা তো বেদ-শাস্ত্র অন্যদেরকে শোনায়ে। অনেক শ্রোতা মিলে একজনের থেকেই তা শোনে। এখানেও তেমনি, তোমরা সবাই মিলে এই এক বাবার থেকেই সবকিছু শুনতে থাকো। তাই তো বাবা বলেন, তোমরা

কেবল আমার কথাই শুনবে। যেহেতু এটা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরীয় বাণী, অতএব সেই নিরাকার বক্তাকে নিশ্চয় কারও শরীরকে আধার করতে হবে। একথা তো প্রচলিতই আছে, ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয়। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও কল্পের এমনই সঙ্গম সময়ে ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা হয়েছিল। আর পরবর্তীতে তো ব্রাহ্মণ থেকেই দেবতায় পরিণত হয়। বর্তমানের এই শূদ্র অবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ হতে পারলেই পরবর্তীতে দেবতা হতে পারবে। সেই নিমিত্তেই তো তোমরা আবারও এই রাজযোগ শিখছো এখন। যা কল্প পূর্বেও শিখেছিলে তোমরা। এভাবে বোঝাতে পারলে, অন্যেরাও ভাবতে বাধ্য হবে, এরা কিন্তু যথেষ্ট নিশ্চয়তার সাথেই এসব বলছে। স্বয়ং ভগবান যেখানে বলছেন, "তোমাদের আমি আবার রাজাদেরও রাজা, মহারাজা বানাবো।" গীতাতেও ঠিক এ ভাবেই লেখা আছে। রাজযোগ শিখেই আমরা সেই পদের অধিকারী হয়েছিলাম। এরপর দ্বাপরে শুরু হয় রাবণের রাজত্বকাল। যা এখন প্রায় শেষের মুখে। এদিকে তোমরাও আবার রাজযোগের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছো। অন্য কোনও স্কুলে কিন্তু এমনটা বলবে না, তোমরা আবারও সেই পাঠই পড়ছো। বাচ্চারা, কেবল তোমাদের বুদ্ধিই তা বুঝতে পারে। তাই বাবাও বলেন, "এই রাজযোগের পাঠ শেখাতেই আমিও আবার এসেছি এখানে তোমাদের কাছে।" যখন ঠিক এরকমই অবস্থায় মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, আর পান্ডবেরা সেই সময় গীতা শোনায় ব্যস্ত ছিল।

বাচ্চারা, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পাণ্ডা অর্থাৎ দিশা নির্দেশক। সেই ঈশ্বরীয় সন্তানদের উদ্দেশ্যে ভগবান স্বয়ং বলছেন : "ওহে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পাণ্ডারা, তোমরা যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে যেও না। ভগবান তোমাদেরকে অবশ্যই গীতা শোনাবেন। তা যে স্বয়ং ভগবানের বাণী। তোমরা জানো যে, স্বর্গ-রাজ্যের সুখ পাওয়ার জন্যই তোমরা এই রাজযোগের পাঠ পড়ছো।

ভগবান তো নিরাকার। লোকেরা যখন 'শিবজয়ন্তী' পালন করে, তার মানে, পূর্বেও শিববাবা অবশ্যই কোথাও জন্ম নিয়ে কিছু না কিছু করে থাকবেন। আসলে উনি এখানে আসেন তোমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্যের আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে। সত্যযুগে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যে সূর্যবংশী দেবতারাই ছিলেন। সেই রাজবংশে আরও অনেকেও থাকে। যেমন ইন্দ্রেরাজের রাজবংশে এডওয়ার্ড প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পরম্পরায় তাদের রাজবংশ যেভাবে চলে, এটাও ঠিক তেমনই ব্যাপার। বাচ্চারা, চিত্রগুলি দেখিয়ে তোমরা আরও ভালভাবে তা বোঝাতে পারবে। ব্রহ্মা বলছেন- "আমি কিন্তু কোনও ভগবান নই। আমাকেও তো অন্য কেউ রচনা করেছেন। আমিও তো অন্যের কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আর আমাদের এই গুরু যদি মনুষ্যই হতেন, তবে তো লাখে-লাখে ওনার সাথে আরও অনেকেই সেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকবে। যদি আরও অনেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে উনি একা তো আর এই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাই যদি হবে, তবে তারা সব কোথায় বা হারিয়ে গেল ?

আরে, আরে, বাকীরা সবাই কোথায় চলে গেল ? এখানে যে ভগবান তার বাণী শোনাচ্ছেন। উনি এসবের গুহ্য রহস্যগুলি বোঝাচ্ছেন। কি ধরণের চিত্র বানাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের শৈশবে তারাই যে রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন। যেখানে গীতার ভগবান স্বয়ং বলছেন, "আমিই কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। এতে প্রলয়ের কোনও ব্যাপার নেই। তোমরা নিজেরাই সুপ্ত স্মৃতির অনুভবে বলছো, তোমরা আবারও দেবতায় পরিণত হতে যাচ্ছে। 'শিবজয়ন্তী'-র কথাও উল্লেখ করা হয় শাস্ত্রে। তাই বলে তা লাখ লাখ বছর তো হতেই পারে না। বাবা তাই বসে বসে বোঝাচ্ছেন, এইসব

পুঁথি-পত্র, শাস্ত্রাদির মধ্যে কোনও সার বস্তু নেই। এগুলি পড়ে পড়ে কেবলই তোমাদের বা আত্মার গুণ ও শক্তির কলা কেবলই নিষ্কলগতি হয়েছে। এখন যা একেবারে গুণহীন ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তাই তো বাবা বলছেন, ভক্তির শক্তিতে কেউ আমার প্রতি একান্ত হতে পারে না। অতএব আমাকেই আসতে হয় এখানে। তোমরাই তো বলো, ভগবান কোনও না কোনও রূপে প্রত্যক্ষ হবেনই। কৃষ্ণ হচ্ছেন সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। এদিকে শিববাবা হলেন নিরাকার। সেক্ষেত্র অবশ্যই উনি কারও শরীরকে আধার বানাবেন। যেহেতু উনি পরম পবিত্র পতিত-পাবন, হিসেব মতন কলিযুগের অগ্নিমেই আসবেন উনি। কৃষ্ণ দ্বাপরের এমনটাই লোকেরা বলে থাকে, যা মোটেই সম্ভবিতপূর্ণ নয়। বাবা স্বয়ং জানান, "আমি আসি সম্ভমে এবং ব্রহ্মার এই বুটে (জুতায়) অর্থাৎ পুরোনো শরীরেই আমি যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করি। যেহেতু অবিনাশী নাটকে কোনও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।" কিন্তু জগতের লোকেরা এসবের এতই উল্টো-পাল্টা করে রেখেছে, তাই তো ধন্দে গিয়ে তাদের মনে এতসব প্রশ্ন জাগে, গীতার প্রকৃত ভগবান কে ? তা জানা খুবই দরকার। এর উপরেই তো জগৎ-সংসারের এই অবিনাশী চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। নরকের বিনাশ আর স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা কে করেন ? -অবশ্যই তা একমাত্র এই বাবা-ই করতে পারেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের কর্ম-কর্তব্যে খুবই সক্রিয় ছিলেন। বাবা জানাচ্ছেন, কেবলমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে থাকলে, সেই যোগ অগ্নিতেই বিকর্মগুলি বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু সবাই তা বুঝতে পারবে না। কারও যেমন বেশ ভালই লাগে, কিন্তু পবিত্র থাকার সং-সাহস তার থাকে না। দেবী-দেবতা ধর্মের চারাগাছের রোপণ চলছে এখন। গত কল্পে যারা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছিল, এবারও তারা হবেন। এই কলমের চারাগাছ একমাত্র বাবা ভিন্ন অন্য কেউ রোপণ করতেই পারে না। যারা দেবতা-বর্ণে আসতে আগ্রহী, তাদের নিজেকে অবশ্যই প্রথমে শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হতেই হবে। অন্যথায় দেবতা হবে কি প্রকারে ? বিরাট রূপকেও খুব বিস্তারে বোঝাতে হবে। একেবারে শিখরের চূড়ায় শিবকেই দেখানো হয়। জগতের লোকেরা তো শিবকে আর ব্রাহ্মণ-বর্ণকে বাদ দিয়েই রেখেছে, কেবলমাত্র দেবতাদের আর ক্ষত্রিয়দেরকেই দেখায় তারা। বিরাট রূপকেও তারা আবার বিষ্ণুর রূপেই দেখায়। এইসব জ্ঞানকে যথেষ্ট বোঝার ব্যাপার আছে। মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্রে ঘুরে-ফিরে আসে, ইত্যাদি। অন্যেরা এইসব জ্ঞানের কথা তো জানেই না। তাই বাবা জানাচ্ছেন, পরে এইসব জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়-পরম্পরায় তা চলতে থাকে না। স্ব-দর্শন চক্র দেবতাদের জন্য নয়, যা কেবল বি.কে. ব্রাহ্মণদের জন্য। কিন্তু তোমরা তো এখনও সম্পূর্ণ হতে পারনি যে, তাই সেই চিহ্ন-স্বরূপ গুলিকে দেবতাদের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়। নিজেরা নিজেদের স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে, পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র হয়ে, জ্ঞানের শঙ্খ-ধ্বনি করতে করতে তোমরাও দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে। শিববাবা এই ব্রহ্মার দ্বারাই বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা করাচ্ছেন। যা সাধারণ কারও বুদ্ধিতেই তা আসে না। স্বয়ং ভগবান যেখানে তোমাদের এই পাঠ পড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানান, সেখানে তোমাদের কতই না খুশীতে থাকা উচিত। ছাত্র-জীবনই শ্রেষ্ঠ-জীবন। শিক্ষার্থীর এই জীবন বাধাহীন মুক্ত-জীবন। এরপর তো মানুষদের বিছানো জালে ফাঁসতেই হবে। যে জাল কেবল দুঃখ-কষ্টের। সত্যযুগে এসব কোনও ব্যাপারই নেই। আত্মারা তাদের ইচ্ছানুসারে আনন্দের সাথেই দেহ ত্যাগ করে। গুমড়ে-গুমড়ে মরা, তা কেবল এই রাবণ রাজ্যেই। তোমরা খুব আনন্দ সহকারে নিজেদের প্রস্তুত করছো, কবে তোমরা বাবার কাছে যেতে পারবে এই ভেবে। সেই উদ্দেশ্যেই তো তোমরা এখানে বসে আছো এখন। এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করার পর, পরবর্তী ২১ জন্ম আর হোঁচট-ধাক্কা খাবার প্রশ্নই নেই। আর এই জন্মেও মোটেই আর হোঁচট-ধাক্কা খেয়ো না যেন, যেহেতু তোমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হতে যাচ্ছে। অতএব অপার খুশীতে থাকতে হবে।

আচ্ছা, এটাও খুব ভাল যে, এখানে বসেই সূক্ষ্মবতনে পৌঁছে যেতে পারো। তোমাদের ফরিস্তা হতে হবে যে। অর্ধ-কল্প ধরে তো কেবল হোঁচট আর ধাক্কা খেয়েই এসেছো। তাই তোমরা এখন খুব খুশীর সাথেই তৈরী হচ্ছে বাবার কাছে যাবার জন্য। অতএব আর যেনএইসব হোঁচট বা ধাক্কা খেতে না হয়, নিজেকে সেভাবেই তৈরী করতে হবে। এমনও অনেক সন্ন্যাসী থাকে, যাদের আত্মা বসে বসেই শরীর ছেড়ে দেয় আর আশেপাশে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে। তখন অন্যরা ভাবে যে, তার আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেছে। কেউই যেতে পারবে না দুনিয়ার এই তন্ত্রের গন্ডি ছেড়ে, যতক্ষণ না বাবা নিজে এই দুনিয়ায় আসবেন। শিববাবার ভাণ্ডার তো সর্বদাই পরিপূর্ণ। প্রবাদই তো আছে, যে ভাণ্ডারা থেকে আমরা খাবার খাই, তা খাওয়া মাত্রই ব্যাথা-বেদনা সব দূর হয়ে যায়। এখানে তো অকালে মৃত্যু হতেই থাকে। পতিত-পাবন শিববাবার ভাণ্ডারে যে আসে ও খায়, সে পবিত্র হয়ে যায়। সে কারণেই তাকে ব্রহ্মাভোজন বলা হয়। খুবই মাহাত্ম্য এর। এর জন্য অবশ্য খুব ভাল যোগী হওয়ারও দরকার। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন তৈরী করলে এবং তা খেলে, তোমাদেরও অনেক উন্নতি হবে। যোগযুক্ত ভোজনে খুব শক্তিও থাকে। যোগযুক্ত হয়ে ভোজন গ্রহণ করলে তোমার যেমন শক্তি বৃদ্ধি হবে তেমনি সুস্থও থাকতে পারবে। ব্রহ্মাবাবা নিজেও তা বলেন যে, " আমি যেভাবে বাবার স্মরণে বসে ভোজন করি- মনে হয় যেন, আমি আর বাবা একসাথে বসে ভোজন করছি। কিন্তু, তবুও কখনও কখনও ভুলেও যাই। একমাত্র বাবার স্মরণে থেকেই যেন শরীর ত্যাগ করতে পারি, আর কোনও হোঁচট বা বাধা যেন না আসে, তোমাদেরও সেই অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে পারলে প্রথমতঃ শান্তি পাওয়া যায় আর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। ভোজনও পবিত্র হয়ে যাবে। অন্তিম সময়ের জন্যও তো প্রবাদ আছে, অতিন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে, গোপ-গোপিনীদের কাছ থেকে তা জেনে নাও। কল্প-বৃক্ষ চিত্রের এই ঝাড়কে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে ও বোঝাতেও হবে। ত্রিমূর্তি আর গোলা অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্রও বোঝাবার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এভাবেই দিন-প্রতিদিন তোমার নাম খুব উজ্জ্বল হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তাঁর ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা সুস্থ থাকার জন্য, যোগযুক্ত হয়ে ভোজন সামগ্রী তৈরী করতে হবে এবং সেভাবেই যোগযুক্ত হয়ে তা গ্রহণও করতে হবে। আহার করার সময় স্মৃতিতে যেন থাকে যে, বাবার সাথে একত্রে বসেই আমি অল্প গ্রহণ করছি - তবে সেই ভোজন শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

২) দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে জ্ঞানের শঙ্খ-ধ্বনি করতে হবে। স্ব-দর্শন চক্রকে সর্বদাই ঘোরাতে হবে। পদ্ম-ফুলের মতন নিজের জীবনকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদান :- অপরকে পরিবর্তন করার চিন্তা ছেড়ে নিজেকে পরিবর্তন করার শুভ চিন্তক আত্মা হও

বিস্তার :- নিজেকে পরিবর্তন করা মানেই শুভ চিন্তক হওয়া। যদি নিজেকে ভুলে থেকে, অপরকে পরিবর্তনের চিন্তা করো, তবে তা শুভ চিন্তা নয়। সর্বাগ্রে নিজেকে, তারপর নিজের সাথে অন্য

সবাইকে। যদি নিজেকেই পরিবর্তন করতে না পারো, অথচ অন্যের শুভ-চিন্তক হও, তাতে কিন্তু কোনও সফলতা পাওয়া যাবে না। অতএব বিধি অনুসারে যদি নিজেকে পরিবর্তন করো, তবেই তা ফলপ্রসূ হবে। যদিও বাইরে থেকে তার কোনও লক্ষ্য দেখতে নাও পাও, নিজের মনের ভিতরে হাল্কাভাব আর খুশীর অনুভূতি হবে।

স্লোগান :- সেবার প্রতি সর্বদা উৎসাহ উদ্যম থাকলে ছোট ছোট অসুখ-বিসুখ তাতেই দূর হয়ে যায়।

"মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতো পতিতদের পবিত্র করার পুরুষার্থ করো, এই সময় খুবই মূল্যবান, তাই ব্যর্থ কথায় নিজের সময় নষ্ট করো না ?"

প্রশ্ন :- বাবার বাচ্চাদের কোন্ কথায় দয়া হয় ?

উত্তর :- কোনো কোনো বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে গালগল্প করে অনেক সময় নষ্ট করে। ঘুরতে গেলেও বাবাকে স্মরণ করার পরিবর্তে ব্যর্থ চিন্তন করতে থাকে। বাবার এই বাচ্চাদের উপর খুব দয়া আসে। বাবা বলেন বাচ্চারা - তোমাদের জীবন শুধরে নাও। ব্যর্থ সময় নষ্ট করো না। তমোপ্রধান থেকে সতো প্রধান হওয়ার জন্য স্বচ্ছ হৃদয়ে বাবাকে যুক্তিযুক্তভাবে স্মরণ করো, হতাশার পরিস্থিতিতে স্মরণ করো না।

ভগবানউবাচঃ। বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে বাবা অবশ্যই আমাদের পড়াচ্ছেন। আমরা অনেক পুরানো ছাত্র। একই শিক্ষকের কাছে কেউই পড়ে না। ১২ মাস পড়ার পর শিক্ষকের পরিবর্তন করে। এখানে এই মুখ্য শিক্ষকের কিন্তু পরিবর্তন হয় না। বাকি বাচ্চারা তো অনেক আছে - রাজযোগ শেখানোর জন্য। একজনকে দিয়ে তো আর কাজ চলে না। পবিত্র হওয়ার জন্য কত মানুষ তো ডাকতে থাকে। তারা একজনকেই ডাকে। পবিত্র হওয়ার জন্য একজনের কথাই মানা হয়। এ এক আশ্চর্যের কথা যে তারা পতিত - পাবনকে ডাকে অথচ কিছুই বোঝে না। দ্রোপদীও ডেকেছিল যে আমাকে এরা বস্ত্রহীন করছে রক্ষা করো। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ডেকে এসেছো। বলো যে, তোমরাই তো তাঁকে ডাকতে। দ্রোপদীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, পতিত তো এই সম্পূর্ণ দুনিয়া। পতিত আর পবিত্রে রাতদিনের তফাত। পতিত হলো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন। বাবা এসেই সব বিকার থেকে ঘৃণা উৎপন্ন করান। আত্মা জানে যে ...আমি আত্মার এই শরীর পতিত। তোমরাও জানো যে এই শরীর হলো পতিত, এতে জং লেগে আছে। যাদের শরীর পবিত্র, একনম্বর তারাই সারা বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন, তাদেরই বলা হয় পরশপাথর তুল্য বুদ্ধি। পাথর তুল্য বুদ্ধি আর পরশপাথর তুল্য গায়নও এই ভারতেই আছে। তাই বাচ্চাদের খেয়াল আসা উচিত যে এই পতিত ভারতকে কিভাবে পবিত্র বানাবো। কিন্তু নম্বর অনুসারে সেবকদের এই খেয়াল আসবে আর তারা পতিতদের পবিত্র বানানোর পুরুষার্থ করতে থাকবে। বাবার প্রথম কর্তব্যই হলো এটা। বাবা আসেনই বাচ্চাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাতে। তাই বাবা এই বিষয়ে যতটা সতর্ক, বাচ্চাদেরও তেমন হওয়া উচিত। বাবা বলেন, আমি তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু বানাই। তোমাদের এই খেয়াল খুব ভালোভাবে আসা উচিত। আমার থেকেও বেশী সেবা তো তোমরাই করো। বাবা খোড়াই ৩ - ৪ ঘন্টা প্রদর্শনীতে বসে বোঝান। বাবা বাচ্চাদের মহিমা করেন। কিন্তু সেই খুশী বা সেই যোগ কম দেখা যায়, তাই বেহদের বাবা যাঁর মাধ্যমে তোমাদের পড়ান, সেই তোমাদের কাছাকাছি। এতো কাছাকাছি বাপ, দাদা কবে দেখেছো? আত্মাই হলো মুখ্য। আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীর কোনো কাজের থাকে না। তখন মানুষের শরীরের কোনো মূল্য থাকে না। তখন এই শরীর কোনো কাজেই আসে না, সব স্বলে শেষ হয়ে যায়। জন্তু - জানোয়ারদের হাড়ও কোনো কাজে আসে। চামড়াও কোনো কাজে আসে। মানুষের তো কোনো কিছুই কাজে আসে না। অস্থি জলে নিক্ষেপ করে শেষ করে দেয়। চিহ্নমাত্রও থাকে না। জন্তু - জানোয়ারদের চিহ্ন তো তবু জঙ্গলে থেকে যায়। সত্যযুগ থেকে ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত তো মানুষের মূল্য থাকে। ততক্ষণ দেবতা থাকে তাই পূজার যোগ্য থাকে। পরের

দিকে পাই পয়সাও মূল্য থাকে না, তাই বলা হয় পাথর তুল্য বুদ্ধি। তারা ক্রমাগত অন্যের সামনে মাথা নত করতে থাকে, অর্থের চিন্তাও হতে থাকে। ওখানে তো তোমরা সবসময় নিশ্চিন্ত থাকো। তাই বাবা বলেন, তোমাদের এই শরীর খুবই মূল্যবান। এই সময়ও মূল্যবান, একে নষ্ট করো না। ফলতু কথায় সময় নষ্ট করো না। নিজের আত্মাকে স্মরণের বলে সতাপ্রধান বানাতে হবে, আর কোনো উপায়ই নেই পবিত্র হওয়ার। একটি শাস্ত্রেই ভগবানউবাচঃ থাকে -- যাকে বলা হয় শ্রীমত ভগবত গীতা। তাই বাবা বলেন এসো কাঙ্গাল বাচ্চারা, আমি তোমাদের সোনার মুকুট পড়াই। তোমরাও জানো যে বরাবর আমরা কাঙ্গাল ছিলাম। যদিও অনেক ধনবান, মানী লোকের ফটো তো বের হয় বা নামও হয়। তোমরা বাচ্চারাও নম্বর অনুসারে ধনবান। তোমরা বলবে যে তোমরা স্থায়ী এবং প্রকৃত ধনবান। এই জ্ঞানধনই সাথ দেয়। তোমাদের সামনে দুনিয়ার মানুষ কাঙ্গাল যতই তাদের প্রচুর নাম থাকুক না কেন। সদ্ধুরু বাবাও তোমাদের নামও অবিনাশী ধনবান এবং ভাগ্যবান রেখে দিয়েছে। তোমরাই হলে স্বর্গের অধিকারী ধনবান। দুনিয়ার মানুষ হলো এই নরকের অর্থবান। নরক আর স্বর্গকে তোমরা বুঝতে পারো। পাথর বুদ্ধির লোকেরা তা বুঝতে পারে না। এরপরে তারা তোমাদের কাছে আসবে, যখন বিনাশ দেখতে পাবে, তখন বুঝতে পারবে যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। তখন বলবে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা তো ঠিকই বলতো। আচ্ছা, এখন কি করতে হবে? কিছুই করতে পারবে না। টাকা পয়সা ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যাবে। বোম্ব ইত্যাদি পড়লে বাড়ি, জমি - জায়গা সবই শেষ হয়ে যাবে। এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে। এ সবই তোমরা দেখতে পাবে -- সামনে বড় ভয়ানক দৃশ্য আসছে। ওই সময় আর জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। এখন এইসব কথা ভগবান বসে বুঝিয়ে বলেন।

বাচ্চারা জানে যে - আমরা এসেছি ভগবানের কাছে পড়তে। তোমরা কত ভাগ্যবান। এ বিষয়েও সবাই নিশ্চিত নয়, নিশ্চিত যদি হতো, তাহলে ভগবানের কাছে কেন পড়তো না? তখন রাতদিন বাতি জ্বালিয়ে, নিজেদের অন্য চিন্তা না করে, খাওয়া দাওয়া না করেও পড়তে লেগে যেত। বাহ এ তো ২১ জন্মের জন্য উপার্জন। খুব ভালো করে পড়তে হবে। এই পড়াই বা কি, মুখ্য বিষয় হলো বাবাকে স্মরণ করা। বাবার খুবই দয়া আসে। বাবা জানেন যে বাচ্চারা ঘুরতে বা বেড়াতে যায়, তখন এক বাবার স্মরণে থাকতেই পারে না। প্রচুর গালগল্প করতে থাকে। বাচ্চাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত। সময় খুবই অল্প আছে। ভারত কত বড়। অনেক সেবার কাজ আছে। প্রথমে নিজের জীবন তো শুধরে নাও। বাবা বহুবার বলেন - বাচ্চারা গালগল্প করো না। এইসব কথা ছেড়ে দাও, নিজের জীবনের পরিবর্তন করো। সবাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবে। এই নাটকের ভবিষ্যৎ এই। তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হতে সময় তো লাগে, তাই না? নিজের মনকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমি কতক্ষণ সময় স্মরণ করি? স্বচ্ছ হৃদয়ে, অনেক ভালোবাসার সঙ্গে, যুক্তিযুক্ত স্মরণ কেউ পাঁচ মিনিটই মুশকিলের সাথে করতে পারে। ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করা তো আসেই না। স্বচ্ছ হৃদয়ে সাহেব (বাবা) খুশী। দেখো, বাবা একটাই কথা বলেন মনমনাভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের সব পাপ কেটে যাবে। আমিই তোমাদের বন্ধু। বাকি সবাই তো শত্রু। তোমরা একে অপরেরও শত্রু। অনেকেই একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করে তাহলে বন্ধু কি করে হবে? বাবা বলেন যে যদি তোমরা আত্মা ভাই - ভাই মনে করো তাহলে সমস্ত শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে। আত্মার যদি নাক ...কান মুখ না থাকে, তাহলে শত্রুতা কার সঙ্গে করবে। শরীরকে দেখো না। তুমিও আত্মা, সেও আত্মা ...এমন ভাবলে শত্রুতা শেষ হয়ে যায়। এতে অনেক পরিশ্রম। পরিশ্রম ছাড়া কি কিছু পাওয়া যায়? লৌকিক পড়াতেও মানুষ কত পরিশ্রম করে। এ

আবার সহজও । বাবা বলেন - প্রতি মুহূর্তে সুখ পাও । এ তো তোমরা জানো যে ভক্তিমার্গে তোমরা ক্রমাগত দুঃখ পেয়েই এসেছো , যাঁকে তোমরা স্মরণ করতে - তাঁর কাজ সম্বন্ধে কিছুই জানতে না । কতজন

কেই স্মরণ করতে, হনুমানকে স্মরণ করতে, গণেশকে স্মরণ করতে, এক হলো ক্রমাগত সুখ পাও, দ্বিতীয় হলো ক্রমাগত দুঃখ পাও কেননা ভক্তিমার্গ তো রাত । শিববাবার জন্য রাত হতে পারে না । রাতে মানুষ ধাক্কা খায় । প্রথম নম্বরে এই ব্রহ্মা ধাক্কা খান । ওনার সাথে তোমরা ব্রাহ্মণরাও সাথী । এই কুলই সমস্ত ব্রাহ্মণদের যারাই ব্রাহ্মণ হয় তারাই এসে স্মরণ করে সুখ পায় । তোমরা সবাইকে বলো যে, শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ কেটে যাবে । তোমরা এই এক বাবার স্মরণ করো, মানুষ তো অনেকের স্মরণ করতে করতে পাপ - আত্মা হয়ে যায় । এই সিঁড়ি নামতে থাকে । এখন তোমরা সঠিক অর্থ জেনে এক বাবাকে স্মরণ করো ।

বাবা বলেন আমি এসেছি আশীর্বাদী বর্ষা দিতে আর তোমাদের পবিত্র বানাতে । অর্থ তো আছে । শিব বাবা যে পতিত পাবন - এ কেউই জানে না । কেউ তো এসে বলুক যে তিনি কেমন করে পবিত্র বানান । তোমাদের কাছে যারা এসে বসে, তারাও সম্পূর্ণভাবে জানে না । ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য মায়াও কিছু কম নয় । তোমরা নিজেরাই বলো যে বাবা, আমরা স্মরণ তো করি কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন আরে তোমরা বাবাকে স্মরণ না করলে আশীর্বাদী বর্ষা কেমন করে পাবে । বাবা ছাড়া এই আশীর্বাদী বর্ষা কেউ দেবে কি ? যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই এমনিতেই এই আশীর্বাদী বর্ষা মিলবে । তিনি সহজভাবে বোঝান - রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তাই এতে সূর্যবংশীরাও তো তৈরী হয় । কত মানুষের কানে এই আওয়াজ পৌঁছাতে হবে । বাবা বলেন, মন্দিরে গিয়ে, গলিতে গলিতে গিয়ে সেবা করো । বাবার ভক্তরাই দেবতাদের ভক্ত, যেমন মন্দিরে বা সতসঙ্গে মানুষ বসে থাকে, কিন্তু বুদ্ধি কোথায় না কোথায় বিভিন্ন কাজে বা মিত্র সম্বন্ধীদের মধ্যে ঘুরতে থাকে, ধারণা কিছুই হয় না । এখানেও এমন অনেকে আছে যারা কিছুই শোনে না খালি মাথা নাড়তে থাকে । বাবাকে তো দেখেই না, আরে এমন বাবাকে তো কতো ভালোভাবে দেখা উচিত । সামনে শিক্ষক বসে আছে । বাবা বলেন আমি এই কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই তোমাদের পড়াই । আত্মাই পড়ে । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । চোখ, কান, নাক ইত্যাদি কি পড়াশোনা করে ? পড়ে তো আত্মা । দুনিয়াতে এ কথা কেউই জানে না কারণ সকলেরই দেহ - অভিমান আছে । আত্মার মধ্যেই সব সংস্কার আছে । বাবা বলেন - আত্মাকেই দেখো, এ তো খুবই পরিশ্রমের কথা । পরিশ্রম ছাড়া বিশ্বের মালিক খোড়াই হতে পারবে । পরিশ্রম করবে তবেই বিশ্বের মালিক হতে পারবে । এতো আশ্চর্য দেখো, এ হলো বেহদের পড়া । পড়ান বেহদের বাবা । রাজা থেকে শুরু করে গরীব মানুষ সব এখানেই তৈরী হয় - এই পড়ার মাধ্যমে । যে যত পড়বে এবং অন্যকে পড়াবে সে তত উঁচু পদ পাবে । বাবা পড়াতে আসেন আর পতিত থেকে পবিত্র বানাতে আসেন । বাবাকে দেখেই না - তাহলে কি বুঝতে হবে ! পাই পয়সার পদ অর্থাৎ সেবকের পদ পাবে । এই সেবক যেমন রাজার কাছে থাকবে তেমনি প্রজাদের কাছেও থাকবে । বলবে দু'জনেরই সেবক । সম্ভবত পরের দিকে কিছু লিফট মিলতে পারে । সাজা প্রাপ্তির পরে কিছু পুরস্কার অন্তত পেয়ে যাবে । তাই পুরুষার্থ খুব ভালো হওয়া চাই । খুব ভালোবেসে বাবার কথা শুনতে হবে তারপরে রিপিট করতে হবে । বাচ্চারা স্কুলে পড়ে তারপর ঘরে গিয়েও স্কুলের কাজ করে । এমন নয় যে কেবল ঘুরে ফিরে বেড়ায় । পড়ার ইচ্ছা তো থাকেই । এখানে এমনও অনেক আছে যারা কিছুই বোঝে না । সম্পূর্ণ পুরানো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন । বাবার হয়ে যদি খুব কড়া ভুল করো তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । তাই বাবা বোঝান, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা সময় নষ্ট করো না । লক্ষ্য অনেক বড় । কল্পে কল্পে তোমরা এমনই পদ পেতে থাকবে ।

তোমরা এখানে এসেছো - নর থেকে নারায়ণ হতে । থোড়াই কোনো সেবক হতে এসেছো । পরের দিকে সকলের সঠিক সাক্ষাৎকার হবে যে আমরা এই পদ পাবো । বুদ্ধিও বলে যে কারোর কল্যাণই যদি না করি তাহলে কি পদ পাবো ? কেউ কেউ তো রাতদিন অনেক সেবা করতে থাকে । প্রদর্শনী আর মেলায় অনেক সেবা কাজ হয় । বাবা বলেন, এমন ভালো ভালো জিনিস মিউজিয়ামে বানাও যাতে মানুষের মন করে দেখার জন্য, তারা মনে করবে যেন এখানেই স্বর্গ । সেন্টারকে থোড়াই স্বর্গ বলবে । দিন প্রতিদিন নতুন নতুন কথা হতে থাকে, চিত্রও তৈরী হতে থাকে । বিচার সাগর তো মন্ডন হয়, তাই না । বোঝানোর জন্যই এইসব ছবি ইত্যাদি তৈরী হয় । বাবা এখন মানুষদের দৈব গুণ সম্পন্ন তৈরী করছেন, তাই আত্মাও নতুন হচ্ছে আর শরীরও নতুন প্রাপ্ত করছে । নতুন অর্থ নতুন, নতুন কাপড় বদলে পুরানো কাপড় থোড়াই পড়বে । ভগবান যখন আসেন তখন নিশ্চই আশ্চর্য কিছু করে দেখাবেন, তাই না । ভগবানই হলেন স্বর্গের স্থাপনকর্তা । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যা শোনান তা অনেক ভালোবেসে আত্ম - অভিমানী হয়ে শুনতে হবে । সামনে বসে বাবাকে দেখতে হবে । কেবল মাথা নাড়িও না । এই পড়াতে অনেক রুচি রাখতে হবে । ভোজন ত্যাগ করেও এই পড়া অবশ্যই করতে হবে ।

২) এক বাবাকেই প্রকৃত বন্ধু বানাতে হবে, নিজেদের মধ্যে শত্রুতা সমাপ্ত করতে হলে আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, এই অভ্যাস করতে হবে । শরীরকে দেখেও দেখবে না ।

বরদান :- হোলি হংস হয়ে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে ফিলিং প্রফ হও ।

সারাদিনে যে ব্যর্থ সংকল্প, ব্যর্থ বচন, ব্যর্থ কর্ম আর ব্যর্থ সম্বন্ধ - সম্পর্ক হয় তাকে সমর্থে পরিবর্তন করো । ব্যর্থকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার করো না । যদি একটি ব্যর্থকেও স্বীকার করেছে, তাহলে ওই একটি ব্যর্থই অনেক ব্যর্থের অনুভব করাবে, যাকে বলা হয় ফিলিং এসে গেলো, তাই হোলি হংস হয়ে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তিত করো, তাহলেই ফিলিং প্রফ হতে পারবে । কেউ যদি গালি দেয় বা রাগ করে -- তুমি তাকে শান্তির শীতল জল দাও - এই হলো হোলি হংসের কর্তব্য ।

স্লোগান :- সাধনার বীজকে প্রত্যক্ষ করার সাধন হলো বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি ।

ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সাথে বাপদাদার অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা

আজ বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সাথে বিশেষভাবে মিলিত হতে এসেছেন। বাচ্চারা সবাই দূর-দূরান্ত থেকে নিজেদের সুইট হোমে পৌঁছে গেছে, যেখানে তোমরা সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করার বরদান নিজে থেকেই লাভ করো। এই বরদান ভূমিতে বরদাতা বাবার সাথে তোমরা মিলনের জন্য এসেছ। বাপদাদাও কল্প কল্পের সর্বাধিকারী বাচ্চাদের দেখে পুলকিত। বাপদাদা মনে মনে টের পাচ্ছেন, ভারতের কাছাকাছি রয়েছে এমন অনেক আত্মা আকুল আকাঙ্ক্ষায় এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে। যতই হোক, ডাবল বিদেশী বাচ্চারা সাকার রূপে দূর-দূরান্তে থেকেও তাদের বাবাকে দূর থেকেই চিনতে পেরে, তাদের অধিকার লাভ করে নিয়েছে। যারা দূরে বসে আছে তারা কাছের হয়েছে আর যারা কাছের তারা দূরের হয়েছে। এইরকম বাচ্চাদের ভাগ্যের চমৎকারিত্ব দেখে বাপদাদাও হর্ষিত হন। আজ সূক্ষ্মবতনে বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের বিশেষত্ব সম্পর্কে মন খুলে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করছিলেন। ভারতবাসী বাচ্চারা এবং বিদেশী বাচ্চারা, উভয়েরই তাদের নিজের নিজের বিশেষত্ব রয়েছে। আজ তারা বাচ্চাদের চমৎকারিত্বের মহিমা গাইছিল। তুমি কী ত্যাগ করেছিলে, আর ভবিষ্যতে কী প্রাপ্তি করেছ? বাচ্চারা, বাবা তোমাদের চাতুরী দেখছিলেন যে তোমরা কোনো কিছু ত্যাগ না করেই কিভাবে তোমাদের ভাগ্য লাভ করছ! সওদা করার ক্ষেত্রে তোমরা অতি চতুর ব্যাপারী। প্রথমে তোমরা প্রাপ্তির অনুভব করলে, ভালো প্রাপ্তি দেখে তখন তোমাদের ব্যর্থ জিনিস ত্যাগ করলে! তাহলে তোমরা কী ত্যাগ করলে আর কী প্রাপ্তি হলো! যদি সেগুলোর লিস্ট বানাও তবে কী রেজাল্ট আসবে! তোমরা এক ছেড়েছ আর শতক পেয়েছ! তাহলে এটা ছাড়া হলো নাকি পাওয়া হলো? তোমরা কী কখনও ভেবেছ যে তোমরা বিশ্বের এমন বিশেষ, শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে, যাদের বাবার সাথে ডাইরেক্ট সম্বন্ধ থাকবে? তোমরা কখনও ভেবেছিলে খুঁটান হয়ে কৃষ্ণপূরী যেতে পারবে? তোমরা ধর্মপিতার ফলোয়ার ছিলে। বৃষ্ণকান্ডের বদলে তোমরা ডালপালায় আটকে গেছ। যাই হোক, এখন তোমরা ভ্যারাইটি কল্পবৃক্ষের কান্ড আদি সনাতন ব্রাহ্মণ তথা দেবতা ধর্মের হয়ে গেছ। তোমরা ফাউন্ডেশন হয়েছ। এইরকম প্রাপ্তি দেখে তোমরা কি ত্যাগ করেছ? অল্পকালের নিদ্রাকে জিতেছ। তোমরা নিদ্রায় শয়ন (হিন্দিতে সোনা) ছেড়েছ আর নিজে সোনায় পরিণত হয়ে গেছ। বাপদাদা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের ভোরবেলা উঠে প্রস্তুত হওয়া দেখে মৃদু মৃদু হাসেন। তোমরা যারা আরাম করে নিজের সময়মতো উঠতে তারা এখন কিভাবে উঠে? তোমরা নিদ্রা ত্যাগ করেছ। কোনো কিছু ছাড়ার আগে তোমরা নিজেদের ভাগ্য দেখেছিলে। অমৃতবেলার অলৌকিকতা অনুভব করার পর এই নিদ্রা কেমন লাগে? তোমাদের পানভোজন (খাদ্যাভ্যাস) ত্যাগ করেছ নাকি অসুস্থতা ত্যাগ করেছ? পানভোজনের ত্যাগ (অশুদ্ধ আহার ত্যাগ) অর্থাৎ অনেক রোগ থেকে রেহাই পাওয়া। তোমরা মুক্ত হয়েছ, তাই না! আর বদলে হেলথ - ওয়েল্থ তোমরা লাভ করেছ। এই কারণে তোমাদের পাকা সওদাগর বলা হয়েছে। বিদেশী বাচ্চাদের অন্য এক বিশেষত্ব দেখেছিলেন, যদিকেই তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখে সেদিকেই তারা তীব্রগতিতে চলতে থাকে। তীব্রগতিতে চলার কারণ এটাই যে তারা সবকিছুর পূর্ণ (full) প্রাপ্তিও করতে চায়। খুব ফাস্ট (দ্রুত গতিময় জীবন) চলার কারণে, চলতে চলতে কখনো কখনো যদি মায়ার সামান্য বাধাও আসে তবে তোমরা খুব দ্রুত (ফাস্ট) ভীতও হয়ে যাও। কি হলো! এইরকমও কি হয়! তোমরা আশ্চর্যজনক স্থিতিতে পড়ে যাও। তবুও তোমাদের প্রবল অনুরাগের কারণে বিঘ্ন অতিক্রম করে, ভবিষ্যতে আরও তেজঃপূর্ণ হতে

থাকো । তোমার লক্ষ্যে এগিয়ে চলায় তুমি মহাবীর, পলকা তো নও, তাই না ? যারা ভীত, তোমরা তো তারা নও, তাই না ! তোমরা ড্রামা তো খুব ভালো করো । ড্রামায় মায়াকে দূরে সরানোর সাধনও খুব ভালো বানাও । তাই তো এই বেহদ ড্রামায় তোমরা পার্টধারীরা সাহসভরে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যোদ্ধা, তোমরা কি তাই নও ! ভালোবাসা আর মেহনত এই দুইয়ের মধ্যে ভালবাসায় থাকো নাকি মেহনতে ? সদা বাবার স্মরণে তোমরা বিভোর হয়ে থাকো নাকি বারে বারে স্মরণ করো ? বা স্মৃতিস্বরূপ হয়েছ ? সদাসর্বদা তোমরা বাবার সাথে থাকো নাকি যাতে সদা বাবার সাথে থাকে, তার মেহনতে জুড়ে থাকো ? যারা বাবা সমান হচ্ছে তারা সদা স্বরূপ হয়ে থাকে, স্মৃতিস্বরূপ, সর্বগুণস্বরূপ, সর্বশক্তিস্বরূপ । স্বরূপের অর্থ হলো নিজের রূপ সাধনার লক্ষ্য সদৃশ হয়ে যাওয়া । তেমন নয় যে গুণ বা শক্তি আলাদা হবে ; সেইসবই তোমার রূপে অন্তর্লীন হয়ে যাবে, ঠিক যেমন দুর্বল সংস্কার বা কোনো অপগুণ দীর্ঘ সময় ধরে তোমার স্বরূপ হয়ে গেছে । এইসব ধারণ করতে তোমায় কোনো মেহনত করতে হয়না, কারণ এইগুলো তোমার ন্যাচারাল নেচার হয়ে যায় । তুমি চাইছ সেগুলো ছাড়তে, উপলব্ধি করছ যে এটা হওয়া উচিত নয় । কিন্তু কখনও কখনও না চাইতেও সময় সময়ে আবার সেই নেচার বা ন্যাচারাল সংস্কার নিজের কাজ করে নেয় কারণ এটা তোমার স্বরূপ হয়ে গেছে । একইভাবে, সমস্ত গুণ, সমস্ত শক্তি তোমার আদিরূপ হয়ে যায়, একেই বলা হয় বাবা সমান । তাহলে, তোমরা সবাই নিজেকে এইরকম প্রতিমূর্তি (স্বরূপ) অনুভব করো ? এটাই তো তোমার লক্ষ্য, তাই না ! প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তোমরা পরম (fully) প্রাপ্তি পেতে চাইছ নাকি অল্পতেই খুশি ? তোমরা কি চন্দ্রবংশী হবে ? (না) চন্দ্রবংশী রাজ্যও কম নয় ! সূর্যবংশী কতজন হবে ? তোমরা সবাই যারা এখানে বসে আছ সূর্যবংশী হবে ? রামের মহিমা কম নয় ! এটা খুব ভালো যে তোমাদের উত্সাহ উদ্যম সদা শ্রেষ্ঠ ।

তোমরা কি জানো, বিশ্বের আত্মারা তোমাদের থেকে কি চায় ? এখন সব আত্মা, তোমাদের অর্থাৎ পূজ্য আত্মাদের প্রত্যক্ষ রূপে পাওয়ার জন্য ডাকছে । তারা শুধু বাবাকে ডাকছে না, বাবার সাথে তোমরা অর্থাৎ পূজ্য আত্মাদেরও ডাকছে । তারা সবাই উপলব্ধি করছে, তাদের মেসেঞ্জার, দেবদূত বা দেব আত্মা আসবে, আমাদের জাগিয়ে সাথে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । বিশ্বের এই আহ্বান কে পূরণ করবে ?

তারা অপেক্ষা করছে তোমরা পূজ্য, দেব-আত্মাদের জন্য । তারা চাইছে তাদের ইস্ট দেবতা এসে তাদের জাগিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাক । তার জন্য তোমরা কি প্রস্তুতি নিচ্ছ ? এই কনফারেন্সের পরে দেবতা প্রত্যক্ষ হবেন । এখন স্বতন্ত্রভাবে এবং সমবেতভাবে কনফারেন্সের আগে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা রূপে প্রত্যক্ষ করানোর প্রোগ্রাম বানাও । এই কনফারেন্সের দ্বারা নিরাশা থেকে তাদের আশার অনুভব করাতে হবে । উদ্ঘাটনে তোমরা সেইসব দীপ জ্বালাবে, নারকেলও ভাঙবে । তার সাথে সাথে সকল আত্মাদের প্রতি তোমরা শুভ আশার দীপও জ্বালাবে । যেমন তোমরা নারকেল ফাটাও, তাদের লক্ষ্য উপলব্ধি করার জন্য সেইরকমভাবে আঘাত করে তাদের দর্পচূর্ণ করতে হবে । অতএব, বিদেশী এবং ভারতবাসী, উভয়ে মিলে আগে থেকেই এমন প্রস্তুতি করে রাখতে হবে । একমাত্র তখনই হবে মহাতীর্থের প্রত্যক্ষতা । প্রত্যক্ষতার কিরণ বাবার ঘর থেকে দিগ্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে হবে । তোমরা বলো যে, বিশ্বের জন্য আবু লাইটহাউজ । এই লাইট অন্ধকারের মাঝে নব জাগরণের অনুভব করায়, এই কারণেই তোমরা সবাই এসেছ, তাই না ! নাকি শুধু নিজেই রিফ্রেশ হয়ে চলে যাবে ?

সব ব্রাহ্মণের সম্মিলিত এক সংকল্পের কাজই সফলতার আধার। সবার সহযোগ প্রয়োজন। নগরদুর্গের একটা ইঁটও যদি কমজোর হয় তবে সমগ্র দুর্গই নড়ে যেতে পারে। এই কারণে, ছোট-বড় তোমরা সবাই, এই ব্রাহ্মণ পরিবারের দুর্গের ইঁট, সেইজন্য একই সংকল্পের দ্বারা কার্যকে সফল করতে হবে। সবার মন থেকে এই আওয়াজ বের হতে হবে, এটা আমার দায়িত্ব। আচ্ছা - বাচ্চারা যত স্মরণ করে বাবাও ততই স্মরণে স্নেহ দেন। আচ্ছা।

এইরকম সদা দৃঢ় সংকল্প করে, সফলতার জন্ম-সিদ্ধ অধিকার লাভ করে, সদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে স্মৃতিতে রাখার উপযুক্ত, নিজের বিশেষত্ব সদা কার্যে পরিণত করে, সদা সব কার্যে যা বাবার কার্য তাই আমার কার্য, এইরকম অনুভব করে, সব কার্যে বেহদের স্থিতিতে থাকে, এমন বিশাল বুদ্ধির বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

ব্রাজিল গ্রুপ:- দূরত্বের হিসেবে তোমাদের দেশ সবচেয়ে দূরে, কিন্তু তোমরা আল্লাহর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে, তাই না ! দূরে থাকা সত্ত্বেও সদা নিজেকে বাবার সাথে অনুভব করো, তাই না ? আল্লাহ উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে সেকেণ্ডে বাবার বতনে, মধুবনে পৌঁছে যায়, তাই তো ! সদা পরিক্রমণ করছ ? বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অনুরাগ মনে মনে উপলব্ধি করছেন এবং গভীরতম অনুভূতিতে সাকাররূপে এতদূর থেকেও মধুবনে আসার জন্য কিভাবে মেহনত করে এখানে পৌঁছাচ্ছে, সেটাও তিনি বুঝতে পারছেন। বাবা এইজন্য তোমাদের অভিনন্দন জানান। বাপদাদা ভবিষ্যতের জন্য বরদান দেন, সদা বিজয়ী হয়ে অনেকেও বিজয়ী বানাও। আচ্ছা -

১০-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ০৬-০১-৮৩ মধুবন

নিরন্তর সহজ যোগী হওয়ার সহজ যুক্তি

আজ, বাগিচামালিক তাঁর বাগানের ভ্যারাইটি সুরভিত পুষ্পসকল দর্শন করে পুলকিত। বাপদাদা ভ্যারাইটি রুহানী পুষ্পের সুগন্ধ নিশ্বিলেন এবং তাদের রূপের সৌন্দর্য্য বিবেচনা করে তাদের সবার বিশেষত্বের গীত গাইছিলেন। তোমাদের যাকেই তিনি দেখছেন, প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে অধিক প্রিয়, শ্রেষ্ঠ। তোমরা নম্বরক্রমে হওয়া সত্ত্বেও বাপদাদার কাছে লাস্ট নাম্বারও অতি প্রিয়, কারণ যদিও তোমরা তোমাদের যথাশক্তি প্রয়োগে মায়াজিত হওয়ার ক্ষেত্রে কমজোর, তবুও বাবাকে চিনে অন্তর থেকে যদি একবারও 'আমার বাবা' বলো তবে বাপদাদা, করুণার সাগর রিটার্নে এইরকম বাচ্চাদের শতগুণে রুহানী ভালবাসা দিয়ে নজর করেন, তাঁর দৃষ্টিতে থাকে যে, তোমরা তাঁর বাচ্চা, বিশেষ আল্লাহ। তিনি তোমাদের সেই দৃষ্টিতে দেখেন, কারণ তোমরা অন্ততঃ বাবার তো হয়েছ, তাই না ! অতএব, তাঁর হওয়ার কারণে বাপদাদা স্নেহের এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে বাচ্চাদের সদা সামনে এগিয়ে দিতে থাকেন। এই রুহানী আমিত্বের স্মৃতি এইরকম বাচ্চাদের শক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়ার আশীর্বাদ হয়ে যায়। বাপদাদার মুখ দ্বারা আশীর্বাদ দেওয়ার আবশ্যকতা হয়না, কারণ মুখ নিঃসৃত শব্দ বা বাণী সেকেন্ডারী ব্যাপার, সেক্ষেত্রে স্নেহের সংকল্প শক্তিশালী এবং তোমাকে নম্বর ওয়ান প্রাপ্তির অনুভব করায়। এই সূক্ষ্ম সংকল্পের সাথে বাপদাদা, মাতাপিতার উভয়রূপে সব বাচ্চার পালন

করেন। জাগতিক জীবনেও তাদের হারানিধি সন্তানকে মাতাপিতা অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তির দ্বারা মনে মনে গুপ্ত ভাবে লালন পালন করেন। তোমরা এটাকে বলো বিশেষ আদর যন্ত্র। অতএব, বাপদাদা সূক্ষ্মবতনে বসেও বাচ্চাদের বিশেষ আদর যন্ত্র বা অতিথিসেবা দিচ্ছেন। যখন তোমরা মধুবনে আসো, সেই একই উপায়ে তোমাদের বিশেষ আতিথেয়তা করা হয়, তাই না! বাপদাদা বতনে সব বাচ্চাকে আকারী ফরিস্তা রূপে আহ্বান করে তাদেরকে তাঁর সমুখে আসতে বলেন। কারণ, তোমরা সর্বাধিকারী বাচ্চা। বাচ্চার, তিনি তাঁর সংকল্পের দ্বারা সূক্ষ্ম আতিথেয়তা দানে তোমাদের বিশেষ বল দিয়ে ভরপুর করেন। এক হলো তোমাদের নিজের পুরুষার্থ দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া, আর এটা হলো মাতাপিতার থেকে স্নেহের পালনার স্বরূপ হয়ে বিশেষ আতিথেয়তা লাভ করা। ঠিক একইভাবে এখানেও কিছু বাচ্চা বিশেষ আতিথ্য লাভ করে। নিয়ম অনুসারে, বিভিন্ন রকমের ভোজ্য বস্তু দিয়ে তোমরা বিশেষ সমাদরে অর্পণ করো; এক্সট্রা জিনিস দেওয়া হয়। এইরকম ব্রহ্মা মায়েরও বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ আছে। ব্রহ্মা মা বাচ্চাদের আনন্দোচ্ছল সমারোহ ব্যতীত সূক্ষ্মবতনে থাকতে পারেননা। তাঁর এই মমত্ববোধ রুহানী। সূক্ষ্ম স্নেহের আহ্বানে, বাবা বাচ্চাদের স্পেশাল গ্রুপ ইমার্জ করেন। সম্ভবতঃ তোমাদের মনে আছে, কিভাবে সাকার দিনগুলোতে বাবা বিশেষ স্নেহস্বরূপে সব গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাদের নিজের হাতে খাওয়াতেন আর চিত্তবিনোদন করতেন। সেই সংস্কারই প্র্যাকটিকালি এখনও চলেছে। এতে শুধু তোমাদের বাবা সমান ফরিস্তা স্বরূপধারী হয়ে অনুভব করতে হবে। বাচ্চার, অমৃতবেলায় ব্রহ্মা মা তোমাদের ডাকেন, "এসো বাচ্চার, এসো বাচ্চার" বলে তোমাদের বিশেষ শক্তির পৌষ্টিক আহ্বার করান। বাবা যেমন এখানে সাকারে থাকাকালীন ঘৃত খাইয়ে তোমাদের এক্সারসাইজ করাতেন, তাই না! তো বাবা বতনে ঘি-ও খাওয়ান অর্থাৎ সূক্ষ্মবতনে সূক্ষ্ম শক্তির ঘৃত দেন এবং অভ্যাসের এক্সারসাইজও করান। বুদ্ধিবল দ্বারা ভ্রমণও করান। এক মুহূর্তে পরমধাম তো পরমুহূর্তে সূক্ষ্মবতনে পরিভ্রমণ, তো এখনই সাকারী ব্রাহ্মণ জীবনে। তিনলোকে দৌড়ের রেস করান, যাতে বাবার এই বিশেষ আদর সংস্কার তোমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। তাহলে, শুনলে তো, ব্রহ্মা মা কি করেন?

ডবল বিদেশী বাচ্চাদের ছুটির দিনে দূরে এক্সকার্শনে (শিক্ষামূলক প্রমোদভ্রমণ) যাওয়ার অভ্যাস আছে। তাই বাপদাদাও ডাবল বিদেশী বাচ্চাদের বিশেষ নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন। যখনই ফ্রী হবে সূক্ষ্মবতনে এসো! সাগর কিনারে নোংরা বালুতে যেওনা। জ্ঞানসাগরের তীরে এসো। বিনা খরচায় অনেক প্রাপ্তি হবে। সূর্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ অনুভব করো, পিকনিকও করো আর খেলাধুলাও করো। তবে, আসতে হবে কিন্তু তোমার বুদ্ধিরূপী বিমানে। সবার বুদ্ধিরূপী বিমান এভাররেডি, তাই না! সংকল্পের সুইচ শুধু স্টার্ট করো, তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে। তোমাদের সবার বিমান তৈরি আছে, তাই না! নাকি কখনও কখনও স্টার্ট হয়না বা পেট্রল কম হয়ে গেলে মাঝপথেই ফিরে আসো! এমনিতে, সেখানে তো এক সেকেণ্ডে পৌঁছানোর ব্যাপার! তোমাদের সবার ডাবল রিফাইণ্ড পেট্রল প্রয়োজন। ডাবল রিফাইণ্ড পেট্রল কি? এক হলো নিরাকারী হওয়ার নিশ্চয়ের নেশা যে "আমি আত্মা, বাবার বাচ্চা।" আরেক হলো, সাকাররূপে বাবার সাথে সর্বসম্বন্ধের নেশা। শুধু বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধের নেশা নয়, প্রবৃত্তি মার্গ পবিত্র পরিবার। সুতরাং, বাবার থেকে সর্ব সম্বন্ধের মাধুর্যের নেশা সাকাররূপে চলতে ফিরতে অনুভব করা উচিত। এই নেশা এবং খুশি নিরন্তর তোমাদের সহজযোগী বানিয়ে দেয়। এই কারণে নিরাকারী এবং সাকারী হওয়ার ডাবল রিফাইণ্ড বিধি আবশ্যিক। আচ্ছা।

আজ তো বাবাকে পার্টিদের সাথে সাক্ষাত করতে হবে এবং সেইজন্য বাবা তোমাদের সাকারী এবং নিরাকারী বিষয়ে অন্য কোনো সময়ে বলবেন । সার্ভিসের প্রত্যক্ষ ফল এবং সব নির্দেশের আশ্রয় পালনকারী ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা সবাই ভালো বড় গ্রুপ সাথে নিয়ে এসেছ । তোমরা বাপদাদাকে এই সকলের সবচেয়ে ভালো ও বেশ বড় পুষ্পস্তবক উপহার দিয়েছ । এটা করার জন্য বাপদাদা তাঁর হৃদয়ের অনেক স্নেহ দিয়ে নির্ভরযোগ্য বাচ্চাদের বরদান দিচ্ছেন, "অবিনশ্বর জীবনে অবিরাম এগিয়ে চলো" আচ্ছা !

চারিদিকের স্নেহী বাচ্চারা, যারা স্মরণ এবং সেবায় গভীর অনুরাগে নিয়োজিত, যারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত হয়েছে সেই হারানিধি বাচ্চাদের সেবার রিটার্নে এবং তোমাদের স্মরণের রিটার্নে চিরন্তন স্নেহ । এইরকম অবিনাশী গভীর ভালোবাসায় যারা রয়েছে, তাদের অবিনাশী স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার ।

বরদানঃ- সব কর্মে নিরন্তর রুহানী নেশা নিজে অনুভব করতে এবং অন্যদেরও অনুভব করাতে সক্ষম এমন সৌভাগ্যবান ভব

সঙ্গমযুগে, তোমরা বাচ্চারা সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান, কারণ, স্বয়ং ভগবান তোমাকে পছন্দ করেছেন । তোমরা বেহদের মালিক হয়ে গেছ । তোমার নাম ভগবানের ডিকশনারির 'হ ইজ্ হ '-তে আছে । তোমরা বেহদের বাবাকে খুঁজে পেয়েছ, তোমরা বেহদের রাজ্যভাগ্য লাভ করেছ এবং বেহদের খাজানা পেয়েছ । সদা বেহদের এই রুহানী নেশায় থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে এবং করাতে থাকো, তবে তোমাকে বলা হবে সৌভাগ্যবান ।

স্লোগানঃ- সেবার জন্য সাধন ইউজ করো, আরামপ্রিয় হওয়ার জন্য নয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন দীন নাথ (গরিব নিবাজ), তোমরা দীন সন্তানরাই বাবার কাছে এক মুঠো জ্ঞান নিয়ে বিত্তবান হও, বাবা তোমাদের নিজ সম স্বরূপে পরিণত করেন"

প্রশ্ন:- যেমন গায়ন আছে, অসুরদের দ্বারা এই রুদ্র যজ্ঞে কিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ?

উত্তর :- মানুষ ভাবে অসুররা হয়তো যজ্ঞে অপশিষ্ট বস্তু গোবর ইত্যাদি ঢেলে যজ্ঞ ভঙ্গ করেছে, কিন্তু তা নয়। এখানে যখন কোনো বাচ্চার অহংকার জাগে, কোনো রকম বিপত্তি স্বরূপ গ্রহন লাগে তখন যেন অপশিষ্ট বর্ষণ হয়, ক্রোধ বশতঃ মুখের কথা অপশব্দ হয়ে যায়, তখন রুদ্র যজ্ঞে বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অনেক বাচ্চারা সঙ্গ দোষে নিজের জমা খাতা খারাপ করে দেয়। মায়া চড় লাগিয়ে সর্ব শক্তি শূন্য করে দেয়।

ওমশান্তি। স্মরণে বসে আছি মানেই যোগে বসে আছি। প্রত্যেকে জানে আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হল গুপ্ত রূপে পরিশ্রম। এতে কোনো প্রশংসার কথাই নেই। বাবা কতখানি নিরহংকারী হয়ে থাকেন, যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিও হলেন কত নিরহংকারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান রয়েছে। তবুও ওঁনার চাল চলন কত সাধারণ, বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিটির চাল চলন যেমন হয়। নিরাকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় -- নিরহংকারী। তিনি গুপ্ত রূপে আছেন কিনা। ওনার এই বাসনা থাকে না যে আমার প্রদর্শন হোক। আড়ম্বর দ্বারা সবাই জানতে পারে। আড়ম্বর দ্বারা তো খ্যাতি আসে। বাবা বলেন এই সব নিয়ম হল কলিযুগী দেহ অভিমানীদের। বাবা এখানে শান্ত ভাবে আসা যাওয়া করেন। বাবা তো সর্বদাই বলেন স্টেশনে কেউ যেন না আসে। কোনো হাস্যামা নয়। বাবা বলেন আমায় গুপ্ত রূপে থাকতে দাও, এতেই মজা আছে। আড়ম্বর হুল্লোর করা মানুষদের বা বড়ো বড়ো ব্যক্তিদেরকে মারতে বা আঘাত শানাতে মানুষ দেরি করেনা। বাবা তো হলেন উঁচু থেকে উঁচু। দীনের থেকেও দীন হয়ে চলেন। বাবা তো হলেন দীনের নাথ তাইনা। দীন দুঃখীদের সঙ্গেই দেখা করতে আসেন। বিত্তবান মানুষ তো বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে। এঁনাকে তো দীন দুঃখী মানুষের কাছে বাবা-ই হলেন প্রিয় জন। দীন দরিদ্রদের উপরে করুণা হয়। তাই বাবা দীন দুঃখীদের দয়া করেন, উপকার করেন। মুঠো ভরে জ্ঞান দান করেন যাতে তোমরা বিত্তবান হও। বিত্তবান মানুষ এখানে থাকতে চাইবে না। তাদের এই জ্ঞান মার্গের প্রয়োজন নেই। বিত্তবান মানুষ গভর্নমেন্টকে অনেক সাহায্য করে। খ্যাতি ছড়ায়। দানী মানুষদের নাম খবরের কাগজে বেরোয়। এখানে গরিব দান করলে কাগজে নাম বের করা উচিত। এক মুঠো চাল দিয়ে মহল প্রাপ্ত করে। বাবা হলেন দীননাথ - গায়ন আছে। সবার সঙ্গেই দেখা করেন। ধনী ব্যক্তি মসলা বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করবে না। এখানে তো আছেই গরিব মানুষ। তাদেরকেই বিত্তবান করতে হবে। বাবা তো হলেন গুপ্ত। কল্প পূর্বের মতন গরিব মানুষেরাই বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করবে। ড্রামাতে রয়েছে। বিত্তবান মানুষ সমর্পিত হতে পারেনা। হ্যাঁ শিববাবাকে কেউ নিজের উত্তরাধিকারী করলে কামাল করে দেখাতে পারে। বাবা বলেন আমি আসি এই সাধারণ দেহে। গায়ন আছে নিরাকারী, নিরহংকারী। গীতও আছে লেপের মধ্যে কর্তা (অর্থাৎ একজনের শরীরের মধ্যে আর একজন এসে বসেছে)... দেখো শীতের সময় বাবা লেপ গায়ে দিয়ে বসেন, তাই না! পতিত পাবন বাবাকে কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান যে হে ভারতবাসী বাচ্চারা--- তোমাদের স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে? লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র এখানেই রাখা আছে। এখানে তোমরা অবিনাশী জ্ঞান

রত্ন প্রাপ্ত কর এবং দান কর। তন মন ধন সমর্পিত করো, তার ফল তো পাবে - তাইনা। অস্ত্রান কালেও অনেক দান করলে ধনীদেব ঘরে জন্ম লাভ হয়। এখানে তোমরা বাবার কাছে সমর্পণ করো, তাই পরবর্তী কালে যারা বিত্তবান হবে তাদের কাছে জন্ম নেবে। তারপর তোমরা সেখানে মহল অট্টালিকা তৈরি করবে। দুনিয়া তো এইটাই থাকবে। বৈকুণ্ঠ কোথাও ছাদে রাখা আছে নাকি। জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাবা কোথায় গেছেন ? বলবে কাশী বাস করে মুক্তি পেয়েছেন অর্থাৎ স্বর্গে গেছেন। কিন্তু এখন তোমরা জানো মুক্তি জীবনমুক্তি কেউ পায়নি। সবাই এখানেই আসে। কর্ম অনুসারে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। রাবণ রাজ্যে যে কর্ম মানুষ করে সেসব বিকর্মে পরিণত হয়। পূর্ণ বয়স কালেই হিসাব নিকেশ তৈরি হয়। ছোটো বাচ্চাদের কোনো কিছু জমা হয় না। বাচ্চা বড় হলে মা বাবা তাকে কাম কাটারিতে চাপিয়ে দেয় অর্থাৎ বলি দেয়। এও তো কর্ম বিকর্মে পরিণত হল। সেখানে (সত্যযুগে) মায়ার রাজত্ব নেই। এইসব কোনো মানুষ জানেনা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দেহী-অভিমানী হওয়া শেখাচ্ছেন। অন্য কোনো সংসঙ্গে এমন বলা হয় না যে তোমাদের আত্মাতে সম্পূর্ণ পার্ট নিহিত আছে। আত্মা একটি দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে পার্ট প্লে করে। আত্মা কান দিয়ে শোনে। এবারে তোমাদের সেক্স রিয়লাইজেশন করানো হয়েছে। আমরা হলাম আত্মা, আমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। আত্মার এই সময়েই নিশ্চয় হয়। ফলে দেহ অভিমান শেষ হয়। এটা হলই প্রথম অবগুণ। দেহ-অভিমান আসলেই অন্য সব বিকার উৎপন্ন হয়। তাই এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা, আমরা আত্মারা, তোমার কাছে এলাম বলে। আমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি। ড্রামা এখন সম্পূর্ণ। এবারে আমাদের নতুন জন্ম লাভ হবে। খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত তাইনা। সর্প যেরকম খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করে। সন্ধ্যাসী এই দৃষ্টান্ত দিতে পারেনা। এখানেও তোমরা নতুন খোলস অর্থাৎ দেহ ধারণ করার পূর্বে পুরানো দেহ ত্যাগ কর। আর সেখানে (স্বর্গে) আপনা থেকেই পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন ধারণ কর। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা এই পুরানো দেহ ত্যাগ করে নিজ ধামে ফিরব। তারপরে স্বর্গে এসে সময় অনুসারে পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে থাকবো। সর্প অনেক বার খোলস ত্যাগ করে। তোমাদের এখানে প্র্যাক্টিস করানো হয়। এটা হল ৮৪ জন্মের জীর্ণ খোলস, যাকে শ্যাম বর্ণ বলা হয়। দেহ টি শ্যাম বর্ণ তাই আত্মাও হয়েছে শ্যাম বর্ণ। সোনা ২৪ ক্যারেট হলে অলংকারও সেরকম তৈরি হয়। পূর্বে সোনায়ে কিছু মেশানোর নিয়ম ছিল না। খাঁটি সোনা চলতো। এইসব গিনি সোনা ইত্যাদি বিলায়েত থেকে এসেছে। বিলায়েতে খাঁটি স্বর্ণ মোহর তৈরি হয়না, এখানেই খাঁটি স্বর্ণ মোহর প্রচলনে ছিল। এখন তো সবই হয়েছে দামী। সোনায়ে খাদ মেশানো হয়। তোমাদের হৃদয়ে গুপ্ত খুশি আছে যে আমরা তো সেখানে গিয়ে সোনার মহল তৈরি করব। যেমন এখানে পাথরের দেওয়াল, সেখানে হবে সোনার দেওয়াল। আমরা পারসবুদ্ধিতে পরিণত হই, ফলে মহল ইত্যাদিও সোনার তৈরি করি। পুরানো সব শেষ হয়ে যাবে। এই ড্রামাকে বড়ই যুক্তি সহকারে বুঝতে হবে। নতুন দুনিয়ায় সবকিছুই নতুন হয়। এইসব কতই সহজ কথা। আত্মা, এও যদি বুঝতে না পারো তবে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ কর, তাই এত সূক্ষ্ম মিহি কথা বাবা পরে বুঝিয়েছেন। শুরুতে খুবই সরল সহজ কথা শোনাতে। এমন কি বলা যাবে যে বাবা এইসব কথা আপনি প্রথমে কেন বলেননি যে আত্মা এত সূক্ষ্ম হয়। ড্রামা অনুযায়ী যা কিছু হচ্ছে, কল্প পূর্বেও যেমন বোঝানো হয়েছিল -- তেমনই বোঝানো হচ্ছে। মানুষ এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছে। কল্প পরেই আবার এইরূপ বোঝাচ্ছেন। তবুও এভাবেই বোঝাবেন। অনেক বাচ্চারা সাধারণ রূপ দেখে সংশয় অনুভব

করে, উল্টো কথা বলে দেয়। ভালো বাচ্চাদেরও মায়া চড় মেরে দেয়। ভাবে -- যা কিছু হল সম্পূর্ণটাই নিরাকার । সেটি ঠিক কথাই। নিরাকার না হলে তোমরাই বা কোথায় থাকতে আর আমিই বা কোথায়! কিন্তু নিরাকারের রথ তো নিশ্চয়ই চাই, তাইনা। রথ না হলে কিভাবে কী করবেন, শিববাবা কি করবেন ? রথে আসবেন তবেই তো তোমরা ঔঁনার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। "তোমার কাছেই শুনি , তোমার সাথেই বসি" । তাই রথ তো লাগবেই। আচ্ছা সাকার ছাড়া নিরাকারকে স্মরণ করে দেখাও। তোমরা জ্ঞান কি প্রেরণা দ্বারা প্রাপ্ত করবে ? তাহলে আমার (ব্রহ্মাবাবার) কাছে এসেছ কেন ? এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মাবাবা) বর্ষা তো শিববাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হবে। শিববাবা বলেন আমি এই সাধারণ দেহে বসে পড়াই। পড়াশোনা তো নিশ্চয়ই চাই তাইনা। অনেক ভালো বাচ্চাদেরও মাথা ঘুরে যায়। দু চারটে সেন্টার খুলে দিয়েই অহংকার এসে যায়। তখন উল্টো কথা বলতে থাকে। তারপর যখন বুদ্ধিতে আসে আমরা এই কাজটা ঠিক করিনি , তখন প্রায়শ্চিত্ত করে। বাবা বলেন আমি সাকার ছাড়া বোঝাব কিভাবে। এইসবে প্রেরণার কোনো কথাই নেই। আমি শিক্ষক রূপে বসি। দীন দরিদ্রদের জন্যে মাথা ঘামাই। দীন দরিদ্রদের দান করা উচিত। কোনো কথা বুঝতে না পারলে বলো আচ্ছা বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করে বলব কারন জ্ঞানের এখানে অনেক মার্জিন রয়েছে অর্থাৎ বাকি আছে। ভবিষ্যতে সব বুঝবে। দিন প্রতিদিন তোমরা নতুন নতুন পয়েন্ট শুনবে। তোমাদের একেবারেই নিরহঙ্কারী হয়ে থাকতে হবে। অহংকার আসলেই সমস্ত অপশিষ্ট বেরিয়ে আসে। অপশিষ্টের যেন বর্ষণ হয়। বলাও হয় রুদ্র যজ্ঞে অসুর দ্বারা অপশিষ্ট প্রক্ষেপিত হয় -- তারা ভাবে গোবর ইত্যাদি হবে হয়তো। সত্যিই এসব হল গোবর সম। ফালতু কথা বলা আরম্ভ করে দেয়। ক্রোধ ইত্যাদি করা একরকম গোবর প্রক্ষেপণ করাই বলা যায়। চলতে চলতে পরিস্থিতির গ্রহন লাগলে দূরত্ব এসে যায়। মায়া চড় মেরে একবারে সর্ব শক্তিহীন করে দেয়। উপার্জনে গ্রহণ তো লাগেই তাইনা। তবে বলা হয় আশ্চর্য হয়ে শোনে, সঙ্গদোষে নিজের জমা খাতা খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন খুব সাবধান থাকবে। "সঙ্গ তোলে , কুসংগ ডোবায়" বাবা একদম বারণ করে দেন। বড় লোকেদের শত্রুও অনেক থাকে। এখানে বিষ যুক্ত ভোজন না পেলে কামেশু ক্রোধেই হয়ে পড়ে। ব্যাস আমরা এনাকে শেষ করব। বাবা তো বলেন --- কাম বিকার হল তোমাদের শত্রু। তোমরা পবিত্র দেবী দেবতা ছিলে। এখন বলো আমরা পতিত দুঃখী হয়েছি। বাবা বলেন --- এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের থেকে বিদ্বান আসবেই। শুরু থেকে হয়ে এসেছে। মুখ্য কথা হলই পবিত্রতার। তোমরা ডেকেছ হে পতিত পাবন আসো। তাই এখন এসেছি --- পবিত্র করতে। তাহলে আবার কেন পতিত হতে চাইছো ? বিকার নিয়েই শুরু থেকেই ঝামেলা হয়েছে। কন্যা সন্তানরা বলে -- আমরা বাবার কাছে বর্ষা নেবই -- তাতে যা হয় হোক। বাবা কি করবেন ? মারবেন তো । লড়াই লাগলে কত মরে যায়। তোমাদের বাবা মারবেন না। হ্যাঁ, সহ্য নিশ্চয়ই করতে হয় , এতেই মহাবীর হতে হবে। শিবশক্তি স্বরূপের গায়ন রয়েছে তোমাদেরই। আদি দেবকে মহাবীর বলা হয়। কিন্তু অর্থ খোড়াই বুঝেছে। এখন তোমরা বুঝেছ যে মায়াকে পরাজিত করি এবং অন্যদেরও মায়াজিত করে দিই। দিলওয়ারা মন্দিরে জগৎ অশ্বাও বসে আছেন। কুর্কুরিতে কন্যারাও বসে আছে। মহাবীর বাচ্চারা সবাই হল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী । তোমাদের বুদ্ধিতে কত রহস্য আছে। হুবহু তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরের স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। গান্ধী জয়ন্তি পালন করা হয়। তিনি এই এই করেছেন, কবিগুরু এরকম ছিলেন , ভালো কাজ করেছেন। কত বিশাল জীবনী লেখা আছে। কত পুঁথি রয়েছে। এখানে তোমাদের বুদ্ধি-ই হল বিশাল পুঁথি। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত কালের রহস্য রয়েছে তোমার বুদ্ধিতে। বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয়। কারো বুদ্ধি বিশাল , কারো কম । ক্রম অনুসারে আছে কিনা। এই হল নতুন জ্ঞান, যে জ্ঞান

কেবল বাবা-ই শোনাতে পারেন। এই বাবার কাছে সমর্পিত হলে বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক করে দেন। অসীমের পিতা পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে এসে বাচ্চাদের জন্যে কত পরিশ্রম করেন। সুতরাং বাচ্চাদেরও সমর্পিত হতে হবে। উনি - শিববাবা হলেন নিরাকার, দাতা হলেন কিনা। বাচ্চারা বলে, শিববাবা আমরা আপনাকে অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছি, ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে। আমি হলাম নিরাকার, নিশ্চয়ই ব্রহ্মা দ্বারা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করব। ব্রহ্মাকে ডাইরেকশন দিয়ে থাকি -- তোমাদের জন্যে তৈরি করবে। আমি তো এসেছি অল্প সময়ের জন্য, তারপর নির্বাণ ধামে ফিরে যাব। বাবা তোমাদের কতখানি স্নেহের সাথে বসে বোঝাচ্ছেন -- কত সহজ কথা, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র পিতাকে স্মরণ কর। চাইলে স্বরাজ্য নাও, চাইলে প্রজা পদ নাও। তোমাদের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করছে। এক এক জন রাজা রানীর কাছে লাখে লাখে প্রজা আসে। এই জ্ঞান তো অনেকেই শুনবে। নিজ সমান তৈরি করার পরিশ্রম করতে হবে। পবিত্র এখানেই হতে হবে। তোমরা জানো পতিত পাবন পিতা এসেছেন। কল্প পূর্বের মতন এসে আমাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা রাজত্ব দিয়েছিলেন, রাবণ কেড়ে নিয়েছে। কিভাবে পরাজয় হয়েছে, আবার কিভাবে বিজয় লাভ হবে -- এই সবই বুদ্ধিতে আছে। অনেক বাচ্চারা ভুলে জসি। মায়া নাক দিয়ে ধরে নেয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি লাভ হয় পরক্ষণে জীবন বন্ধনে আটকে যায়। দেরি লাগেনা। বাবা বলেন বাচ্চারা খুব সাবধান। তোমরা রূপ-বসন্ত স্বরূপে সর্বদা মুখ থেকে রক্ত রূপী কথা বলবে। কু কথা শোনাও উচিত নয়। ভেবে নিও এই হল আমাদের শত্রু। জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কথা শোনাও খারাপ। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের কে মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রথম অবগুণ হল দেহ অভিমানের, সেই অবগুণ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ দেহী অভিমানী হতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান ধন যা বাবার কাছে প্রাপ্ত হচ্ছে, সেসব দান করতে হবে। বাবা সম নিরহঙ্কারী হতে হবে। মুখ দিয়ে রক্ত রূপী বোল বলতে হবে। কু কথা শুনবেনা।

বরদান :- সর্ব খাজানা জমা করে রুহানি নেশায় মত্ত সদা নিশ্চিত্ত বাদশাহ (বেফিকর বাদশাহ) হও ।

ব্যাখ্যা: বাপদাদা সকল বাচ্চাদের অফুরন্ত খাজানায় ভরপুর করেছেন। যে আত্মা নিজের খাজানা যেরকম জমা করেছে তার চলন ও চেহারায়ে তেমন রুহানি নেশা দেখা যায়, জমা করার রুহানী নেশা অনুভব হয়। যার যত রুহানি নেশা থাকে তার প্রতিটি কর্মে সদা নিশ্চিত্ত বাদশাহীর চমক দেখা দেয় কারণ যেখানে নেশা থাকে সেখানে কোনো চিন্তা থাকেনা। যে এমন সদা নিশ্চিত্ত হয় সে সদা প্রসন্নচিত্ত হয়।

স্লোগান - জ্ঞানী আত্মা হল সে, যে জ্ঞান নৃত্যের সঙ্গে সংস্কার মিলনের নৃত্য করতে জানে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যত সময় পাও প্রকৃত কামাই করো, চলতে ফিরতে, কর্ম করতে করতে বাবার স্মরণে থাকাই হলো প্রকৃত রোজগারের আধার, এতে কোনো পরিশ্রম নেই।"

প্রশ্ন :- যেই বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের পরাকারী থাকবে তাদের চিহ্ন বলা ?

উত্তর :- যার মধ্যে জ্ঞানের পরাকারী থাকবে তার সব কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে। চঞ্চলতা সমাপ্ত হয়ে যাবে। অবস্থা একরস হয়ে যাবে। তাদের ব্যবহারও সুন্দর হতে থাকবে।

প্রশ্ন :- বুদ্ধিতে যদি শিববাবার যথার্থ স্মরণ না থাকে তাহলে তার রেজাল্ট কি হবে ?

উত্তর :- তখন কোনো না কোনো বিকর্ম অবশ্যই হয়ে যাবে। বুদ্ধিও এমন কাজ করবে না যে বুঝতে পারে, আমাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। বাবার নির্দেশ না মানার কারণে ধোকা খেতে থাকবে।

গীত :- অবশেষে সেই দিন এলো আজ.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের এই খাতির হয়ে গেছে যে বেহদের বাবা এসেছেন। কৃষ্ণকে বেহদের বাবা বলবে না। এই গীত তো এখানে যারা নাটক করে তারা বানিয়েছে। মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণের জন্য বলা হয়। বাবা বলেন, আমি তো তা হই না, বাচ্চারা তোমাদের পরিণত করি। তাই এই গানের থেকেও কিছু না কিছু ভালো অর্থ বের হয়। বেহদের বাবা অবশ্যই গরীবের ভগবান, যে ভারতকে তিনি বিত্তবান বানান, সেই ভারত এখন গরীব হয়ে গেছে। ভারতেই তাঁর জন্ম হয়, আর কোথাও তাঁর জন্মের গায়ন নেই। যদিও অনেকেই পূজো করে বা যে কোনো জাতির মধ্যে এই চিত্র আছে, কিন্তু জন্ম তো এখানেই হয়, তাই না। যেমন ক্রাইস্টের জন্ম অন্য কোথাও হয়েছিলো কিন্তু ছবি তো এখানেও আছে। তাই ভারতকে গড ফাদারের জন্মভূমি বলা হবে। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। তারা তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। আগে তোমরাও তা জানতে না। এখন তোমরা জানো, এই ভারত পতিত - পাবন, পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি। মানুষ ভাবে যে পরমাত্মা জন্ম - মরণের উর্ধ্বে। হ্যাঁ, মরণ থেকে অবশ্যই আলাদা বা পৃথক কেননা তাঁর তো নিজের শরীর নেই। বাকি জন্ম তো হয়ই। বাবা বলেন, আমি এসেছি, আমার জন্ম হলো দিব্য, অন্য মানুষরা তো গর্ভে প্রবেশ করে জন্ম নেয় আর ছোটো থেকে বড় হয়। আমি এমন হই না। হ্যাঁ, কৃষ্ণ তো মায়ে গর্ভেই জন্ম নেয়। ছোটো থেকে বড়ও হয়। প্রতি আত্মাই তার মায়ে গর্ভে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করে। এ হলো মনুষ্য মাত্রেরই কথা। মানুষই কাঙ্গাল আবার মানুষই মুকুটধারী হয়। ভারত সত্যযুগে ডবল মুকুটধারী ছিলো। পবিত্রতার নিদর্শন থাকে। পবিত্রতার মুকুট আর রতন জরির মুকুট তো ছিলো, তাই না। পবিত্রতা চলে যাওয়ার পরে একটিমাত্র মুকুট থাকে। একদিন তোমরা এই বিশ্বের মালিক ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে একটি মুকুট চলে গেছে। তখন এক মুকুট ধারী হয়েছো। এ হলো জ্ঞানের কথা। পূজ্য থেকে পূজারী হওয়ার কারণে একটি মুকুট হারিয়ে গেছে। রাজারা পতিত হয়ে যায় আর অতীতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীর যে পবিত্র রাজারা থাকে তাঁদের চিত্রের পূজো করতে থাকে। যাঁরা পবিত্র, পূজ্য ছিলো তারাই আবার পূজারী হয়ে গেছে। এঁদেরই ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয়। যে ভারত কাল পূজ্য ছিলো, আজ তা এখন পূজারী হয়েছো। আবার এই পূজারী গরীব থেকে পূজ্য বিত্তবান হতে হবে। এখন তো

ভারত কত গরীব । কোথায় সেখানে স্বর্গের মহল ছিলো, মন্দিরেও কত হীরে জহরত লাগানো ছিলো । তাই তোমাদের এই মহল তো আরো সুন্দর করে নির্মাণ করতে হবে । এখন তো তোমরা কত গরীব । এখন তোমরা আবার গরীব থেকে পূজ্য বিত্তবান হতে চলেছো । বাচ্চারা, তোমাদেরই পুরুষার্থ করতে হবে । রোজই যুক্তি বলে দেওয়া হয় । যত সময় পাও, এই স্মরণের কামাই করতে হবে । এমন অনেক কাজ আছে যেখানে বুদ্ধি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই । কিছু কাজে আবার বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় । তাই যখনই সময় পাও বা ঘুরতে ফিরতে যাও, বাবার স্মরণে থাকো । এই কামাই অনেক করতে হবে । এই হলো প্রকৃত কামাই । বাকি হলো অল্পকালের জন্য মিথ্যা কামাই । এই শিক্ষা তোমরা বাচ্চারা এখনই পাও ।

তোমরা জানো যে আমাদের বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে, এতে কোনো পরিশ্রম নেই । এখানে ঘর বাড়িও ত্যাগ করতে হয় না । কেবল বলা হয়, বাচ্চারা বিকারে যেও না । এই বিষয়েই বেশীরভাগ সময় ঝগড়া চলতে থাকে । আর সত্যযুগে এমন ঝগড়া খোড়াই হয় । ওখানে যা শোনানো হয় তাই সত্যি সত্যি করে চলে যায় । ঝগড়া এখানেই হয় । এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন অবশ্যই হবে । অবলাদের উপরও অত্যাচার হয় । যেমন দ্রৌপদীকে দেখানো হয় যে -
- তিনি ডাকছেন, বাবা এরা আমাকে বস্ত্রহীন করছে, এদের থেকে বাঁচাও । বাবার তো এই জ্ঞান আছে যে কখনোই নগ্ন হওয়া উচিত নয় । যখন একরস অবস্থা প্রাপ্ত হবে, তখনই সব কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো না কোনো চঞ্চলতা চলতেই থাকবে । যতক্ষণ যতক্ষণ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা থাকবে ততক্ষণ বুদ্ধিতে এই খেয়াল থাকবে যে আমাদের সহযোগী হয়ে থাকতে হবে । বিলেতে অনেক বয়স্ক বাণপ্রস্তু থাকে । তারা ভাবে যে সম্মান নেই, পরে কে তাদের সম্পত্তির মালিক হবে, তাই পরে কাউকে সঙ্গী বানিয়ে নেয় । তারপর তাদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে চলে যায় । তোমরা তো কাগজ পড় না, কাগজে এমন খবর অনেক আসে । বাচ্চারা, তোমাদের ওইসব পড়ার দরকার নেই । বাবা তো বলেন, কিছুই যদি না পড়, তাহলে আরো ভালো । যা কিছু পড়েছ, সব ভুলে যাও । বাবা আমাদের এমন পড়ান যে আমরা প্রকৃত কামাই করে এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাই । বাবা বলেন যে কোনো খারাপ কথা শুনবে না কোনো খারাপ জিনিস দেখবে না এ তোমাদেরই জন্য । এখন তোমরা বাচ্চারা মন্দিরের যোগ্য তৈরী হচ্ছে । তোমরা যখন জ্ঞানের সাগর বাবাকে পেয়েছো তখন তোমাদের তাঁর কথাই শুনতে হবে । অন্যের কথা তোমাদের শোনার দরকার কি ? মানুষ শিক্ষক বা গুরুর কাছে গেলে তারা কি কখনো এমন বলে যে, কাম বিকারে যেও না । তারা তো পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেয়ই না । কারোর বৈরাগ্য এলে তারা বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায় । বাবা যিনি শিবাচার্য, তিনি জ্ঞানের কলস মায়েদের মাথায় রাখেন । বাকি এই পতিত দুনিয়ায় লক্ষ্মী কোথা থেকে আসবে । লক্ষ্মী - নারায়ণ তো সত্য যুগেই হয়, তাই না । এখন শিববাবা এনার দ্বারা তোমাদের বসে বোঝাচ্ছেন । শিবাচার্য উবাচঃ ব্রহ্মা মুখের দ্বারা -- তোমরা বরাবর স্বর্গের দ্বার খোলো তাহলে অবশ্যই তোমরা সেই স্বর্গের মালিক হবে । স্বর্গের দ্বার খোলো আর স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করো । তোমাদের পুরুষার্থই হলো নরকবাসী মানুষদের স্বর্গবাসী বানানো । বাবাও তো এই সেবাই করেন -- পতিত থেকে পবিত্র করা ... তোমাদেরও এই কাজ আর বাবারও এই কাজ । আমাদের স্বর্গবাসী বানাও । স্বর্গের চাহিদা তো সকলেরই আছে । কেউ মারা গেলে মানুষ বলে যে অমুকে স্বর্গবাসী হলেন । তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে উনি যখন স্বর্গেই গেছেন তখন এই নরকে ব্রাহ্মণদের ডেকে খাওয়াও কেন । তাহলে তো এ অজ্ঞানের অন্ধকার হলো । তোমরা এখান থেকে সূক্ষ্ম বতনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াও কারণ তোমরা জানো যে এ হলো পবিত্র ভোজন । যারা মারা যায়

তারা খোড়াই পবিত্র ভোজন পায় । বলে যে, বাবা আমুকের ভোগ লাগাও - সে যেন পবিত্র ভোজন পায় । গায়ন আছে দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজন পছন্দ করে । বরাবর তোমাদের আসর সূক্ষ্ম বতনেই বসে । এমন নয় যে ধ্যান খুবই ভালো । না, যোগকে ধ্যান বলা হয় না বা ধ্যানকে যোগ বলা হয় না । বাবা বলেন যে আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বৈকুণ্ঠে গিয়ে রাস বিলাস করে, সে কোনো কামাই নয় । মুরলী তো শুনতে পারে না । এই যোগ ইত্যাদি তো এই নাটকের নিয়ম অনুসারে এক রীতি রেওয়াজ । মানুষের রীতি রেওয়াজ আর সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের রীতি রেওয়াজে রাত দিনের ফারাক । তোমরা এখান থেকে সূক্ষ্ম - বতনে গিয়ে থাওয়াও । এই বিষয় যতক্ষণ না নতুনরা বুঝতে পারবে ততক্ষণ সংশয় উঠতে থাকবে । তোমরা যখন বলো নাটকের নিয়ম অনুযায়ী এর ভাগ্যে নেই তখন সংশয় হয় আর তারা চলে যায় । কোনো চিন্তার কথা নয়, ওদের ভাগ্যে নেই । প্রথম কথাই ভুলে যায় যে আমাদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । যে কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়ে । আরে, আমাদের কাজ তো এই আশীর্বাদী বর্ষার সাথে । এই পড়া তাহলে কেন ছাড়বো । মুরলী তো শুনতেই হবে, তাই না । নিরাকার বাবা তোমাদের নির্দেশ কেমন করে দেবেন, তাঁর তো অবশ্যই মুখের প্রয়োজন । ব্রহ্মা মুখের দ্বারা অথবা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের থেকেই তো শুনতে হবে । কেউ আবার বাইরে দূরেও চলে যায় । সেখানে মুরলীও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে বাবা বলেন, চিন্তার কিছু নেই । তোমরা বাবার স্মরণে থাকো আর স্বদর্শন চক্রে ঘোরাতে থাকো । এ হলো বাবারই শ্রীমত যা তোমরা পেয়েছো । যেখানেই থাকো তোমরা লড়াইয়ের ময়দানে আছে ।

বাবা মিলিটারীর লোকেদেরও বোঝান যে তোমাদের ওই কাজ তো করতেই হবে, এ তো তোমাদের কাজ । শহরকেও রক্ষা করতে হবে । তোমরা সেলারিও নিয়ে থাকো আর যেহেতু তোমরা চুক্তিবদ্ধ তাই তোমাদের দেশের রক্ষা তো করতেই হবে । তোমাদের বুদ্ধিতে লক্ষ্য তো আছেই । বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি বলেন যে বাচ্চারা, তোমরা যদি আমার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । শিববাবাকে স্মরণে রেখে যদি তোমরা থাও, তাহলে যে কোনো খাবার পবিত্র হয়ে যাবে । যতটা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে । নানা অসুবিধার সময়েও বাবাকে স্মরণ করে থাও । এতেই তো পরিশ্রম । জ্ঞানকে যুদ্ধ বলা হয় না, বাবাকে স্মরণ করতেই যুদ্ধ হয় । আর এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হয় । তখন মায়ার চড় লাগবে না । দেহ - অভিমানীও হবে না । তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো । তোমরা শরীরকে স্মরণ করো, আত্মাকে ভুলে গেছো । তাই জিপ্তেস করা হয়, আত্মার বাবা কে, তাকে কি তোমরা জানো ? তাঁর নাম, রূপ, দেশ এবং কাল লেখো । তাতেও এক একজন বিভিন্ন রকম লিখতে থাকে । কেউ লেখে আত্মার বাবা হনুমান, কেউ আবার অন্যকিছু লেখে, মানুষ কত অজ্ঞান । তখন আবার বোঝানো হয় আত্মা তো নিরাকার । তোমাদের গুরু তো সাকার । নিরাকারের বাবা সাকার কেমন করে হবে । এই বোঝানোর ওপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে আর সাথে ব্যবহারও সুন্দর হওয়া চাই । অনেকেই ভালো ভালো কথা বলে । অন্যের এই তীর খুব ভালোভাবে লেগে যায় । কিন্তু নিজেদের এই ব্যবহার ভালো না হওয়ার কারণে উল্লভি হয় না । স্মরণ খুব ভালো হওয়া চাই । কেউ কেউ তো জ্ঞান খুব ভালো করে শোনাতে পারে, কিন্তু যোগ কিছুই করে না । এমন নয় যে যোগ ছাড়া জ্ঞানের ধারণা কিছুই হয় না । ধারণা তো হয়েই যায় । ভাবো, কাউকে হিস্তি - জিওগ্রাফী শোনালে, সেই কথা তো চট করে বুদ্ধিতে বসে যায় । বাবার স্মরণ কিছুই বুদ্ধিতে থাকে না । মাংস - মদও খেতে থাকে । এ তো এক কাহিনী যা মনে পড়া খুবই সহজ । হিস্তি - জিওগ্রাফী তো বুদ্ধিতে এসেই যায় । এ কথা স্মরণেরই নয় ।

পবিত্রতারও কথা নয়। এমন অনেকেই আছে। শিববাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্ম তো বিনাশ হবে না। আরো বেশী করে বিকর্ম করতে থাকে। এ যে বিকর্ম তাই বুদ্ধিতে আসে না। বাবার আদেশ না মানা, এ তো বড় পাপ। শিববাবার নির্দেশ হলো - এই করো। তাঁর নির্দেশ না মানলে অনেক বড় ধোকা খেয়ে যাবে। বাকি হিস্তি - জিওগ্রাফি শোনানো তো খুবই সহজ। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা স্কুলে গিয়েও বোঝাতে পারো। এ তোমরা হদের হিস্তি - জিওগ্রাফী পড়ছো। বেহদ সম্বন্ধে তো তোমরা পড়াশোনা করো না। তোমরা বলো যে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য কোথায় গেলো? সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য যা চলেছিলো, তা আবার কোথায় গেলো? তাঁদের রাজ্য কে ছিনিয়ে নিলো? কারা পড়াশোনা করেছিলো? তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই চক্র কিভাবে ঘোরে। এই কথা যাকেই বোঝাও না কেন ৭ দিনেই বুদ্ধিতে এসে যাবে। কিন্তু ব্যবহারই ঠিক নেই। এমন নয় যে বিকারে গেলেই হিস্তি - জিওগ্রাফী সব ভুলে যাবে। সমস্ত বিষয় যোগেই মুখ্য। আর এই যোগেই মায়া ধোকা দেয়। তোমাদের এখানেই সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। কোনো প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে পারো না। মায়া তো খুবই প্রবল। বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ করো না তাই বিকর্মও বিনাশ হয় না আরো ডবল বিকর্ম করতে থাকো। তারা জানতেও পারে না আর বললেও বোঝে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা গরীবের ভগবান, তিনি দয়ালু। প্রধানত বাচ্চারা তোমাদের আর বাকি সবাইকে বাবা বোঝাতে থাকেন। আমরাই বিশেষ করে সুখধামে যাই। বাকি সবাই সাধারণত মুক্তিধামে যায়। সত্যযুগে বরাবর এই লক্ষ্মী - নারায়ণেরই রাজত্ব ছিলো -- তারপর চন্দ্রবংশী, তার ও পরে ইসলামী, বৌদ্ধ ইত্যাদি এসেছিলো তাই আদি সনাতন ধর্ম হারিয়ে গেছে। কলকাতায় বটের ঝাড় দেখো, কোনো গোড়াই নেই অথচ সম্পূর্ণ ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। এও তেমনই। আবার নতুন করে স্থাপনা হচ্ছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন করে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাবা এবং বর্সাকে স্মরণ করতে হবে।

২) এক বাবার থেকেই শুনতে হবে, বাকি যা পড়েছ সব ভুলে যেতে হবে। খারাপ জিনিস শুনবে না, খারাপ জিনিস দেখবে না, কোনো খারাপ কথা বলবে না।

বরদান :- কি, কেন, এমন বা অমন এমন সমস্ত প্রশ্নের উর্ধ্বে উঠে সদা প্রসন্নচিত্ত হও।

যে প্রসন্নচিত্ত আত্মা সে নিজের সম্বন্ধে বা সর্ব সম্বন্ধে, প্রকৃতির সম্বন্ধে, যে কোনো সময়, যে কোনো বিষয়ে সংকল্প মাত্রেও প্রশ্ন তুলবে না। এটা এমন কেন বা এ কি হচ্ছে, এমনও কি হয়? প্রসন্নচিত্ত আত্মাদের সংকল্পে সব কর্ম করার সময়, দেখা বা শোনার সময় বা চিন্তা করার সময় এই কথাই থাকে যে যা হচ্ছে তা আমার জন্য ভালো আর সবসময় ভালোই হবে। তারা কখনোই কি, কেন, এমন বা অমন এইসব প্রশ্নের বিভ্রান্তিতে যায় না।

স্লোগান :- নিজেকে অতিথি মনে করে কর্ম করতে পারলে মহান আর মহিমা যোগ্য হতে পারবে
।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দ্বারা তোমাদের রাইট পথ অর্থাৎ সঠিক রাস্তা দেখানো হয়েছে, এইজন্য কোনরকম ভুল কর্ম বা বিকর্ম করোনা"

প্রশ্নঃ - এই সময় মানুষ যা সঞ্চল করে সেটাই পাপযুক্ত (বিকল্প) হয়ে যায়, কেন ?

উত্তরঃ - কারণ তাদের বুদ্ধিতে কোনটা রাইট আর কোনটা রং (ঠিকভুলের) সেটা বুঝতে পারেনা । মায়া তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে তালা লাগিয়ে দিয়েছে । বাবা যতক্ষণ না এসে প্রকৃত পরিচয় দেন ততক্ষণ তাদের সব সঞ্চল পাপযোগ হয়ে যায় । মায়ার রাজ্যে যদিও তারা ভগবানকে স্মরণের সঞ্চল করে, তবুও তাদের সঞ্চল রং অর্থাৎ ভুল হয়ে যায়, ভগবানের পরিচয় যথার্থভাবে না জানার জন্য । এই সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে ।

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি ! মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনেছে । গীতের যথার্থ অর্থ তোমাদের বুদ্ধিতে এসে গেছে । যারা এই গীত গাইছে তারা জানেনা এর অর্থ কি ! এর প্র্যাকটিক্যাল অর্থ তোমরা জানো এবং বাবা, যিনি সহায় হয়ে তোমাদের সমুখে আছেন, তাঁর দ্বারা উদ্ধৃত হয়ে পুরুষার্থও তোমরা করছ । তিনি তখনই সহায় হন, যখন অনেক দুঃখের উপস্থিতি হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো, তিনি মানুষ মাত্রেরই গুপ্ত সহায়ক অর্থাৎ যারা এখন এই পুরানো দুনিয়ায় আছে তাদের সকলের তিনি সহায় । অনেক প্রজাতি যেমন আছে, অনেক রকমের জানোয়ারও আছে । সত্যযুগে কোনও অশুদ্ধ জিনিস বা অশুচি জানোয়ার ইত্যাদি হবেনা । এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । বিত্তবান মানুষের কাছে নিশ্চয়ই উচ্চমানের ঘরবাড়ি এবং ফার্নিচার ইত্যাদি থাকবে । গরীবের কাছে কি হবে, তা তোমরা বুঝতে পারো । বর্তমানে, সমগ্র পুরানো দুনিয়া রাবণরাজ্য এবং পোকামাকড়, সর্প, অন্যান্য সরীসৃপ ইত্যাদি ক্ষতি করে । মানুষ যেমন তমোপ্রধান হয়ে যায়, তেমন তাদের জিনিষপাতিও তমোপ্রধান হয়ে যায় । যদিও মানুষ চল্লিশ তলা উঁচু মহল বানায়, তবুও স্বর্গের তুলনায় সেইগুলো কিছুই না । যা কিছু তৈরি হচ্ছে সেইসবই ধ্বংস হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা এসেছেন । একদম প্রথমে বাবা আস্বা এবং পরমাস্বার প্রভেদ বোঝান । মানুষ না জানে আস্বাকে আর না জানে পরমাস্বাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ, আস্বা - পরমাস্বার রূপ কি ! তারা মন্দিরে মন্দিরে পূজা করে । বেনারসে অনেক বড় শিবলিঙ্গ আছে যেখানে সবাই পূজা করে । এমনকি তারা বলেও, আস্বা স্টার, ব্রুকুটির মাঝে বিরাজমান । ব্রুকুটির মাঝে যদি বড় জিনিস কিছু থাকতো তবে তো টিউমার হয়ে যেতো । এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে । পরমাস্বাও স্টার, কিন্তু তোমরা ভুলে যাও । শিববাবাকে যখন স্মরণ করো, তোমাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত যে বাবা স্টার এবং সারা জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে । তিনি সৎ এবং চৈতন্য । তাঁর মধ্যে বুদ্ধিও আছে । মন এবং বুদ্ধি দুটোই আলাদা জিনিস । মনের মধ্যে তুফান ছোটে । সত্যযুগে কোনও তুফান ইত্যাদি আসেনা । এখানে মানুষের সাধারণ আর পাপজনক সঞ্চল চলে । এই সময় মানুষ যাকিছু সঞ্চল করে তাই পাপযোগ হয়ে যায় । এই বিষয়গুলো খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে । শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করা খুব সহজ । সূক্ষ্ম এই বিষয়গুলো তোমাদের বোঝানো হয়েছে । আস্বা কত সূক্ষ্ম, যে সত্য এবং চৈতন্য । যখন কোনও আস্বা গর্ভে প্রবেশ করে, তখনই নড়তে শুরু করে । বাস্তবে পাঁচ তন্ত্রও চৈতন্য, যার কারণে জিনিসগুলো বাড়তে পারে । যতই হোক,

সেইসবের মন-বুদ্ধি নেই এবং সংকল্প ইত্যাদিরও কোনও প্রশ্ন নেই। গর্ভে দেহ বাড়তে থাকে। ঝাড় যেমন বাড়তে থাকে তেমন দেহও বাড়তে থাকে, কিন্তু এর মধ্যে জ্ঞান নেই। জ্ঞান আর ভক্তি মানুষের জন্য। আত্মাই ভক্তি করে আবার আত্মাই জ্ঞান শোনে। আত্মাতে মন-বুদ্ধি আছে, আর আছে শুভ- অশুভ সংকল্প, যা প্রথমে মনে উত্পন্ন হয় তারপরে বুদ্ধি সিদ্ধান্ত নেয় সেই সংকল্প পালন করবে কি করবেনা। যতক্ষণ না বাবা আসেন ততক্ষণ আত্মা যে সংকল্প করে তা পাপযোগ (বিকল্প) হয়ে যায়। যদিও তারা ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু একমাত্র তোমরাই বুঝতে পারো তাদের স্মরণ কোথায় রাইট বা রং। আলোকতত্ত্ব ভগবান নয়। ঈশ্বরকে স্মরণ করার সংকল্প মানুষ করে এবং তাদের বুদ্ধিও বলে যে সেটা রাইট, কিন্তু মায়া রাজ্য হওয়ায় বুদ্ধির তালা বন্ধ। মানুষ যে ভক্তি করে সেটা রং। তারা কৃষ্ণকে ভক্তি করে, কিন্তু সঠিকভাবে তাঁকে চিনতে পারেনা। তারা যাকিছু করে সেটা আনরাইটিয়াস অর্থাৎ বিধিপূর্বক করেনা। এখন বাবা দ্বারা বুদ্ধির আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে। রং কর্ম করতে তোমাদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিকর্ম করা নিষেধ। বুদ্ধি বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। বুদ্ধি এখন রাইট পথ খুঁজে পেয়েছে। তোমরা এখন সব বিষয়ের প্রকৃত বোধশক্তি লাভ করেছ। আগে যা কিছু করতে, রং করতে। তোমরা যে ভক্তি করেছ সেটাও বিধিসম্মত (আনরাইটিয়াস ছিলনা। শিবের ভক্তিতে তারা বড় লিপ্স বানায়, কিন্তু শিববাবার আকার তো অত বড়ই নয়। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তোমরা বুঝতে পারো সেই সবকিছু আনরাইটিয়াস। এই দুনিয়া মিথ্যা। সত্যযুগ সত্য দুনিয়া। এটার স্থাপনা কে করেছেন? একমাত্র, এক বাবাকেই টুথ বলা যায়। তিনি তোমাদের সবকিছু সত্য বলেন। তিনি সত্য বলেন এবং সত্যত্বও স্থাপন করেন। এই বিষয় অতি গভীর; বিশদভাবে এর বর্ণনা কেউ বুঝতে পারেনা।

তোমাদের অনেক গভীরে যেতে হবে! বাবা বলেন, যদি তোমরা এই সকল বিষয় ধারণ করতে অসমর্থ হও, শুধুমাত্র বাবাকে এবং উত্তরাধিকার স্মরণ করো আর দুঃখধামকে ভুলে যাও। মানুষ যখন নতুন বাড়ী বানায় তখন তাঁর বুদ্ধিযোগ পুরানো বাড়ী থেকে সরে নতুনের সাথে জুড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে পুরানো বাড়ী তো চূর্ণ হয়েই যাবে। এইসব ব্যাপার বেহদের। তোমাদের দেহসমেত সবকিছু ছাড়তে হবে। এই দেহ তো তোমার সাথে যাবেনা! একমাত্র আত্মাই বাবার কাছে ফিরে যাবে। বাবা বলেন, আমি যেমন -যেরকম, সেইভাবে আমাকে স্মরণ করো এবং তোমাদের অর্থাৎ সব আত্মার মধ্যে কিভাবে তার পার্ট লিপিবদ্ধ হয়েছে! চুরাশি জন্মের পার্ট এত ছোট আত্মার মধ্যে লিখিত আছে! চুরাশি লাখ জন্মের পার্ট তো অসম্ভব। বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন বলে বুঝেছ যে সেইসব রং। কত ছোট আত্মায় তার চুরাশি জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে, বাবা সেটাকে রাইট বলেন। বাবা বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন। তিনি নলেজফুল। তারা বলে, অমুক-অমুকে আই.সী.এস পড়েছে। আত্মাই পড়ে তার অরগ্যান্স দ্বারা। যদিও কেউ কেউ ধনবান বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয় তবুও সে অসুস্থ হতে পারে, তাই না! এইরকম নয় যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলে আয়ুও বড় হবে। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যত পাপ করে, গরীব তত করেনা। এই দুনিয়ায় শুধু পাপই পাপ! এটা পাপ আত্মাদের দুনিয়া। তাদের করা সবকিছুই পাপ। তারা যে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সেও তো পতিতকেই খাওয়ানো হয়, তাই না! পতিতকে খাওয়ানোতে কোনও পুণ্য হয়না। এখন রিয়ালিটিতে অর্থাৎ কার্যতঃ তোমরা পবিত্র হচ্ছে। সল্যাসী যদিও পবিত্র তবুও তারা পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারেনা এবং পতিত দুনিয়াতেই তাদের পুনর্জন্ম নিতে হবে; সেক্ষেত্রে তোমরা পতিত দুনিয়ায় জন্ম নাও না। তারা ভাবে দুনিয়ার আয়ু অনেক বড়। যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ তো পুনর্জন্ম নিতেই হবে, কেউ এর থেকে নিস্তার পেতে পারেনা। এটা তোমাদের শেষ

জন্ম । তোমরা জানো যে তোমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছ । বাবা বসে বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে থাকাকালীন দেবতা ছিলে, তারপর ক্রমাগত পুনর্জন্ম নিয়েই আসছ । তোমরা তোমাদের পূর্ব জন্ম জাননা । এটা কোনও একজনকে পড়ানো হয়না, অনেকে পড়ে । বাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন । শূদ্র এই সমস্ত বিষয় বুঝবে না । প্রথমে সাতদিন এই সবকিছু তাদের বুঝিয়ে দাও, তবে তারা বুঝবে যে তারা শিববংশী, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । এই পড়া থেকে তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হও । এরা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী, সবাই ব্রহ্মাবাবার সন্তান । তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়ে থাকে । ব্রহ্মাকে সর্বদা অতি বৃদ্ধ দেখানো হয় । যেমন খৃষ্ট, খৃষ্টানেরাও বারবার পুনর্জন্ম নিয়ে আসছে । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড খৃষ্ট । কিন্তু শিববাবা তো নিরাকার । তোমরা তাঁকে শুধু বাবা বলা । তিনি নিরাকার এবং তাঁকে গড ফাদার বলা হয় । তাঁর কোনও ফাদার বা গুরু নেই, কারণ তিনিই সদ্গুরু । তাহলে, অন্য যে গুরুরা রয়েছে তারা কে ? তারা শরীরি তীর্থযাত্রায় যায় সেক্ষেত্রে আমরা রুহানী যাত্রা করি । এখানে কারও মৃত্যু হলে বলে, সে স্বর্গে চলে গেছে । কিন্তু এটা মিথ্যা কারণ তারা এখানেই ফিরে আসে । কেউ কেউ বলে অমুকে অক্ষয় জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেছে । আচ্ছা, বড় বড় সাধু- সন্তের মৃত্যু হলে যদি তারা অক্ষয় জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যায়, তবে তোমরা কেন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করো ? এটা তো খুব ভালো হবে, যদি জ্যোতি অক্ষয় জ্যোতিতে মিশে যায় ! কিন্তু তাদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ভোজন করানো, এইসব তো তবে মিথ্যা, তাই না ! যে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে তাকে নরকের ভোজন খাওয়াচ্ছ ! একেই বলা হয়ে থাকে আনরাইটিয়াস অর্থাৎ বিধিসম্মত নয় । তারা যা করে ভুল করে ।

মানুষের বুদ্ধি একদম তালাবন্ধ হয়ে গেছে । বাবা বলেন, আমি এসে তালা খুলি, কিন্তু মায়া এসে আবার তালা বন্ধ করে দেয় । তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তারা মনে করে, এই জ্ঞান পরম্পরা ধরে চলে আসছে । বেচারাদের কোন কিছুই জানা নেই । জ্ঞান আর ভক্তি, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত্রি, দুটোই ইকুয়াল (এক সমান) হওয়া উচিত, তাই না ! এইসব ব্যাপার বেহদের । বাবা এসে সবকিছু বুঝিয়ে দেন । বাবাকে জ্ঞান রঞ্জের সাগর বলা হয় । এক-এক রঞ্জের মূল্য লাখ লাখ টাকা । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, এতো কালকের ঘটনা । তোমাদের সব বুঝিয়ে রাজ্যভাগ্য দিয়ে গেছিলাম । তোমরা রাজত্ব করেছিলে তারপর খুইয়ে ফেলেছ । কাল তোমাদের রাজ্য ছিলো, কিন্তু আজ নেই । অতএব, আবারও একবার তোমাদের নিতে হবে । এটা আজ এবং আগামীকালের কথা । কাল ভারত স্বর্গ ছিলো । শিব জয়ন্তী ভারতে পালিত হয়, শিববাবা নিশ্চয়ই এসে থাকবেন । তিনি আবারও এসেছেন । তিনি তোমাদের রাজ্যভাগ্য দেন । এখন তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হচ্ছ । তোমরা অ্যাক্টররা বেহদ ড্রামার আদি-মধ্য -অন্ত জেনেছ অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী হয়েছ । বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো । আমাকে ভুলোনা । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি । তোমাদের যে নরকের মালিক বানায় তাকে তোমরা ভোলনা, আর আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে ভুলে যাও ! মায়া অবশ্যই তোমাদের ভুলিয়ে দেবে । যেমনই হোক, তোমরা স্মরণে থাকার চেষ্টা করো । আত্মাকে বাবা জ্ঞান দেন । আত্মার কাজ বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া । তোমাদের দেহ-অভিমান ছাড়তে হবে । বাচ্চারা, একমাত্র এক বাবাই তোমাদের পুরুষার্থ করান । এটা পাঠশালা, দর্শন করার কোনো ব্যাপার নেই । তোমাদের প্রিন্সিপালের দর্শন করতে হয় ? এই সবকিছুই বোঝার বিষয় । এটা রাজযোগ পাঠশালা, এখানে এসে বোঝো । প্রথমে তাদের এক বাবার পরিচয় দিতে হবে । যতক্ষণ না তারা এই বিষয়ে বুঝছে ততক্ষণ আর এগিও না । তাদের বাবার পরিচয় দেওয়ার পরে তাদের দিয়ে এটা লিখিয়ে নেওয়া উচিত । একবার যদি এই নিশ্চয়

হয়ে যায় যে, শিববাবার থেকে তাদের বেহদের উত্তরাধিকার লাভ হয়, তবে এমন বাবার সাথে মিলিত না হয়ে থাকতে পারবেনা। বলা হয় ত্রিমূর্তি শিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে শিব রচনা করেছেন। ব্রহ্মাকে অবশ্যই প্রজাপিতা বলা হবে। বিষ্ণু বা শংকরকে বলা হবেনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়। জগৎপিতা আর জগদম্বা পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। তাঁদের সন্তানরা তাঁদের উত্তরাধিকার হয়। অতএব, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলার কোনও অর্থই হয়না। বাবা ঐনার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করেছেন। বাবা ঐনার আত্মাকে পবিত্র বানান। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবা বুদ্ধির তালা খুলেছেন, এইজন্য তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও রং কর্ম কোরোনা। খেয়াল রাখো যেন কোনও সঙ্কল্প পাপযুক্ত না হয়।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এইজন্য এই দেহকেও ভুলে যেতে হবে। দুঃখধাম থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ- সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা অশুভকে শুভতে পরিবর্তনকারী শুভ ভাবনা সম্পন্ন ভব

যেমন সায়েন্সের সাধনের দ্বারা খারাপ জিনিসও পরিবর্তিত হয়ে ভালো জিনিস হতে পারে। এইভাবে তুমিও সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা যেকোনও খারাপ পরিস্থিতিতে বা খারাপ সম্বন্ধকে ভালোভাবে পরিবর্তন করো। এমন শুভ ভাবনাসম্পন্ন হয়ে যাও যে তোমার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা অন্য আত্মারাও খারাপকে পরিবর্তন করে ভালোভাবে ধারণ করতে পারে। নলেজ ফুলের হিসাবে রাইট আর রং এই দুটো জিনিসকে জানা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু নিজের মধ্যে কোনও খারাপ কিছু খারাপ রূপে ধারণ করা ভুল। এইজন্য যখন তুমি খারাপ কিছু দেখবে বা খারাপ কিছু জানবে, সেইসব কিছুকে ভালোভাবে পরিবর্তন করো।

স্লোগানঃ- সহনশীলতার গুণ ধারণ করতে পারলে কঠোর সংস্কারও শীতল হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রথমে এইটা নিশ্চয় কর যে আমি হলাম আত্মা। প্রবৃত্তিতে থেকেও নিজেকে শিববাবার সন্তান এবং পৌত্র মনে কর। এর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়।

প্রশ্ন:- তোমরা সবাই পুরুষার্থী বাচ্চারা কোন্‌ গুহ্য রহস্যকে ভালো ভাবে জানো?

উত্তর:- আমরা জানি যে এখনও পর্যন্ত কেউই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়নি। সবাই পুরুষার্থ করছে। আমি সম্পূর্ণ হয়ে গেছি - এই কথা বলার সাহস কারোর মধ্যেই নেই। কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই শরীরটাই আর থাকবে না। শরীর না থাকলে তখন সূক্ষ্মবতনে গিয়ে বসতে হবে। মূলবতনে তো কেউই যেতে পারবে না। কারণ বর যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ কনেরা যাবে কিভাবে? এটাও হল একটা গুহ্য রহস্য।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ। বাচ্চারা তো এখন এটা বুঝে গেছে যে ঐনার (ব্রহ্মাবাবার) নাম শিব নয়। সেটা তো হল নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। বাচ্চারা বোঝে যে নিরাকার তো শিববাবাকেই বলা যাবে। অন্য কোনো মানুষের জন্য তো এই কথা বলা যাবে না। নিরাকার পতিত-পাবন শিববাবাই হলেন স্তানের সাগর। তিনি এই শরীরের মধ্যে বসে বোঝাচ্ছেন। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। পিতাকে এবং নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে বুঝতে হবে। মানুষ জানেই না যে আত্মা আসলে কি। ইংরেজিতে বলা হয় সেন্স রিয়েলাইজেশন (আত্ম-অনুভূতি)। সেন্স অর্থাৎ আত্মা আসলে কি? হয়তো বলে থাকে যে ভ্রুকুটির মাঝে তারা আছে। কিন্তু ওটা কেবল কথার কথা। আত্মা যখন তারার মত নিরাকার তখন তার পিতাও নিশ্চয় নিরাকার-ই হবেন। ছোট বড় তো হতে পারে না। আত্মা যেরকম, পরমাত্মাও সেইরকম। তিনি হলেন সুপ্রিম (পরম), উঁচুর থেকেও উঁচু। প্রথমে আত্মাকে এইটা বুঝতে হবে যে আত্মা কার সন্তান। আত্মা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হয়, কিভাবে পুনর্জন্ম নেয়। কিছুই জানে না। আগে তো এই স্তানটা থাকতে হবে যে আত্মা আসলে কি। বাবা-ই এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান যে আত্মা হল তারার মত, অতি সূক্ষ্ম। এই চোখের দ্বারা দেখা যাবে না। দেখার জন্য দিব্যদৃষ্টি প্রয়োজন। হাসপাতালে গিয়ে আত্মাকে দেখার যতই চেষ্টা করুক কিন্তু আত্মাকে দেখতে পাবে না। আত্মা অতি সূক্ষ্ম। আগে তো এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা। বাবা সেইসব আত্মাদেরকেই বোঝান যাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। তারপর পরমাত্মা নিজেই অনুভব করান। ওই আত্মার পক্ষে তো নিজে নিজে অনুভব করা সম্ভব নয়। পরমাত্মা স্বয়ং তাকে অনুভব করান যে আমি হলাম তোমার পিতা এবং আমি অতি সূক্ষ্ম। নাটকের সমস্ত পার্ট রেকর্ড হয়ে আছে। ঐনার ভূমিকাতে কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বাবা বলছেন, আমি কারোর রোগ সারাতে আসি না। এইসব শারীরিক অসুস্থতা তো কর্মভোগ। তোমরা তো বলো - হে পতিত-পাবন, নলেজফুল, স্তানের সাগর, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও, রাজযোগ শেখাও। পরমাত্মাকেই তো আহ্বান করা হয়। তাহলে এর মধ্যে কৃষ্ণ এল কোথা থেকে। কৃষ্ণকে তো সকলের গড ফাদার বলা যাবে না। সকল আত্মার পিতা হলেন নিরাকার। তিনি হলেন দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা। তিনি কিভাবে আসেন এবং কিভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন - সেই বিষয়ে কিছুই জানে না। শাস্ত্রে তো এইসব কিছুই নেই। গীতা হল সকল শাস্ত্রের মস্তকমণি।

গীতার দ্বারাই সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে অন্যান্য সন্তানেরা এসেছে। মুখ্য ধর্মশাস্ত্র কোনটা? এই বিষয়টাই বাবা বোঝাচ্ছেন। গীতাই হল মুখ্য, যার দ্বারা ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপন হয়। সপ্তমযুগে তো ব্রাহ্মণ ধর্মই আছে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন যার দ্বারা আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হই। তারপর সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী হব। এটা যেন ভালোভাবে স্মরণে থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপন করেন। আত্মার বিষয়েও বাবা বুঝিয়েছেন। কোনো কোনো বাচ্চা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করে। আরে, তুমি তো আত্মাই, তাই না? তোমাদের বাবা হলেন শিব। আত্মা যেমন শরীর ছাড়া কিছুই করতে পারে না, সেইরকম নিরাকার বাবারও তো শরীরের প্রয়োজন, তাই না? তিনি এই শরীরের মধ্যে এসে বোঝান। আত্মার রূপ এবং পরমাত্মার রূপ কেমন। এটা তো কেবল কথার কথা বলে যে পরমাত্মার রূপ হল বিন্দু। কিন্তু সেই বিন্দুর মধ্যে কিভাবে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যা কখনও মুছে যায় না। এটা তো কেউই জানে না। কিন্তু এই পার্ট অনাদিকাল থেকে ক্রমাগত চলে আসছে যার কোনও অন্ত নেই। পুরাতন দুনিয়ার সমাপ্তি হলেই নতুন দুনিয়া হবে। বাবা এসেই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। বাবা বুঝিয়েছেন, মুখ্য ধর্মশাস্ত্র হল চারটি, যার দ্বারা চারটি ধর্মের স্থাপন হয়। প্রথমে গীতা, তারপর ইসলাম ধর্মের শাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্র এবং খ্রিস্টান ধর্মের শাস্ত্র। পরে আরও বৃদ্ধি হয়। এইসব শাস্ত্র হল গীতার নাতি-পুতি। তাই মহিমা করে বলা হয় - শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। যেটা বাবার দ্বারা গাওয়া হয়েছে। বাবা বলছেন, আমি মানুষও নয় এবং দেবতাও নয়। আমি তো হলাম উঁচুর থেকেও উঁচু পরমাত্মা। আমি প্রতি কল্পেই এই সাধারণ শরীরে পড়ানোর জন্য আসি। তোমরা জানো যে এখন আমরা বরাবরের মতো ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং এরপর দেবতা হব। বৃদ্ধি তো হতেই থাকবে। তবে হ্যাঁ, বি.কে. হওয়া কোনও মাসির বাড়ির কথা নয়। বোঝানো হয় যে গৃহস্থ থেকেও নিজেকে শিববাবার সন্তান বলে মনে কর। তোমরা হলে শিববাবার সন্তান, আবার তোমরাই হলে শিববাবার নাতি। জ্ঞানে আসার আগে এইরকম বলে না যে আমি হলাম ঠাকুরদাদার নাতিনি এবং সন্তান। তোমরা হলে ঠাকুরদাদার (শিববাবার) সন্তান। সেই সূত্রে তোমরা বাচ্চারা হলে শিববংশী। তারপর শিববাবা দত্তক নিয়ে বি.কে. বানান। তিনি হলেন নিরাকার, আর ইনি হলেন সাকার। তোমরা হলে নিরাকার বাবার সন্তান। বাবা এও বলেন যে ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদেরকে দত্তক নিই। তাই ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার জন্য তোমরা হলে আমার নাতি। তোমরা শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাও। এছাড়া ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হবে যার দ্বারা কোনও ধর্ম স্থাপন হয়েছে। বেদের দ্বারা কোন ধর্মের স্থাপনা হয়েছে? কিছুই হয়নি। মহাভারতও কোনো ধর্মশাস্ত্র নয়। বাইবেল হল ধর্মশাস্ত্র। গীতার দ্বারা তো দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছে। এছাড়া ভগবৎ, রামায়ণ ইত্যাদিতে তো সংশয়পূর্ণ কিছু কথা লিখে দিয়েছে। ওইগুলো কোনো ধর্মশাস্ত্র নয়। আসল কথা হল আত্মাকে বুঝতে হবে। ওরা আবার বলে যে আত্মার ওপর কোনো প্রলেপ পড়ে না। এটা ভুল কথা। বাস্তবে তো আত্মাই এই শরীরের দ্বারা খাবার খায়, ঘ্রাণ নেয়। সুখ-দুঃখ তো আত্মাই অনুভব করে, তাই না? সেইজন্যই মহাত্মা, পাপাত্মা ইত্যাদি বলা হয়। তাই আত্মা এবং পরমাত্মাকে অভিন্ন বললে সেটা তো ভুল বলা হবে। এমন কিছু বাচ্চা আছে যারা সেন্টারে আসে কিন্তু আত্মা কি জিনিস সেটাই জানে না। তোমরা বলো যে আত্মা তারার মত। তার মধ্যেই সমস্ত পার্ট ভরা আছে। আত্মা অতি সূক্ষ্ম, একে কখনো দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করাতে পারেন। সাক্ষাৎকার হওয়ার পর আবার উধাও হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করতে হবে যে আমরা হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে যেমন শোনা যায় যে সে জ্যোতির সাক্ষাৎকার করেছিল।

দেখেছিল যে ওর থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আমার মধ্যে মিশে গেল। কিন্তু এটা তো কেবল সাক্ষাৎকার হয়েছিল। এখানে মিশে যাওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। আত্মার সাক্ষাৎকার হয়েছে তো কি হয়েছে। তুমি তো আত্মাই। অযথা কত মহিমা লিখে দিয়েছে। সাক্ষাৎকার হয়েছে সেটা তো ভাল কথা, কিন্তু তার থেকে প্রাপ্তি কি হয়েছে? কিছুই না। ধর তোমার চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হল, তাহলে কি তুমি লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে? এটা তো কেবল এম অবজেক্টের (লক্ষ্য) সাক্ষাৎকার হল। বাবার রূপের কেমন সাক্ষাৎকার হবে? আত্মা যেমন তারার মতো, সেইরকম তিনিও তারার মতো। দেখিয়েছে যে অর্জুন বলেছে - তোমার এই হাজার সূর্যের সমান তেজ আমি সহ্য করতে পারছি না, এবার বন্ধ কর। কিন্তু আসলে এইরকম কিছুই নয়। আগে তো অনেকের সাক্ষাৎকার হত। যেটা শুনত সেটাই সাক্ষাৎকার হয়ে যেত। ভাবত যে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। কিন্তু এতে তো কোনও লাভ নেই। বাবা বলছেন, আমি রাজযোগ শিখিয়ে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছি। এমন নয় যে কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেব। অসুখ করলে ডাক্তারের কাছে যাও। আমি তো পবিত্র বানাতে এসেছি। পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হলে তবেই তো নতুন দুনিয়ার স্থাপন হবে। মহাভারতের যুদ্ধের পর কি হয়েছিল সেই বিষয়ে কিছুই দেখায় নি। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাচ্ছি। এই জ্ঞান কারোর বুদ্ধিতেই নেই। আত্মার জ্ঞান-ই নেই। বাবাকে এসে প্রশ্ন করে যে আত্মা কি, বাবাকে স্মরণ করব কিভাবে? বাবা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান। যখন সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যেই আত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান নেই তাহলে অন্যদেরকে কি শোনাবে? নিশ্চয়ই মুরলী শোনায়। টিচারদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম থাকে, তাই যেসব মুখ্য ব্রাহ্মণীরা আছে তাদের মধ্যে কাউকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে প্রত্যেককে জিগ্জোস করবে আত্মার রূপ কেমন? পরমাত্মার রূপ কেমন? সুপারভাইজ (তদারকি) করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিকর্মের বিনাশও হবে না। মানুষের বুদ্ধি একদম পাথর হয়ে গেছে। পরশের মতো বুদ্ধি বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দিলওয়াড়া মন্দিরে আদিদেবের কালো চিত্র দেখিয়েছে এবং ওপরে স্বর্গের ছবি দেখিয়েছে। যে মন্দির বানিয়েছিল সে কোটিপতি ছিল, কিন্তু কিছুই জানত না। মহাবীর বলে কিন্তু তার অর্থ কিছুই জানে না। জগৎ আত্মা তো মহারানী হন, তাই না? সরস্বতী হল আদিদেবের কন্যা। অনেক মন্দির বানিয়েছে। ট্রাস্টির লোকেরাও কিছু জানে না। পূজারীও বলে যে আমি তো কেবল মন্দির সামলানোর জন্য আছি। মন্দির তো অমুক ব্যক্তি বানিয়েছিল, তাই আমি কিছু জানি না। মানুষ আসে আর মাথা ঠুকে চলে যায়। তোমরা এখন কত আলোক পেয়েছ। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া। মানুষ গীতা ভবন তৈরি করে কিন্তু গীতাজ্ঞান কে দিয়েছিলেন সেটাই কেউ জানে না। বড় বড় কোটিপতিরা বড় বড় মন্দির তৈরি করে। কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এসেই তোমাদেরকে সমস্ত নাটকের রহস্য বলছেন। আত্মা, যদি অন্য কিছু বুঝতে না পারো তাহলে কেবল শিববাবাকে স্মরণ করতে থাক। এতেও কল্যাণ হবে। বাবার কথা তো স্মরণে আসে, তাই না? শিববাবা হলেন সকল আত্মার পিতা। মৃত্যুর সময় যদি শিববাবা ছাড়া আর কারোর কথা স্মরণে না আসে তাহলেও স্বর্গে যাবে। সেটাও কি কম ব্যাপার। প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর নাম হল শিব। আত্মাও বিন্দু, পরমাত্মাও বিন্দু। আত্মার মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের পার্ট আছে, সেইরকম পরমাত্মার মধ্যেও পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর পার্ট আছে। ভক্তিমার্গে আমি সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করি। বাবার হাতে দিব্যদৃষ্টির চাবি আছে। এটাও নাটকের মধ্যেই রয়েছে। প্রবল ভক্তি করলে সাক্ষাৎকার হবেই। শয়তান (রাবণ) অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে। যেসব ঋদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি শেখে, সেইগুলো শেখানো আমার কাজ নয়। এইসবের দ্বারা মানুষ অন্যকে

দুঃখ দেয়। আমি ওই সকল ইচ্ছা পূরণ করি না। এখন বাচ্চারা সবাই পুরুষার্থী। কেউই ১৬ কলা সম্পন্ন হয়নি। যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ এই পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। আমি ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে গেছি - এই কথা বলার সাহস কারোর নেই। তৈরিই হয়নি। অন্তিমে ওইরকম অবস্থা হবে। যদি কেউ রাতদিন এক করে পুরুষার্থ করে, তাহলেও হতে পারবে না। এখন কেউ কর্মভীত হয়ে গেলে তাকে শরীর ছাড়তে হবে। সূক্ষ্মবতনে গিয়ে বসতে হবে। মূলবতনে তো যেতে পারবে না। আগে বর যাবে, তারপর তো কনেরা যাবে। বর যাওয়ার আগেই কিভাবে চলে যাবে। অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধি প্রয়োজন। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সাক্ষাৎকার করার ইচ্ছা না রেখে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। প্রথমে এইটা নিশ্চয় করতে হবে যে আমি হলাম অতি সূক্ষ্ম আত্মা।

২) অসুখ-বিসুখ করলে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এটাও একপ্রকার কর্মভোগ। স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে।

বরদান:- সূক্ষ্ম পাপের থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্ত করতে সমর্থ সিদ্ধি স্বরূপ হও।

বর্তমান সময়ে কোনো কোনো বাচ্চা কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞানকে হালকা ভাবে নেওয়ার কারণে ছোট ছোট পাপ কর্ম করে ফেলছে। কর্ম দর্শনের সিদ্ধান্ত হল - যদি তুমি কারো নিন্দা কর, কারো অবগুণকে প্রচার কর কিংবা কারো পক্ষ নিয়ে কথা বল, তাহলেও পাপের ভাগী হয়ে যাও। আজ তুমি কারো নিন্দা করলে কালকে সে তোমার দ্বিগুণ নিন্দা করবে। এই রকম ছোট ছোট পাপ সম্পূর্ণ স্থিতিকে প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে বিঘ্নরূপ হয়ে যায়। তাই কর্মের গুহ্য গতিকে জেনে, পাপের থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধি স্বরূপ হও।

স্লোগান:- আদি পিতার সমান হওয়ার জন্য শক্তি, শান্তি এবং সকল গুণের স্তম্ভ হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - রুহানী বাবা স্বয়ং এই রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের সূচনা করেছেন। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই এই যন্ত্রের রক্ষক, তাই তো তোমরা এত প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তা বলে তোমরা, অন্যদেরকে দিয়ে নিজের পূজা করাতে পারো না।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা যখন জ্ঞানের পরাকার্য অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির উৎকর্ষতার চরম সীমায় পৌঁছবে, তখন কেমন স্থিতি হবে তোমাদের ?

উত্তর :- সেই সময় তোমার স্থিতি হবে, সম্পূর্ণ রূপে অচল-অটল। কোনও প্রকারের মায়ার ঝড়, তোমাকে নাড়াতেও পারবে না। অর্থাৎ তুমি কর্মাতীত অবস্থার দিকে পৌঁছাতে থাকবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানের পরাকার্য পৌঁছতে না পারার কারণে, মায়ার ঝড়, স্বপ্ন ইত্যাদি আসতে থাকে। বর্তমানের এই জগৎটা হলো যুদ্ধের ময়দান। মনেও নতুন নতুন আশা প্রকট হতে থাকে। কিন্তু, এসবে ভয় পেলে চলবে না তোমার। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

গীত :- তোমাকে পেয়েই সবকিছুই পাওয়া হয়ে গেছে যে আমার। ধরিত্রি থেকে আকাশ সবই তো আমার।

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা, এই গীত তো তোমরা অনেক বার শুনেছো। এর মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই স্থিতিতেই থাকতে হবে তোমাদের। নিজেদের লক্ষ্য তো তোমরা স্থির করেই ফেলেছো। বেহদের বাবার থেকে এখন তোমরা বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে চলেছো, যে বাবাকে অর্দ্ধ-কল্প ধরে ডেকে আসছো। আর রাবণ, তোমাদের থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সাও কেড়ে নেয়। জগতের লোকেরা তো এসবের কিছুই বোঝে না। তোমরা কিন্তু তা যথার্থই বোঝো। এখানকার এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। যা কোনও মানুষের সৃষ্ট নয়। এমন কি প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবাও কিন্তু তা রচনা করেননি। যেহেতু এটা রুদ্র যন্ত্র। যা জ্ঞানসাগর অর্থাৎ শিববাবা স্বয়ং এই যন্ত্রের সূচনা করেছেন। জগতে তো অনেক প্রকারের যন্ত্রেরই প্রচলন আছে। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দক্ষ প্রজাপতি সেগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে তো কোনও দক্ষ প্রজাপতি নেই। আসলে ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা (প্রজাদের পিতা)। কিন্তু, এই দক্ষ প্রজাপতি শব্দটি এলো কোথা থেকে ? বাবা বসে সে সবই বোঝাচ্ছেন যে, এসব ভুল তথ্যগুলি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রগুলিতে অনেক লম্বা-চওড়া গল্প-গাঁথা লেখা হয়েছে। বাবা তাই বলছেন, এতদিন যা কিছু শুনে এসেছো, সেসব কিছুই এখন ভুলে যাও। আমি যা কিছু শোনাচ্ছি, কেবলমাত্র তাই শুনতে থাকো। প্রজাপিতা তো কেবল একজনই হবে - তাই না ! জগতের লোকেরা যে কোনও যন্ত্রেরই রচনা করুক না কেন, তার সবগুলিই হদের জাগতিক বস্তু-কেন্দ্রিক- জাগতিক যন্ত্র। কিন্তু, এই যন্ত্র হলো বেহদের রুহানী বাবার রুহানী যন্ত্র। এই যন্ত্রে দরকার প্রকৃত ব্রাহ্মণদের। জগতের ব্রাহ্মণেরা তো (শারীরিক কর্ম-বৃত্তির দ্বারা জন্ম-সূত্রে) কুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। (মাতৃগর্ভে জন্ম)। কিন্তু, তোমরা বি.কে.-রা তো মুখ-বংশাবলী (দওক) ব্রাহ্মণ। মুখ-বংশাবলীরা কখনও পূজারী বা পুরোহিত হয় না। তারা কেবল পূজাই হয়। কিন্তু জগতের ব্রাহ্মণেরা পূজারী। তাই কেবল তোমরাই ভজন-কীর্তনের উপযুক্ত। যদিও তোমাদের পূজা-অর্চনা এখনই শুরু হয় না। যেহেতু কোনও দেহধারীর পূজা-অর্চনা করা উচিত নয়।

কেবলমাত্র সত্যযুগের দেবতারাই সম্পূর্ণ পবিত্র। হিন্দুদের রীতি-নীতিই এমন যে, যেমন স্ত্রীকে বলা হয় তোমার পতি-ই তোমার পরম গুরু, তোমার ঈশ্বর, তোমার সবকিছুই তোমার পতি। সুতরাং পুণ্যের খাতিরে স্ত্রীরা পতির চরণ-ধোঁয়া জল পান করে। যদিও আজকাল এইসব রীতি-নীতির আর চলন নেই। যদিও এখনকার সিভিল কোর্টের বিয়েতে সেইসব কথার আর উল্লেখ করা থাকে না-তোমার পতি-ই তোমার গুরু, ঈশ্বর, সবকিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরণের শব্দগুলি সবই প্রবঞ্চনা মূলক। সেইসব ধারণাগুলিকে পাকাপোক্ত করার জন্য তেমন সব চিত্রাদিও তৈরী করা হয়েছিলো। যেমন- লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রে দেখানো হতো, লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছে। ফলে লোকেরাও ভাবতো, লক্ষ্মীও যখন এমন ভাবে পতি-সেবা করেন, হিন্দুর স্ত্রী হিসাবে তাদেরও অবশ্যই তা করা উচিত। কিন্তু, যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাকে দিয়ে কি এমন কার্য করানো যেতে পারে ? অবশ্য অনেক ধরণেরই লোকই তো থাকে। যে যেমন সুবিধা চায় সে তেমন প্রথার চিত্রাদি বানায়। কিন্তু, স্বর্গ-রাজ্যে এমনটা মোটেই সম্ভবই নয় যে, লক্ষ্মী বসে বসে নারায়ণের পা-টিপে দেবে। (মজার ছিলে) ব্রহ্মাবাবা তখন বলেন, আমিও গিয়ে দ্রোপদীর পদ-সেবা করবো। আর তখনই উনি ওনার কৃষ্ণ-রূপ দর্শন করান। আসলে এগুলি সবই অকাজের কথা। যেমন ত্রেতার রাম কিন্তু আদৌ চার-ভাই ছিলেন না। সেই যুগে বাচ্চা তো কেবল একটি-একটি করেই হতো। তবে সেখানে চারটি সন্তান হবেই বা কি প্রকারে ! তাই তো বাবা বলছেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের সব শাস্ত্রের সার কথাগুলিই শোনাচ্ছি। এইসব তথ্য কেবল তোমাদেরকেই বোঝানো যেতে পারে। তোমরা তা আবার অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো।

বাবা আরও জানাচ্ছেন, লোকেদের যে শপথ-বাক্য পাঠ করানো হয়, তার সবটাই মিথ্যা। যেখানে তারা বলে থাকে যে, গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন কৃষ্ণ। আবার সেই গীতাতেই হাত স্পর্শ করিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে সাক্ষী করে বলায় যে, "আমি যাহা বলিব, সত্য বলিব।" সেক্ষেত্রে কিন্তু বলায় না যে, কৃষ্ণের উপস্থিতিকে সাক্ষী করে ...। সেই সময় কিন্তু ঈশ্বরের নামই বলা হয়। তখন কিন্তু বলে না যে, কৃষ্ণ ভগবান সর্বত্রই বিরাজ করছে। যা ভগবানের ক্ষেত্রে বলে থাকে তারা। অতএব বুদ্ধি থেকে একথা একেবারেই ঝেড়ে ফেলে দাও যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ। আর মিথ্যে শপথ নেওয়াবার কারণে, সেই শপথের কোনও শক্তিই আর থাকে না। একমাত্র ধর্মরাজ-ই একেবারেই সঠিক। যিনি সত্য, সুপ্রীম জজ বা চরম বিচারক। সত্যযুগে এসব বিচারক, উকিল, আদালত ইত্যাদি কিছুই থাকেই না। যেহেতু সেখানে এমন কোনও ঘটনাই ঘটে না। আল্লারা তাদের কর্ম-ফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তবেই ওখানে যেতে পারে। আবার নতুন ভাবে সত্যপ্রধান-সত্য-রজো-তমো এইসব স্থিতিতে আসতে হয়। এখন তোমরা যাকিছুই দেখছো, তার প্রত্যেকটি বস্তুই আবার নতুন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পুরাতন অবস্থায় আসবে। দুনিয়াও তেমনি নতুন থেকে পুরোনো হবে। বর্তমানের এই দুনিয়াটা অতি পুরোনো হয়েছে। কিন্তু তা কতটা পুরোনো হয়েছে, তা কিন্তু সঠিক কেউ জানে না। প্রত্যেকটি বস্তুকেই সর্বদা সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। যুগকেও চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমটি নতুন আর চতুর্থটি পুরোনো। পৃথিবীও প্রথমে নতুন অবস্থায় থাকে, তারপর তা এক-চতুর্থাংশ পুরোনো, মধ্যবর্তীতে অর্দ্ধ-পুরোনো,..... অবশেষে সম্পূর্ণ পুরোনো। একসময়ে যা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মতন অবস্থা হয়। প্রতি কল্পের মতন এই কল্পেরও আয়ু মোট ৫-হাজার বছর। যার অন্তিম সময়ে তোমরা এসে পৌঁছছো এখন। তাই তোমার এই অন্তিম জন্মে তুমি বাবার থেকে ২১-জন্মের জন্য আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারো। সত্যযুগ ও ত্রেতা

মিলিয়ে এই ২১-জন্ম। আর দ্বাপর ও কলিযুগ এই দুই মিলিয়ে ৬৩-জন্ম হয়। (মোট ৮৪-জন্ম) তবে কেনই বা তুমি কেবল মাত্র ৬৩-জন্ম বা তারও কম জন্ম নেবে, যা পাবে দ্বাপর আর কলিযুগে। শেষের অর্ধ-কল্পে জন্মের আয়ুর সময় কম হয়ে এই ৬৩-জন্ম পায়, পতিত হওয়ার কারণে। কিন্তু শুরুর অর্ধ-কল্পে (পবিত্র থাকার কারণে) জন্মের আয়ু অনেক বেশী থাকে। এখানে তোমরা এখন যোগ শিখছো। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা কেবল যোগ বা স্মরণের যাত্রা শিখতেই এখানে আসো না। তোমরা আসো বাবার সামনে বসে মুরলী শুনতে। যেহেতু এই মুরলী তোমাদের কাছে অতি প্রিয়। যোগ তো তোমরা যেখানে খুশী সেখানে বসেই তা করতে পারো। জাগতিক ছাত্রদের স্কুলের পরীক্ষা যখন খুব সামনে চলে আসে, তখন সে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার মাথায় কেবল পরীক্ষার কথাই ঘুরতে থাকে। এখানে তো তোমাদের পড়ার সাথে সাথে যোগও একসাথেই চলে। একই সাথে শিক্ষাদাতা শিক্ষকেও স্মরণ করা হয়ে যায়। তাই তো বাবা বার বার বলেন, "মামেকম্ যাদ্ করো"- অর্থাৎ কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। কিন্তু শাস্ত্রের শাস্ত্রকারেরা ভুল বশতঃ আমার নামের বদলে কৃষ্ণের নাম লিপিবদ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু কৈ, সাধু-সন্ন্যাসীরা তো কৃষ্ণকে স্মরণ করে না ! তবে কে তা বলেন, 'মনমনাভবঃ' ? তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব তো এমন কিছু বলতেই পারে না। (শিব) বাবা এনার (ব্রহ্মার) মুখকেই আধার বানিয়েই বলেন, "বাচ্চারা, কেবল মাত্র আমাকেই স্মরণ করো।" আর কৃষ্ণ তা বলবেই বা কি ভাবে! আর কৃষ্ণের আত্মা কারও শরীরে প্রবেশ করে যে তা বলবে-তাও তো সম্ভব নয়। এইসব পয়েন্টগুলি বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, তারপর তা অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে।

কংগ্রেস পার্টির লোকেরা কত জোরে জোরে চিৎকার করে, তাদেরই নেতা বাপুজী (গান্ধীজী) কত ধীর-স্থির। উনি তো এই হৃদের সমাজের জাগতিক পিতা। আর এই বাবা হচ্ছেন - বেহদের রুহানী পিতা। গান্ধীজী তো আর সবারই পিতা হতে পারেন না। একমাত্র শিববাবাই জগৎ-সংসারের সবার পিতা। যদিও ব্রহ্মাও অবশ্য বাবা-ই। বর্তমানে যা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। সমগ্র দুনিয়া তো আর তা মানবে না, যেহেতু অন্যেরা তা জানতেই পারেনি এখনও। এখানে আমরা বি.কে.-রা নিরাকার শিববাবাকেই বাপু বা বাবা বলে সন্মোদন করি। যিনি জগতের সব বাবাদেরও বাবা। কত সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট বাবাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকেন উনি। কখনও আত্মার উপরে, কখনও পরমাত্মার উপরে, আবার কখনও বা শাস্ত্রের উপরে। ভারতে তো অসংখ্য-অজস্র শাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু অন্য ধর্মে তাদের নিজের ধর্মের কেবল একটি করেই ধর্ম-শাস্ত্র থাকে। কিন্তু ভারতে তো কত অনেক ধর্ম-শাস্ত্র। ধর্মগুরু-রা যা কিছুই বলে, অনুগামীরা তা শুনে তাতেই সত্য সত্য বলতে থাকে। যদিও তাতে তাদের কোনও সঠিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ রাধা-স্বামী পন্থীদের ধরা যেতে পারে - তারা সেই পন্থার নাম রেখেছে "রাধা-স্বামী"। রাধার স্বামী তো কৃষ্ণ। বাস্তবে, ভারতবাসীরা যে রূপে কৃষ্ণকে ভাবে, প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়। রাধা তো কুমারী - আর কৃষ্ণ কুমার। তবে কৃষ্ণকে প্রভু বা স্বামী বলা যাবে কি প্রকারে ! যখন তাদের স্বয়ম্বর (বিবাহ) হয়ে যায়, আর তারপরে লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে নতুন পরিচয় গ্রহণ করে, একমাত্র তখনই কৃষ্ণকে স্বামী বলা চলে। ছোটবেলায় তো তারা নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা করতো, তাই তখন কেউ কোনও প্রকৃত স্বামী হতে পারে না। যেহেতু এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সাগাই (পাটী-পত্র/পাকা কথা) হওয়ার পরেও, বিশেষ কোনও কারণে তা ভেঙ্গেও যায়। এরপর তাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে দেখানো হয়। কিন্তু তারা তো এটাও জানে না যে, নারায়ণের পিতার নাম কি ? কোনও মতেই তারা তা বলতে পারবে না। এদিকে আবার তারা কৃষ্ণের পিতা-মাতাকেও দেখিয়ে

থাকে। রাধা আর কৃষ্ণের দু-জনের মাতা-পিতা ভিন্ন-ভিন্ন। রাধা এক জায়গার আর কৃষ্ণ অন্য জায়গার। সত্যযুগের প্রতিটা ঘটনাকেই তারা পুরোপুরি-ই অর্থহীন করে ফেলেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাতা-পিতার নামই বা কোথায় ? নারায়ণের জন্মস্থানই বা কোথায় ? তারা কেউ এটাও জানে না যে, রাধা-কৃষ্ণই পরবর্তীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে পরিচিতি লাভ করে। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন, ভক্তি-মার্গকে কত সব অলংকারে সাজিয়েছেন তারা। জ্ঞান-মার্গে তো কেবল বীজ-কে জানলেই হয়। বীজের জ্ঞান থাকলেই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞানই বুদ্ধিতে চলে আসে। তোমরা জেনেছো ভগবান যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ সর্বোচ্চ, পরমধামে থাকেন যিনি পরমাত্মা, সেখানেই তোমরা সব আত্মারাও থাকো। আর সূক্ষ্ম-বতনে থাকেন কেবল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। এদের মধ্যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুরই কেবল পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু শংকরের বেলায় তা ঘটে না। যেমন শিববাবা সূক্ষ্ম তেমনি শংকরেরও রূপ সূক্ষ্ম। অথচ লোকেরা শিব আর শংকরকে এক করে দেখায়। আসলে ওনারা দু-জন পৃথক পৃথক সত্ত্বার। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা, আর শংকরের দ্বারা বিনাশ কার্য করান। এই ব্রহ্মাই পরবর্তীতে বিষ্ণু-রূপে প্রকাশ পান। ব্রহ্মা-সরস্বতী-ই আবার লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হন। ততস্বম্ - এটা তোমার উপরেও প্রযোজ্য, যেহেতু তুমিও সেই বংশেরই বংশধর। তাই তো স্বয়ং শিববাবা তোমাকে এইসব রহস্যের কথা শোনাচ্ছেন। কিন্তু সেই ধারণাকে তোমরা ধারণ করতে পারো নিজেদের গুণগত বুদ্ধির ক্রমানুসারে। গত কল্পে যে যেমন পদ পেয়েছিলো, বর্তমানে তারা সেই অনুসারেই পুরুষার্থ চালিয়ে যাচ্ছে। পুরুষার্থ বিনা কোনও প্রালঙ্কের পুরুষার পাওয়া যায় না। পুরুষার্থের ধারণা দেখেই বোঝা যায়, কল্প পূর্বেও তুমি এমনই পুরুষার্থ করেছিলে।

তোমাদের পঠন-পাঠন তো এখনও চলছে। রুদ্রমালা (শিবের) আর বিষ্ণুর মালা (বৈজয়ন্তীমালা)-র বিষয়ে তো প্রশস্তিই আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কোনও মালা হয় না, যেহেতু তোমরা তখন পুরুষার্থী থাকো বলে। কারণ, আজ হয়ত তোমরা খুব ভাল পুরুষার্থ করলে, কিন্তু পরদিনই হয়ত মায়ার বস্ত্রিং-এ কাবু হয়ে পড়লে। রুদ্রমালা তৈরী হয়ে যাবে তখন তোমাদেরও ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তাই কেবল ব্রাহ্মণেরা পুরুষার্থী হয়। আজ হয়ত খুব ভালভাবে চলছে, কালকেই আবার তার পতনও হতে পারে। তাই ব্রাহ্মণদের মালা বানানো যায় না। পূর্বে বাবা মালাও বানাতেন, কিন্তু তা যারা তৃতীয়-চতুর্থ নম্বরে আসার মতন থাকতেন একমাত্র তাদেরই, যা আজকাল আর করা হয় না। এখন এটা একটা যুদ্ধের ময়দান। যদি কোনও কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো, সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে জেনে নাও - যেহেতু অন্যকে তো বোঝাতে হবে যে তোমাদেরকেই। যারা জ্ঞানে কাঁচা, তারাই ঘাবড়ে যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ধারণা হয় ক্রমিক নম্বর অনুসারে। অনেকে বলে যে, বাবা আপনি তো বলেছেন যে, মায়ার নানা প্রকারের তুফান আসবে, কিন্তু আমরা কি প্রকারে তার উপর বিজয় পাবো ? অনুভবী টিচার না হলে তা বোঝাবেই বা কিভাবে ? বাবা বোঝাচ্ছেন, মায়ার তুফান, স্বপ্ন, ইত্যাদি সব আসতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় (উৎকর্ষতার চরম শিখরে) পৌঁছতে পারছো। যতক্ষণে কর্মাতীত অবস্থায় আসতে না পারছো, সেই সময় পর্যন্ত এমন ঝড়-ঝাঁপটা অনেক কিছুই আসতে থাকবে। বুড়োকেও যুবক বানিয়ে দেবে, মনে নতুন নতুন আশা প্রকট হবে। তুমি নিজের মনেই ভাববে - পূর্বে কখনও এমন তো ভাবিনি। বাবা বলছেন- আরে, এই তো সবে তোমরা যুদ্ধের ময়দানে এসেছো। বৈদ্য-ডাক্তারেরা যেমন বলে যে, এই ঔষধেই গোড়া থেকে রোগ নির্মূল হয়ে যাবে, বাবাও তেমনি অনুভবী (বৈদ্য)। সবকিছুরই উপায় জানিয়ে দেন তোমাদেরকে। অতএব সেসবে বিন্দুমাত্রও ভয় পেয়ো না। কেউ কেউ আবার বলে থাকে যে, "আমি তো বুঝে উঠতেই পারছি না, জ্ঞানে আসার পর থেকেই কি কি যে হয়ে চলেছে, এর থেকে তো

ভক্তি-মার্গই ভাল ছিল"। বাবাও তখন তাদের বলেন- আচ্ছা, তবে তুমি ভক্তি-মাগেই যাও, সেখানে তোমার কাছে এইসব ঝড়-ঝাপটা আসবে না। বাবা কিন্তু সবকিছুই সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন। যারা নিয়ম করে রোজই তা শোনে, তাদের বুদ্ধিতেই পুরোপুরি ধারণা আসবে। মুখ্য ব্যাপার হলো, চর্চা ও অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করা। তারপর তুমি যেখানে খুশী সেখানে যাও। মুরলী তুমি পেতেই থাকবে। মিলিটারী বিভাগেও মুরলী পঠনে নিষেধ নেই। মিলিটারীরা কখনই বলবে না যে, বাইবেল বা গুরু-গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করা চলবে না সেখানে। মিলিটারীতে তারা সবকিছুই পড়ে। তাদের নিজস্ব মন্দিরও থাকে। অতএব তুমি যেখানেই থাকবে, সেখানেই মুরলী পাবে। তবুও তোমার নিজের তো কোনও লক্ষ্য অবশ্যই থাকবে।

তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্যই হলো, সবাইকে বাবার পরিচয় জানানো। সর্বাগ্রে তোমার নিজের মধ্যে এই নিশ্চয়তা আনতে হবে যে, আমাকে যিনি পড়ান সেই শিক্ষক হলেন নলেজফুল গড় ফাদার অর্থাৎ জ্ঞান-সাগর ঈশ্বরীয় পিতা, তবেই এই পার্ঠের অন্যান্য কথাগুলিও বুঝতে পারবে। অন্যেরা কেউ তো বুঝতেই পারে না, কিভাবেই বা ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং এসে তা পড়ান। মুরলীতে যদিও তা লেখাই থাকে, ভগবান উবাচ, যা ঈশ্বর স্বয়ং বলছেন। ওনার নাম 'শিব'। একমাত্র উনিই পরম-আত্মা। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম বা সর্বোচ্চ। সবারই প্রকৃত ঘর পরমধাম অর্থাৎ পরমধাম নিবাসী। আত্মাদের মধ্যেও কর্ম-কর্তব্যের সর্বোচ্চ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট তো কারও (শিববাবার) অবশ্যই থাকবে। তিনি হলেন শিব। উনি একাধারে রচনাকার, নির্দেশক ও প্রধান চরিত্রের অভিনয়কারী। যেমন তিনি রচয়িতা, করনকরাবনহারও তিনিই আবার। শুধু তাই নয়, উনি নিজে আবার পার্টধারী-ও। উনিই এনার(ব্রহ্মার) শরীরকে আধার করে কত লম্বা পার্ট করেন। যে কারণে এই ভারতভূমিতেই স্বর্গের সৃষ্টি হতে পারে। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ বাবা, যিনি শিববাবা, স্বয়ং এখানে আসেন। কিন্তু উনি এসে করেনটা কি - লোকেরা সেটাই জানে না। উপরন্তু তারা কল্পের আয়ুটাকেই অনেক লম্বা বলে প্রচার করেছে। বাবা জানাচ্ছেন, ওনার আসার সময়টাই হলো, কলিযুগের অন্তিম সময় এবং সত্যযুগের শুরু, এর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে বা সঙ্গম সময়ে।

পূর্ব কল্পেও সত্যযুগের শুরুতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। তা ছিল অতি পবিত্র দুনিয়া। একমাত্র আমরা বি.কে.-রাই তেমন পবিত্র হতে পারি, আবার পরবর্তী সময়ে আমরাই পতিতে পরিণত হই। চড়তী-কলা অর্থাৎ উত্তোরণের সোপান, উত্তরতী-কলা অর্থাৎ পতনের রাস্তা কিভাবে তা ঘটে, বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এতদিনে অবশ্যই তা বুঝতে পেরেছো। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, লাগাতর সবাইকে বাবার পরিচয় জানাতে থাকো। যেখানে আমাদের এই বাবা স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, সেক্ষেত্র তো আমরা যারা ওনার বাচ্চা তাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী অবশ্যই হতে হবে। এই ভারতেই একদা সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল, যা আজ আর নেই। তাই তো স্বয়ং ভগবানকে এখানে আসতে হয়। এই ভারতই যে শিববাবার জন্মস্থান। পূর্বেও উনি এসে ওনার বাচ্চাদের স্বর্গবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। যা এখন তোমরা ভুলে গেছো। সবই স্মৃতি আর বিস্মৃতির এ এক আজব খেলা। এই জ্ঞানকে ভুলে গেলেই আবার তোমরা পতনের রাস্তায় হাঁটতে থাকবে। কিন্তু উল্লিতির সোপানে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় মুহূর্ত মাত্র সময়ের মধ্যেই। জীবন-বন্ধন অবশ্যই তোমাদের কত সময়ই তো চলে গেছে, যা পুঁথি-শাস্ত্রে তার কোনও উল্লেখই নেই। যেমন জনক রাজার কাহিনীর মতন। তাই বাবা জানাচ্ছেন, "ইতিপূর্বে তোমরা যা কিছু অধ্যয়ণ করেছো, সেসব কিছুই তোমরা এখন ভুলে যাও।

বাবা, শিক্ষক, সদগুরু সবই আমি। একমাত্র আমিই আগামী ২১-জন্মের জন্য তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকি। তা সত্ত্বেও, অহো মম মায়া, তুমি এই জগৎ-কে কবর-থানা বানিয়ে দাও। যেখানে বাবা তা পরীর-রাজ্য বানায়। বাচ্চারা, এই মায়া তোমাদের কারও কারওকে বোকা বানায়, যেহেতু তারা সঠিক রীতিতে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারো না বলে।" আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় সন্তানদের নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতিদিন অবশ্যই মুরলী পড়তে হবে। মায়ার ঝড়-ঝাপটা এলে ভয় পাবে না মোটেও। যে কোনও প্রকারের ছলনা থেকে বাঁচার জন্য, শ্রীমৎকে আধার করো।

২) জ্ঞানের পাঠ আর যোগ- দুটোই একত্রিত। অতএব, শিক্ষক রূপী বাবাকে সর্বদাই স্মরণ করতে হবে। নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হতে হবে আর অন্যদেরকেও তা বানাতে হবে। বাবার পরিচয় সবাইকে জানাতে হবে।

বরদান :- মন আর বুদ্ধির স্বচ্ছতা দ্বারা যথার্থ নির্ণয় শক্তিধারী সফলতা সম্পন্ন হও

বিস্তার :- যে কোনও কার্যে সফলতার প্রাপ্তি তখনই হয়, যখন উপযুক্ত সময়ে বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয় নিতে পারে। কিন্তু নির্ণয় শক্তি তখনই সঠিক ভাবে কাজ করে, যখন মন আর বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকে। আর বুদ্ধিতে যাতে কোনও প্রকারের ময়লা না থাকে, সে নিমিত্তে যোগ-অগ্নি দ্বারা সেই ময়লাকে ভস্ম করে বুদ্ধিকে স্বচ্ছ বানাও। যে কোনও প্রকারের দুর্বলতাই ময়লা। সামান্য ব্যর্থ-সংকল্পও ময়লা। যখন এই ময়লা সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন থেকে চিন্তামুক্ত আর স্বচ্ছ বুদ্ধির ফলে প্রতিটা কার্যেই সফলতা প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান :- সর্বদা শ্রেষ্ঠ আর শুদ্ধ সংকল্পের প্রকাশ থাকলে, ব্যর্থতা স্বাভাবিক ভাবেই ঢেকে যায়।

মিষ্টি বাচ্চারা -- কখনো মতভেদে এসে পড়া ছেড়ো না, পড়া ছাড়লে মায়া অজগরের পেটে চলে যাবে

প্রশ্ন :- এ কোনো কমন সংসঙ্গ না হওয়ার কারণে বাবাকে কোন বিষয়ে বাচ্চাদের সাবধান করতে হয় ?

উত্তর :- এ দুনিয়ার সংসঙ্গের মতো সংসঙ্গ নয়, এখানে তো পবিত্র হওয়ার শিক্ষা মেলে। পবিত্র হতে গেলে মায়ার বিঘ্ন আসে তাই বাবাকে বার বার সাবধান করতে হয়। বাচ্চারা, কখনও যা কিছুই হোক না কেন - তোমরা সুখ - দুঃখ, নিন্দা - স্তুতি শুনেও পড়া কখনোই ছেড়ো না।

২) নিজেদের অতি চালাক মনে করে কারোর গ্লানি কোরো না। মায়া বড়ই চঞ্চল। যদি বাবার প্রতি রাগ করে পড়া ছেড়ে দাও তাহলে মায়া মাথা মুড়িয়ে নেবে। অশুভস্ব এসে যাবে। তাই শ্রীমতে চলতে থাকো। বাপদাদার রায়ে কখনো টীকা - টিপ্পনী করো না।

গীত :- তোমার পথের আমার মরণ

ওম শান্তি। এ তো বাচ্চারা জানে, তারা বলে যখন আমরা আপনার হয়েই গেছি তখন এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হতেই হবে। এ হলো বেহদের রাবণের লক্ষা যার বিনাশ হতেই হবে। শ্রীলঙ্কায় যে লক্ষার কথা বলা হয়, সে তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। শ্রীলঙ্কা সমুদ্রের মাঝখানে এক দ্বীপ। বেহদের বাবা বোঝান যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো সমুদ্রের ওপর, চারিদিকেই সমুদ্র। দেখানো হয় -- ভাস্কোদাগামা চারিদিকে চক্র লাগিয়ে ঘুরে এসেছিলো আর আবিষ্কার করেছিলো যে এই ধরিত্রী জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ এক বাজি হয়ে গিয়েছিলো। এ হলো এক বেহদের আইল্যান্ড। রাবণের এই রাজ্য বেহদের আইল্যান্ডের ওপর আছে। এ হলো বেহদের লক্ষা। কেবলমাত্র শ্রীলঙ্কা নয়। সেই সময় তো এখনই। শাস্ত্রতেও এই নিয়ে কত গল্পকথা লিখে দিয়েছে। আমরাও ভাবতাম যে সম্ভবত এমনই হয়ে থাকবে। এখন আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। মানুষ তো ভাবে বানর সৈন্য নিয়েছিলো, তারা পাথর ছুড়ে সেতু বানিয়েছিলো, লঙ্কায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো বসে বসে কত কথাই না বানিয়েছে। আগুন তো এই সময় সারা দুনিয়ায় লেগেছে। এই ভারত অবিনাশী বাবার অবিনাশী জন্মভূমি, তাই একে অবিনাশী খণ্ড বলা হয়। বরাবর ভারত প্রাচীন ছিলো, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে - বরাবর ভারতই অবিনাশী খণ্ড ছিলো। এখন যে যে খণ্ড আছে তা সবই শেষ হয়ে যাবে, বিনাশ জ্বালায় (অগ্নিতে)। এই বিনাশ জ্বালা এই যজ্ঞেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। লড়াই এখন থেকেই শুরু হয়েছে। এখন তো কেবল ছোটো ছোটো রিহাসাল। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে সারা দুনিয়াই এখন রাবণ রাজ্য। এর এখন অন্তিম সময় আর রাম রাজ্যের আদি সময়। এইকথা আর কারোরই বুদ্ধিতে আসবে না। তোমরা এই অল্প ব্রাহ্মণরাই জানতে পারো। তোমরা বুঝতেও পারো যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমরা বাবার গলার হার হয়ে যাবো তারপর নতুন দুনিয়ায় আসবো। এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান হুবহু রিপিট হয়। এই চক্র কত সুন্দর। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি, এইসময় সমস্ত ধর্ম অবশ্যই আছে। এই ইতিহাস অবশ্যই রিপিট হয়, অর্থাৎ কলিযুগের পরে সত্যযুগ অবশ্যই আসে। যেমন দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন অবশ্যই হয়। এমন তো হয় না যে রাত এলোই না। বাবা এসে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলেন। আমরা অভিনেতারা

কেমন ভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি তাও তো জানা চাই। ৮৪ লাখ জন্মের তো কোনো কথাই নেই। কল্পের আয়ুই তো ৫ হাজার বছর। দুনিয়ার মানুষরা তো তোমাদের বলে যে শাস্ত্রে তো এইকথা নেই, এ তো তোমাদের কল্পনা। না জানার জন্য এই কথাই তো বলবে, তাই না। তারা তো শাস্ত্রই পড়ে তাই তাদের কোনো দোষ নেই। বাবা বলেন যে, সত্যযুগে তো শাস্ত্র, কাহিনী বা উপন্যাস ইত্যাদি থাকবে না। সেখানে তো ভারত সম্পূর্ণ সত্যখণ্ড হয়ে যায়। ভারত খণ্ড হলো সবথেকে বড় তীর্থ। এখানের সোমনাথ মন্দির কত বড়। এমন মন্দির কখনো কোথাও হতে পারবে না। তোমরা সংবতও বানাতে পারো। আজ থেকে অমুক সময়ে ভক্তি শুরু হবে। প্রথমে লক্ষ্মী - নারায়ণই পূজারী হবে, তখন এক মুকুট হবে। শিববাবার সোমনাথ মন্দির বানাতে। আবারও মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন করবে। এইকথা বাচ্চারা তোমাদের বাবাই বসে বোঝান। বলা হয় ভগবান এসেছিলেন - তিনি গীতা জ্ঞান এমনই শুনিয়েছিলেন যে সারা সাগরকে যদি কালি বানাও, আর সারা জঙ্গলকে যদি কলম বানাও তাও তা লেখা যাবে না, আর তারা গীতা কত ছোটো বানিয়ে দিয়েছে। গীতা লকেটেও থাকে। খুবই মূল্যবান জিনিস তাই না। গীতার ওপর মানুষের এতটাই ভালোবাসা আছে। বাবা এতো ছোটো সোনার কৌটোতে ভরে উপহারও দিয়েছিলেন। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে জ্ঞানের সাগর অথৈ জ্ঞান দেন আর অন্ত পর্যন্ত দিতেই থাকবেন। আমরা এতো মুরলী একসাথে করতে পারবো কি? এ তো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়। শাস্ত্র ইত্যাদি তো ভক্তিমার্গের কাজে আসে আমরা যা লিখি তা আর কি কাজে আসবে! কোথায় আমাদের ২ - ৪ হাজার মুরলী, আর কোথায় তাদের কোটির আন্দাজে গীতা রচিত হয় বিভিন্ন ভাষায়। সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতার অনেক মান। মানুষ তো গীতা শাস্ত্র কত পড়ে থাকে। বাবা বোঝান যে - এই জ্ঞান যা তোমরা পাও, তা সম্পূর্ণ নতুন। এর তো কোনো বই নেই। ভগবান কিভাবে রাজযোগ শেখান। এ এখন তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও এই জ্ঞানের নেশায় থাকা মানুষ খুবই কম। আজ এই নেশায় থাকে, কাল আবার ভুলে যায়। বাবাকে ভুলে যায় তাই জ্ঞানও ভুলে যায়। বাবাকে তালুক দিলেই সব শেষ। বাবার হয়ে যদি বিকারে যাও তাহলে দম বন্ধ হয়ে যাবে, কিছুই আর বলতে পারবে না। যারা আগে খুব ভালো প্রচার করতো তারা এখন আর নেই। কোনো কোনো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের মধ্যে মতভেদ হলে তখন বাবার ওপরই রুষ্ট হয়ে যায় যে বাবা একে বোঝাচ্ছে না বা এই করছে না। অবশেষে রেগে গিয়ে পড়াই ছেড়ে দেয় তাই বাবা বলেন, মাহামূর্খ কাউকে দেখতে গেলে এখানে দেখো। তারা লিখেও দেয় যে বাবা আমি আপনার। আপনার থেকেই আমরা অবিনাশী সুখের আশীর্বাদী বর্ষা নেবো। তারপর আবার তালুক দিয়ে দেয়। ডিভোর্স দিয়ে দেয়। খুব ভালো ভালো বাচ্চারা আজ আর এখানে নেই, এ তো আশ্চর্য, মায়া অজগরের পেটে চলে গেছে। তখন মুখে কিছুই আর বলতে পারে না। এই অবিনাশী জ্ঞান আর শোনাতেও পারে না। তখন বাপদাদার রায়ের ওপর টীকা - টিপ্পনী করতে থাকে। অনেক বোঝানো হয় যে নিজেকে পাল্টাও, এতেই তোমাদের কল্যাণ। কিন্তু শুধরায় না। অনেক ভালো ভালো বাচ্চাই চলে গেছে। এখনো এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেও তারা ছেড়ে দেয়। বাচ্চাদের তো বাবার সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলে বাবার থেকে পুরো আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে।

বাবা বোঝাতে থাকেন -- যা কিছুই হোক না কেন, দুঃখ - সুখ, স্তুতি - নিন্দা আদি যেই করুক না কেন, তোমরা পড়া ছেড়ে দিও না। কেউ কারোর নিন্দা করেই থাকে কারণ বুদ্ধিতে তো জ্ঞানই নেই। জানেই না যে এ হলো ছোটো ভাই বা বড়। এ তো বাবাই জানে। তোমরা অতি চালাক হয়ো না। মায়া বড়ই চঞ্চল। যারা দেহ - অভিমানে থাকে তাদের মাথা একদম মুড়িয়ে দেয়। বাবা

বাচ্চাদের সাবধান করতে থাকেন । শ্রীমতে না চললে মায়া যে কোনো জায়গা থেকেই আঘাত করতে থাকবে । এ খোড়াই কোনো সাধারণ সংসঙ্গ ।

তোমরা কত ধৈর্য সহকারে বসে বোঝাও । এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে । কেমনভাবে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো । বাবা বলেন ব্রাহ্মণ কুলভূষণ হলো এই স্বদর্শন চক্রধারী । শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী তোমাদের বলা হয় । বাবা কি বলবেন যে দেবতাদের মহিমা নিজের বাচ্চাদের দিয়ে রেখেছি । বাবা বলেন, হে স্বদর্শন চক্রধারী ফুলের সমান পবিত্র হওয়া, হে গদাধারী - বাবা এইভাবে বোঝান । দুনিয়া এর কি জানে । বলে যে সবার সঙ্গতিদাতা একজনই । এই প্রশস্তি কীর্তনও করে যে জ্ঞান অঞ্জন সত্ত্বগুরু দিয়েছেন (যার দ্বারা তিমির অন্ধকারের নাশ হয়েছে).....অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত শেষ হয়ে এসেছে । জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়, তখন ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয় এবং দিন শুরু হয় । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা এই নতুন জ্ঞান দেন । আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না । না আত্মাকে, না পরমাত্মাকে, না রচয়িতাকে, না তাঁর রচনাকে । সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির হয়ে ছিলে । তোমাদের কি বানিয়েছিলাম । তোমরাই একদিন স্বর্গের মালিক ছিলে । তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে শেষ তো একদিন আসবেই । এখন তোমাদের উত্তরণ কলা । বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে । আমাদের বিবেকও বলে ...পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে আমরা স্বর্গে নেই কেন ! মানুষের বুদ্ধিতে এই কথা আসে না যে ভগবান এই নতুন সৃষ্টি স্বর্গের রচনা করেছিলেন, যেখানে দেবী দেবতা রাজত্ব করতেন । ৫ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিলো । এখন আবার ভগবান এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে । এইকথা বুদ্ধিতে বসে গেলে অহো সৌভাগ্য । মায়া এমনই যে কিছুতেই পুরুষার্থ করতে দেয় না । নাক ধরে ঘুষি মেরে একদম বেহাশ করে দেয় । এ তো বক্সিং । বাবা বলেন মায়া এক সেকেন্ডেই ফেলে দেয় । এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি থেকে জীবনবন্ধে এসে পড়ে । বাবাকে তালুক দিয়ে দেয়, সব শেষ । নিশ্চিত হও -- এই বাদশাহী নাও । সংশয় হলেই শেষ । এ বড় আশ্চর্যের খেলা । বাবা বলেন অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করো আর তো সারাদিনে সময়ই পাওয়া যায় না । রাতে তো বায়ুমণ্ডল খারাপ থাকে । মানুষ ভক্তিও ভোরবেলা উঠেই করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা একটা বা দুটোর সময় উঠে মুরলী লিখতেন, যা তোমরা পড়ে তারপর ক্লাস করাতে । তখন বাবা বসে শুনতেন যে কেমনভাবে মুরলী চালায় । এ সব তো শিববারারই কামাল ছিলো । কতো ভালো ভালো বাচ্চা ছিলো, সব চলে গেছে । আজ আর নেই । মায়া একদম শাপগ্রস্ত করে দিয়েছে । বাবা তো আশীর্বাদী বর্সা দিচ্ছেন । তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়া উচিত । ভালো করে নিজেও বোঝো । বাবাও বোঝে । বাবার হাত ছেড়ে দেয় । সবাই বলবে তোমরা বি.কে ছেড়ে দিয়েছো । তোমরা তো নিশ্চিত ছিলে যে তোমরা বেহদের বর্সা পাচ্ছিলে তারপর কি হলো যে মুরলীও শোনো না । তাহলে তো বাবাকেও স্মরণ করবে না । এরপর এই স্মরণ ইত্যাদি সবই উড়ে যায় । এমন দুর্গতির হাল যেন কোনো বাচ্চাদের না হয় । বাবা তো বুঝতেই পারেন যে -- এই বাচ্চা খারাপ হয়ে গেছে । ভালো ভালো বাচ্চারাও সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন যে ফার্স্টক্লাস বাচ্চাই বিজয় মালার মণি হতে পারে । কোনো কোনো বাচ্চা লেখে যে, বাবা আমি আপনার মালার মণি অবশ্যই হবো । বাবা তো বলেনই, তোমরা হও -- অহো সৌভাগ্য । বাবাও চাল - চলন দেখে বুঝে যাবেন । সেবা দেখেই বাচ্চাদের বিশ্বাসযোগ্যতা, আজ্ঞাবহতা সিদ্ধ হয় । অতি মিষ্টি হতে হবে । সম্মুখে বসে শুনলেই বৈরাগ্য আসে । তখন এমন আর কখনোই করবে না, এমনই করবে । কিন্তু এখান থেকে বাইরে বেরোলেই সব শেষ । সব ভুলে যাও । কত আশ্চর্যের কথা ।

বাবার তো দিন রাতই খেয়াল চলতে থাকে। প্রজেক্টরে গোলা এতো বড় দেখানো উচিত যে মানুষ যেন দূর থেকেই ভালোভাবে পড়তে পারে। বড় দেয়ালে যেন বড় করে দেখা যায়। যেন পরিষ্কার বোঝা যায়। এক একটি চিত্র স্লাইড থেকেও যেন এতো বড় দেখা যায় যেন সামনে থেকেও যে কেউই পড়তে পারে। দুটো গোলাও যেন বড় দেখা যায়। এখান থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়। প্রথমে থাকে অব্যভিচারী ভক্তি, পরে হয় ব্যভিচারী ভক্তি।

এই ব্রহ্মা হলো শিববাবার সুপুত্র সন্তান। ব্রহ্মার কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোন্ জবাব দিতে পারবেন না? যদিও শিববাবা তো সবই জানেন কিন্তু আমিও তো বোঝাতে পারি। বাবা তো আমাকেই তাঁর ডান হাত বানিয়েছেন। তিনি কিছু তো অবশ্যই বুঝেছিলেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। কখনোই সংশয় বুদ্ধি হয়ে, সঙ্গদোষে এসে পড়া ছেড়ে দিও না।

২) মালার মণি হওয়ার জন্য বিশ্বাসী এবং আশ্রয়বহ হতে হবে। নিজের চাল - চলন রাজকীয় রাখতে হবে। অতিমাত্রায় মিষ্টি হতে হবে।

বরদান :- বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার বিধির দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সদা সমর্থ হও।

সদা সমর্থ অর্থাৎ শক্তিশালী সেই হতে পারে, যে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার বিধিকে আপন করে নিতে পারে। ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সমর্থ হওয়ার সহজ বিধি হলো - সর্বদা ব্যস্ত থাকা। তাই রোজ সকালে যেমন স্থূল দিনচর্যা বানাও তেমনই নিজের বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার টাইম টেবিল বানাও যে এই সময় বুদ্ধিতে এই সমর্থ সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থকে শেষ করে দেবো। বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখলে মায়া দূর থেকেই ফিরে যাবে।

স্লোগান :- দুঃখের এই দুনিয়াকে ভুলতে গেলে সর্বদা পরমাত্ম প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকো।

ব্যর্থকে ছেড়ে কার্যকরী সঙ্কল্প নাও

আজ, বাপদাদা বিশেষভাবে হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের সাথে মিলনোৎসব উদযাপন করতে এসেছেন। ডাবল্ বিদেশী বাচ্চারা সদা মিলনোৎসব পালনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সেইজন্য আজ, বাপদাদা ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের সাথে তাদের প্রত্যেকের বিশেষত্বের, খোলাখুলিভাবে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা করতে এসেছেন। প্রত্যেক স্থানের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। কোনো কোনো স্থানে সংখ্যা অনেক, আবার কিছু কিছু স্থানে কম সংখ্যক হয়েও সেখানে অমূল্য রত্ন আছে। এমনকি মাত্র কিছু সংখ্যক বাচ্চাই করা সত্ত্বেও তারা তাদের পার্ট খুব ভালোভাবে অভিনয় করছে। তাদের উত্সাহ-উদ্দম এবং বাচ্চাদের এমন সেবা দেখে বাপদাদা অতিশয় পুলকিত। বিশেষতঃ, বিশ্বের চতুর্দিকে বাবাকে প্রত্যক্ষ করার প্ল্যান বাস্তবায়িত (প্র্যাকটিক্যাল) করায় তোমরা সাফল্য অর্জন করছ। সকল ধর্মের আত্মাদের বাবার সাথে সাক্ষাত্ করানোর প্রয়াস উত্সাহব্যঞ্জক অর্থাৎ খুব ভালো। সেবার প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা অতি প্রবল। তোমরা যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে তারা নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়ে, অনুভাবী হওয়ার কারণে অন্যের প্রতিও তোমাদের দয়া আসে। তোমরা যারাই দূর-দূরান্ত থেকে এসেছ, তাদের একইরকম আগ্রহ - এখানে আসার এবং অন্যান্য অনেককে তোমাদের সাথে নিয়ে আসা। তোমরা অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও তোমাদের এই দৃঢ় সঙ্কল্প সব আত্মাদের কাছাকাছি হওয়ার অনুভব করায়। এই কারণে তোমরা সদা বাপদাদার আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী আত্মা নিশ্চয় করে নিজেদের চালনা করছ।

ব্যর্থ সংকল্পের কারণে নিজেরা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তোমরা প্রতি কল্পের সুযোগ্য পাত্র। আচ্ছা - আজ, বাবা বিভিন্ন পার্টিদের সাথে মিলিত হবেন। বাবার সাথে মিলিত হওয়ার প্রথম চান্স আমেরিকা গ্রুপ লাভ করেছে। অতএব, আমেরিকার তোমরা সবাই একসঙ্গে সেবা করার নান্দার ওয়ান বিস্ময় দেখাবে, তাই না! এখন বাপদাদা দেখবেন কনফারেন্সে কে সবচেয়ে প্রভাবশালী ভি.আই.পি.-দের নিয়ে আসে। নান্দার ওয়ান ভি.আই.পি. কোথা থেকে আসছে? (আমেরিকা থেকে) বাস্তবে, তোমরা বাচ্চারা বাবার ভি.ভি.ভি.আই.পি., তোমাদের থেকে কেউ বড় নয়। যাই হোক, বিশ্বের ভি.আই.পি.-দের মেসেজ দেওয়ার এটাই চান্স। তাদের ভাগ্য বানানোর জন্য তোমাদের এই পুরুষার্থ করতেই হয়। কারণ তারা নিজেদের পুরানো দুনিয়ার মহান ব্যক্তিত্ব মনে করে, ছোট ছোট প্রোগ্রামে তাদের আসা, যথেষ্ট রিগার্ড দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করেনা। এইজন্য বড় প্রোগ্রামে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানোর এটা একটা সুযোগ (চান্স)। কার্যতঃ, বাপদাদা শুধুমাত্র বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনা করতেই মিলিত হন। বাচ্চারা, তিনি বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের জন্য আসেন। যতই হোক, এমন এমন মানুষের অভিযোগও আসা উচিত নয় যে, তারা তাদের যোগ্য নিমন্ত্রণ পায়নি। সেইজন্য তোমরা এই প্রোগ্রাম বানিয়েছ তাদের অভিযোগ সমাপ্ত করতে। বাপদাদার প্রীতি বাচ্চাদের সাথে আর বাচ্চাদের প্রীতি বাপদাদার সাথে। আচ্ছা।

তোমরা সব ডাবল্ বিদেশিরা দেহ - মনে সন্তুষ্ট? কারও মধ্যে সামান্যও সংকল্প তো নেই, তাই না? দেহ বা মনের কোনো রকম প্রবলম আছে? হয়তো শরীর অসুস্থ, কিন্তু শরীরের কোনো অসুস্থতায় মন যেন ডিস্টার্ব না হয়। সদা খুশিতে নাচতে থাকো তবে শরীরও ঠিক হয়ে যাবে। মনের খুশিতে শরীরকে চালনা করলে দুইয়েরই এক্সারসাইজ হয়ে যাবে। খুশি হলো আশীর্বাদ

আর এক্সারসাইজ ওষুধ । যখন তোমরা দুটোই নাও আশীষ এবং ওষুধ, সবকিছু সহজ হয়ে যায় । (কোন একজন বলে, রাতে নিদ্রা আসেনা) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যোগে বসো তবে ঘুম এসে যাবে । যোগে বসার সময়ে, বাপদাদার গুণের মহিমা গাও, তাহলে এই খুশিতেই তুমি তোমার ব্যাথা ভুলে যাবে । এই খুশি ছাড়া সরলভাবে যখন তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করার মেহনত করো তখন পরিশ্রমের কারণে তুমি ব্যাথাও ফীল করবে । খুশিতে থাকলে তোমার ব্যাথাও ভুলে যাবে ।

তোমাদের কারও যদি কোনো কোম্পেন থাকে বা যদি নিতান্ত সাধারণ কিছুতে খুব তাড়াতাড়ি কনফিউজড হয়ে যাও, তাহলে ততক্ষণাত্ সেই তুচ্ছ বিষয়কে স্পষ্ট করে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । বেশী বেশী ভাবার অভ্যাস বাড়তে দিওনা । যখন তোমার কোনও কিছু ভাবনা আসছে, সেটাকে ততক্ষণাত্ সেখানেই শেষ করো । অনেক ভাবনা যখন একটার পর একটা আসতে থাকে, সেটা তোমার স্থিতি এবং শরীর উভয়কেই আঘাত করে । এই কারণে ডাবল বিদেশী বাচ্চাদের ভাবনার বিষয়ে ডাবল অ্যাটেনশন দিতে হবে, কেননা একা থেকে তোমরা ভাবনার ন্যাচারাল অভ্যাসকে বাড়তে দিয়েছ । সুতরাং, যে অভ্যাস তোমাদের এর আগে থেকেই আছে, সেইজন্য এখানেও তোমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বেশী ভাবো । ভাবতে ভাবতেই তোমাদের টাইম ওয়েস্টেড হয় আর তোমার সুখ হারিয়ে যায় এবং তখন সেটা শরীরেরও ক্ষতিসাধন করে । সেই কারণে আবার ভাবনা চলতে থাকে । অতএব, দেহ-মনকে সুস্থ এবং খুশি রাখতে হলে কম ভাবো । যদি ভাবতেই হয়, তবে জ্ঞান রত্ন সম্বন্ধে ভাবো । কার্যকরী সংকল্পের সামনে বিপরীতে তোমার ব্যর্থ সংকল্প - "আমার পার্ট তো দৃশ্যমান নয় ! আমার যোগ লাগেনা, আমি অশরীরি হতে পারিনা ।" এই সবই ব্যর্থ সংকল্প । এর পরিবর্তে, কার্যকরী সংকল্প করো, "স্মরণ আমার মূল স্বধর্ম । বাচ্চাদের ধর্মই হলো বাবাকে স্মরণ করা । কেন হবেনা, আমি এটা অবশ্যই করব ! আমি যদি যোগী না হই, তবে কে হবে ? প্রতি কল্পের আমি সহজ যোগী আত্মা ।" সুতরাং, ব্যর্থ সংকল্পের পরিবর্তে এইরকম সম্যোপযোগী সংকল্প করো । তোমার শরীর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছেননা, এইরকম কোনও ব্যর্থ সংকল্প কোরোনা । এর পরিবর্তে উপযুক্ত সংকল্প হলো যে, "এই অন্তিম জন্মে বাবা আমাকে নিজের বানিয়েছেন ।" অন্তিম জন্মের এই শরীরের এটা চমত্কৃত ভাব এবং মহত্ ব্যাপার যে, তুমি তোমার পুরানো শরীর দ্বারা জন্মের পর জন্ম উত্তরাধিকার লাভ করো । আশাহীন সংকল্প কোরোনা, খুশির সংকল্প করো । বাহ্ ! আমার পুরানো শরীরের চমকপ্রদ ঘটনা এমন যে, বাবার সাথে মিলিত হতে আমাকে নিমিত্ত বানিয়েছে ! বাহ্ বাহ্ করে শরীরকে চালনা করো । ঘোড়াকে দৌড় করানোর জন্য যদি তুমি স্নেহভরা হাতে তাকে চালনা করো তো সে খুব ভালো দৌড়াবে । কিন্তু ঘোড়াকে বারবার চাবুক মারলে আরও বিরক্ত করবে । এই শরীরও তোমার, একে বারবার এইরকম বোলোনা যে, এটা অপ্রয়োজনীয়, পুরানো শরীর । এইরকম বলা যেন একে তুমি লাগাতার চাবুক মারছ । খুশির সঙ্গে এই শরীরের মহিমা লাগাতার গাইতে থাকো এবং নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । তারপর তোমার পুরানো শরীর আর তোমায় ডিস্টার্ব করবেনা; খুব ভালোভাবে এটা তোমাকে সহযোগ দেবে । (কেউ একজন বলল, এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করি ঠিকই, কিন্তু তবুও মায়া আসে) ।

মায়াকে ভয় পাও কেন ? মায়া তো আসে তোমাকে পার্ট পড়াতে । ভীত হয়ো না, শুধু পার্ট পড়ে নাও । কখনও সহনশীলতার পার্ট, কখনও সে একরস স্থিতিতে স্থিত হওয়ার পার্ট পড়ায় । কখনও সে আসে তোমাকে শান্তস্বরূপ হওয়ার পার্ট মজবুত করায় সাহায্য করতে । সুতরাং, মায়া যে রূপে আসে, সেই রূপে তাকে দেখো না, তার ফলে তো ভীত হয়ে যাবে । বরং গভীরভাবে অনুভব করো, মায়া

তোমাকে সহযোগ করতে এসেছে, বাবার কাছে যে পাঠ পড়েছ তা স্থির সংকল্পে পরিণত করায় তোমাকে সাহায্য করতে এসেছে। মায়াকে তোমার সহযোগী রূপে দেখ, তোমার শত্রুরূপে নয়। যখন পাঠ মজবুত করানোর জন্য সে সহযোগী হয়ে আসে, তোমার সমস্ত অ্যাটেনশন সেইদিকে চলে যাবে। তারপর ভয় কমে যাবে আর তোমাদের পরাজয়ও হবেনা। পাঠে স্থির সংকল্প হয়ে অঙ্গদের সমান অটল হয়ে যাবে। সুতরাং, মায়াকে ভয় পেয়ো না। ছোট বাচ্চাদের যেমন মা-বাবা ভয় দেখানোর জন্য বলে, দৈত্য এসে যাবে! তোমরা সবাই মায়াকে দৈত্য বানিয়েছ। বাস্তবে, মায়া তোমাদের কাছে আসতে ভয় পায়, কিন্তু তুমি নিজে কমজোর হয়ে মায়াকে আমন্ত্রণ জানাও। নয়তো সে আসবেনা। সে তোমাকে বিদায়কালীন অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। সে তার লাস্ট ডেট-এর জন্যও অপেক্ষা করছে। তাহলে তোমরা কি করবে? মায়াকে বিদায় দেবে নাকি তোমরা ভয় পাবে!

ডাবল্ বিদেশীদের দ্রুতগতিতে ওড়ার বিশেষত্ব আছে, কিন্তু যখন ভয় পায়, ছোট মাছিতেও ভয় পেয়ে যায়। একদিন তারা অতি খুশিতে উড়বে আর পরবর্তী দিনে তাদের চেহারা বদলে যাবে। এই নেচারকে এখন বদল করো। এর কারণ কি?

এইসবের মূল ফাউন্ডেশন হলো সহনশক্তির খামতি। শুরু থেকেই তোমাদের সহনশীলতার সংস্কার নেই, এই কারণে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে যাও। তোমরা জায়গা বদল করো অথবা যাদের সঙ্গে থেকে বিরক্তি উত্পাদন হয় সেই মানুষজনকে বদল করো কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করো না। এখন তোমাকে এই সংস্কার বদলাতে হবে। "আমাকে নিজেকে বদলাতে হবে!" জায়গা বা অন্যকে বদলানো নয় কিন্তু নিজেকে বদলাতে হবে। এটা বেশী করে তোমার স্মৃতিতে রাখো, বুঝেছ তোমরা? এখন ডাবল্ বিদেশী সংস্কার থেকে স্বদেশের সংস্কারে পরিবর্তন করে সেটা নিজের করে নাও। সহনশীলতার অবতার হয়ে যাও। তোমরা নিজেকে বলো, অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কারও থেকে বা কোনো কিছুর থেকে তোমরা অবশ্যই দূরে সরে যেও না বা ছেড়ে দিওনা।

হংস এবং বক পাখির (অ-জ্ঞানী আত্মা) অবস্থা আলাদা। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে কিন্তু সদা এদের প্রতি শুভ ভাবনা রাখার চেষ্টা (try), তোমার কর্তব্য। তাদের উদাহরণ আছে, যারা নিমিত্ত হয়েছিলো তাদের থেকে, যারা সম্পূর্ণভাবে অ্যান্টি তারা শুভ ভাবনার দ্বারা এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব, ফুল ফোর্সের সাথে তোমার শুভ ভাবনা উপযোগী করে তোলার চেষ্টা (ট্রাই) করতে হবে।

তারপরেও যদি না হয় তবে প্রতি পদক্ষেপে ডিরেকশন নাও কারণ, এইভাবে দূরে সরে যাওয়ায় কখনো কখনো তোমার ডিসসার্তিসও হয়ে যায়। আবার কখনো এমনও হয়, যে ব্রাহ্মণ আত্মারা আসে তাদের মধ্যে কিছু অভাব ঘটায় অন্য আত্মারাও ভাগ্য নেওয়ায় বঞ্চিত থেকে যায়, এইজন্য একদম প্রথমে নিজে এটা ট্রাই করো, পরে যদি তোমার মনে হয় যে এটা বড় প্রবলেম, তখন নিমিত্ত আত্মাদের দিয়ে ভেরিফাই করিয়ে নাও। তারপরে যদি তারা মনে করে যে তোমার পক্ষে সরে যাওয়াই ভালো, তুমি তবে সেটাই করো এবং তাহলে আলাদা হলেও তুমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেনা। তোমরা শুধু ডিরেকশন অনুসরণ করে চলো, তাহলেই তোমরা নিশ্চিন্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে তোমরা প্রবল তাড়নায় সবকিছু ছেড়ে দাও। যেমনই হোক, তোমরা নিজের ভুলের কারণে ছাড়ার পরেও সেই আত্মা তোমাকে ক্রমাগত নিজের দিকে টানতে থাকে এবং তোমার বুদ্ধিও সেইদিকে

আকৃষ্ট হয় আর সেটাও একটা বড় বিঘ্ন হয়ে যায়। শারীরিকভাবে তুমি আলাদা হয়েছ কিন্তু মনের হিসেবনিকেশ থাকার দরুণ, নিরন্তর তোমাকে টানতে থাকে। অতএব, নিমিত্ত আত্মাদের থেকে ভেরিফাই করাও, কেননা এটা কর্মের ফিলসফি। জবরদস্তি এড়িয়ে চললেও মন বারবার সেদিকেই টানবে। জ্ঞানস্বরূপ হয়ে কর্মের ফিলসফিকে চেনো এবং এটা ভেরিফাই করাও। তারপর, সমস্ত কর্মবন্ধনকে জ্ঞানযুক্ত হয়ে শেষে করো।

ব্রাহ্মণ আত্মারা যখন সবাই সমকক্ষ হয়ে যায়, তাদের মধ্যে ঈর্ষা উত্পন্ন হয়। আর তারপর ঈর্ষার কারণে সংস্কারের দ্বন্দ্ব হয়। যাই হোক, এর মধ্যে বিশেষভাবে ভাবো যে, কে তোমাদের সমতুল্য নিমিত্ত বানিয়েছেন! তাদের দিকে দেখো না, বরং ভাবো যে, অমুকে এসেছেন ডিউটি করতে অথবা অমুকে টিচার হয়ে গেছে বা নান্দার ওয়ান সার্ভিসেবল হয়ে গেছে। কে সেই আত্মাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন, সেই সম্পর্কে ভাবো। এমনকি যদি বিশেষ নিমিত্ত আত্মা দ্বারা তাদের ডিউটি দেওয়া হয়, তাহলেও ভাবো নিমিত্ত টিচারকে কে নিমিত্ত বানিয়েছেন! এর মধ্যে বাবা যদি মাঝখানে থাকেন তো মায়া পালিয়ে যাবে; ঈর্ষাও তখন পলায়মান হবে। যেমন কথায় আছে না – হয় বাপ নয় তো পাপ। যখন তোমরা বাবাকে তোমাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে দাও তখনই পাপ আসে। ঈর্ষাও পাপকর্ম তাই না! উদাহরণস্বরূপ, যদি বাবা কাউকে নিমিত্ত বানান, তাহলে জানবে, যে কার্য বাবা করেন তা কল্যাণকারী। যদি তার মধ্যকার এমন কোনকিছু যা তুমি পছন্দ করছনা, হতেও পারে সেটা রং, কারণ সবাই পুরুষার্থী। এমনকি যদি এটা ভুল হয়, তবে তুমি তোমার শুভ ভাবনা দিয়ে সেটা তোমার ওপরে, বড়দের দিয়ে দেওয়া উচিত। ঈর্ষার বশে নয়; যা বাবার সেবা তাই আমার সেবা – তোমার এই শুভ ভাবনা দিয়ে এবং শ্রেষ্ঠ দায়িত্বে বিষয়টাকে ওপরে অর্পণ করে দেওয়া উচিত। তাদেরকে এটা দেওয়ার পরে নিজে নিশ্চিত হয়ে যাও। পরে এটা ভেবোনা যে, তুমি তাদের সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলে অথচ কি হলো! আশ্চর্যের বিষয় যে কিছুই হয়নি। কিছু করা হয়েছে কি হয়নি, সেই দায়িত্ব বড়দের। শুভ ভাবনা দিয়ে তুমি তাদের বলেছিলে এবং নিজেকে বোঝাশূন্য করাই ছিলো তোমার কাজ। যদি দেখ, বড়দের এই ব্যাপারে খেয়াল নেই, তুমি তাদের দ্বিতীয়বার লেখো। যাই হোক, সেবার মনোভাব নিয়ে লেখো। নিমিত্ত যারা, তারা যদি বলে, তুমি সেই বিষয়টাকে ছেড়ে দাও, তবে নিজের সংকল্প এবং সময় বৃথা নষ্ট কোরোনা। ঈর্ষান্বিত হয়ো না। কিন্তু এটা কার কার্য আর কে তাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন, শুধু সেটা স্মরণ করো। কোন্ বিশেষত্বের কারণে তাদের বিশেষ বানানো হয়েছে? সেই বিশেষত্ব নিজে ধারণ করলে দ্রুতগামী (race) হয়ে যাবে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী(রীস) নয়। বুঝেছ তোমরা?

কখনও আপসেট হয়ো না। যদি কেউ কিছু বলল তো সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো কোন্ অভিপ্রায়ে সে এই কথা বলেছে। যদি সে সেটা স্পষ্ট না করে, তবে যারা নিমিত্ত হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করো যে সেই পরিস্থিতিতে তোমার দোষ ছিলো কিনা! যদি উপর থেকে ভেরিফাই হয়ে যায়, তোমার দোষ নেই তাহলে তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও। একটা জিনিস সবার বোঝা উচিত যে, ব্রাহ্মণ আত্মাদের দ্বারা এখানেই হিসেবনিকেশ চূকাতে হবে। ধর্মরাজপুরী থেকে বাঁচার জন্য ব্রাহ্মণ কোথাও না কোথাও নিমিত্ত হয়ে যায়। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পরিবারে কি হয় সেই সম্পর্কে ভয় পেয়োনা! ব্রাহ্মণ আত্মাদের হিসেবনিকেশ ব্রাহ্মণ আত্মাদের দ্বারাই চূকাতে হবে, এখন তা চুকে যাচ্ছে, এই খুশিতে থাকো। তোমার হিসেবনিকেশ অবিলম্বে সমাপ্ত হবে আর তারপর উন্নতি ছাড়া কিছু থাকবেনা। এখন

প্রতিজ্ঞা করো, তুমি ছোট ছোট ব্যাপারে কনফিউজ হবে না । তুমি প্রবলেম হবে না কিন্তু প্রবলেম নিবারণকারী হবে । বুঝেছ তোমরা ?

বরদান:- নিজের শক্তি বা গুণের দ্বারা দুর্বলকে শক্তিমান বানিয়ে শ্রেষ্ঠ দানী বা সহযোগী হও

শ্রেষ্ঠ স্থিতির সুযোগ্য বাচ্চাদের সর্বশক্তি আর সর্বগুণ, প্রয়োজনের সময় সদা সহযোগে থাকে । তাদের সেবার বিশেষ স্বরূপ হলো, বাবা দ্বারা প্রাপ্ত গুণ আর শক্তিকে অগুণানী আত্মাদের দান এবং ব্রাহ্মণ আত্মাদের সহযোগ দেওয়া । দুর্বলকে শক্তিশালী বানানো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান এবং সহযোগ । তোমরা যেমন বাণী দ্বারা বা মন্সা দ্বারা সেবা করো, সেইরকম প্রাপ্ত হওয়া গুণ আর শক্তির সহযোগ অন্য আত্মাদের দাও, প্রাপ্তি করাও ।

স্লোগান:- যারা তাদের দৃঢ় নিশ্চয় দিয়ে ভাগ্যকে নিশ্চিত করে, তারাই সদা নিশ্চিন্ত থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে সুখী করো, দেহী অভিমানী হও তাহলেই সময় সফল হতে থাকবে, বিকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকবে "

প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে মায়ার তালা লেগে যায় -- তাদের মুখে কি কথা থাকে ?

উত্তর :- তাদের মুখে এই কথাই থাকে যে আমাদের তো ডাইরেক্ট শিববাবার সঙ্গে কানেকশন । সম্প্রদোষে তারা নির্বোধ (মূঢ়বুদ্ধি) হয়ে যায়। সদগুরুর নিন্দা করে। যখন কেউ বলে আমাদের ডাইরেক্ট কানেকশন আছে তখন তাদের মুরলিও অনুপ্রেরণার দ্বারাই শোনা উচিত। এমন নিন্দুক বাচ্চারা টিকতে পারেনা। তাদের বুদ্ধিতে মায়া তালা লাগিয়ে দেয় ।

ওমশান্তি। এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম অভিমানী হয়েছ। বাবা দেহী- অভিমানী করেছেন। যত দেহী-অভিমানী হবে , বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করবে ততই বিকর্মজীত হবে। দেহ-অভিমানী হলে বিকর্ম ভঙ্গ্য হবেনা আরো বেশী বিকর্ম হতে থাকবে তার পরিণাম কি হবে ? এক তো দন্ড ভোগ করতে হবে আর পদ মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে বাবা যদি এই সময়ে আমরা শরীর ত্যাগ করি তবে ভবিষ্যতে আমাদের কিরূপ গতি হবে ? মৃত্যু তো সামনেই দাঁড়িয়ে। ব্রাহ্মণ কুল ভূষণের একেবারেই দুঃখ অনুভব হওয়া উচিত নয়। তাদেরই বলা হয় মহাবীর। শাস্ত্রে তো স্থূলরূপে কথা গুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ তো হল জ্ঞানের কথা। তোমরা বাচ্চারা জানো -- নিরাকার শিববাবা আত্মাকে সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন যে তোমার আত্মাতে কি কি পাট ভরা আছে। বাবা-ই বসে বোঝাচ্ছেন -- মানুষ তো দেহী-অভিমানী নয়। দেহী রূপের পিতাকে তারা জানেনা যথার্থ ভাবে, তাই একেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। কলিযুগকে ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগকে ঘোর আলোকময় বলা হয়। আত্মারা সবাই কালো অর্থাৎ ব্ল্যাক আউট হয়েছে। সত্যযুগে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা উজ্জ্বল আলোয় ছিল। এই ভারতেই দীপ মালা অর্থাৎ দীপাবলী উৎসব পালন হয়। তোমরা জানো এখানে আমাদের আত্মা ঘোর অন্ধকারে আছে। বাবা ঘোর আলোতে নিয়ে যান। আত্মারা কিছুই জানেনা যে আমরা কত জন্ম নিয়ে থাকি আর কিভাবে। এখন তোমরা জানতে পেরেছ -- বাবা দ্বারা আমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান প্রাপ্ত করি। দুনিয়ায় কেউ তোমাকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিতে পারবেনা। সে না আত্মাকে জানে আর না পরমাত্মাকে জানে। যদিও বলে দেয় আমি হলাম আত্মা , কিন্তু আত্মা কি বস্তু , সেসব কিছুই জানেনা। ক্রকুটির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেও কি হবে ! তাতে কি পাট ভরা আছে , কত জন্ম নিচ্ছে ? এই জ্ঞান কেউ জানেনা। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন , সেলফ রিয়ালিজেসন করাচ্ছেন। কাউকে জিজ্ঞেস কর আত্মার পিতা কে ? কেউ বলবে শ্রীকৃষ্ণ , কেউ বলবে মহাবীর।

আমরা হলাম আত্মা, আমাদের পিতা হলেন নিরাকার শিব। একজনও এইরূপ বলতে পারবেনা। না তো রচয়িতা , না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে , তাই তাদের নাস্তিক বলা হয়। বাবা বলেন তোমরা নাস্তিক শুদ্ধ ছিলে। এখন ব্রাহ্মণ আস্তিক হয়েছো। বাবা পরিচয় দেন যে আমি কি পাট প্লে করি। কেউ বাবার পরিচয় দিতে পারবে না । বাবার পাট কি, বোঝাতে পারবেনা। তোমরাও ক্রম অনুসারে বুঝেছ। দেহী-অভিমানী হওয়ার দরুন স্থিতি শ্রেষ্ঠ থাকে। দেহ অভিমানে এসে পরদর্শন পরচিন্তনে ব্যস্ত হয়ে যাও , তাই উঁচু পদমর্যাদা লাভ করতে পারো না । না বিকর্মের

বিনাশ হয়। বাবা বোঝান খুব ভালো করে। জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ - এর অর্থ কত সহজ। তোমরা জীবিত অবস্থাতেই মৃত স্বরূপ হয়ে আছ। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ কর। আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে, সেসবও জানো, বাবাকেও জানো যে তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। ভারত-ই পাবন শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন তো পতিত হয়েছে। কিন্তু নিজেকে খোড়াই পতিত ভাবছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে প্রথমে তো কেউ কাজের ছিল না। সবাই ছিল মৃত, সব কবরখানা হয়ে আছে। এবারে পুনরায় পরিস্থানের মালিক হতে যাচ্ছে। ভারত পরিস্থান ছিল, এখন কবরখানা হয়েছে। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিয়েই চলেছে। বাবা বলেন যে এখন তোমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে সুখী করো। দেহী-অভিমানী না হওয়ার দরুন সময় নষ্ট করতেই থাকে। ক্ষণে ক্ষণে দেহ-অভিমান এসে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের কখনো দুঃখীহওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ তো দুঃখের প্রভাবে এসে যায়। কেউ ভাবে বাবা রামরাজ্যের স্থাপনা করছেন, রাবণ রাজ্যের বিনাশ হবে, এতে কোনো ভয়ের কথা নেই। হ্যাঁ, সরকারী আদেশে বাড়ী খালি করে দিতে হয়। বাবার স্মরণে শরীর ত্যাগ হলেও ভালো। সর্বদা তৈরি থাকা উচিত।

মায়ার আক্রমণ ভালো ভালো বাচ্চাদের উপরেও হয়। কেউ এমন নির্বোধ (মূর্খ) হয়ে যায় যে, বলে আমাদের তো ডাইরেক্ট শিববাবার সঙ্গে কানেকশন আছে। কিন্তু ব্রহ্মার সামনে তো আসতেই হবে তাইনা। আচ্ছা, বাড়িতে যদি বসে থাকো তবে মুরলী কিভাবে শুনবে! কি করবে? কেউ কেউ বলে ব্রহ্মা হলেন পুরুষার্থী, আমরাও পুরুষার্থী। পড়ে তো সবাই শিববাবার কাছে, কিন্তু ব্রহ্মার কাছে আসবে তবে তো শুনবে, তাইনা! অনুপ্রেরণা দ্বারা শুনে দেখাও তবে। কখনো কখনো বাবা তাদের মুরলী পাওয়াও বন্ধ করে দেন। ব্রহ্মা দ্বারা জন্ম হয়েছে, কিন্তু মরে গেলে তো সব খতম। বর্ষা কিভাবে প্রাপ্ত হবে। এমন মন্দ বুদ্ধি যাদের, তারা সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায়। তারপর তাদের কিরূপ গতি হবে? সদগুরু নিন্দা করলে কোথাও ঠাঁই হবেনা। গুরু ব্রহ্মা বলা হয় কিনা। গুরু বিষ্ণু, গুরু শঙ্কর বলা হয়না। গুরু হলেন শুধুমাত্র ব্রহ্মা। তোমরা কন্যারাও হলে মাতা গুরু। সদগুরু দ্বারা এইরূপ হয়েছে, কলিযুগী গুরুর দ্বারা নয়। তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়েছে। তোমাদের হল রুহানী যাত্রা। পরিশ্রম আছে, মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয় তখন উল্টো পাল্টা বলতে থাকে। সময় নষ্ট করে। আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

বাপদাদার হস্ত লিখিত পত্রের প্রতিলিপি

জ্ঞান সাগর পতিত পাবন নিরাকার শিব ভগবানুবাচ, নিজ রথ প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সর্ব ব্রাহ্মণ কুলভূষণ ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের প্রতি-

হে বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে পতিত-পাবনকে পতিত দুনিয়ায় এসে পতিত দেহে প্রবেশ করতে হয়, সেই পতিত দেহ কোনটি? যে ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে এখন অন্তিম জন্মে

রয়েছে। প্রথম জন্ম হল পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ- শ্রীরাধে, স্বয়ম্বরের পরে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এখন সেই দেবতা ধর্ম নেই। অনেক অধর্ম আছে। এবারে বাবা এসে পুনরায় সেই সত্যযুগী দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখবংশী বাচ্চারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী নামে খ্যাত হয়। আত্মা রূপে ভাই ভাই হয়। তারপর ব্রহ্মা দ্বারা এডপ্ট হলে ভাই বোন হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের বরসা প্রাপ্তি হয় পরম পিতা পরমাত্মার কাছে। শিববাবা নিজের বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলেন , এবারে দেহী অভিমানী বা আত্ম অভিমানী হও এবং আমাকে, নিজ বেহদের পিতাকে স্মরণ করো , মাথায় যে জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা আছে সেসব এই যোগ অগ্নি বা স্মরণ দ্বারা ভস্মীভূত হবে। দেহের অভিমান ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে, বেহদের পিতা পরম পিতাকে স্মরণ কর তাহলেই তোমরা পুনরায় পবিত্র সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। দ্বাপরে যখন রাবণ রাজ্যের স্থাপনা হয় তখন থেকে আত্মা যে সত্যিকারের সোনার মতন হয় , যাকে সত্যপ্রধান গোল্ডেন এজ স্বর্ণযুগ বলা হয় , সে-ই শেষ সময়ে লৌহ যুগী আয়রন এজড তমোপ্রধানে পরিণত হয় অর্থাৎ সত্যযুগে যে পবিত্র হয় সেই কলিযুগে পতিতে পরিণত হয়। পুনরায় পবিত্র হতে ভারতবাসী বিশেষভাবে পতিত পাবন বাবাকে খুব স্মরণ করে কারণ আমার অবতরণ এই ব্রহ্মা রখেই হয়। এই ভাগ্যশালী রথের নাম তো অন্য থাকে , তাকে আপন করি। তাঁর ভিতরে প্রবেশ করে ব্রহ্মা নাম রাখি। কল্প পূর্বেও ড্রামা অনুসারে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করে সেই ব্রহ্মাকুমার বা কুমারীদের দ্বারা পতিত ভারতকে পবিত্র করি তবুও যদিও কল্পের অন্তে পতিত হয়ে আত্মা ৮৪ - র চক্র পূর্ণ করে তাই সেই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে আসতে হয়। কল্প কল্প অর্থাৎ প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমায়, সকলের পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে , ভক্তি মার্গে। এই অন্তিম সময়ে যখন ভক্তিমার্গ শেষ হয় তখন আসি। ভক্তি মার্গে হল দ্বাপর থেকে অবরোহন মার্গ , নীচে নামার মার্গ। রাবণ অর্থাৎ পাঁচ বিকারের জন্যে সকলের অবরোহন মার্গ হয় আর মানুষ পতিত হয়ে দুর্গতি লাভ করে। আমি ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরু । আমার তো কোনো পিতা, শিক্ষক, গুরু নেই। ভারতবাসী আসুরী সম্প্রদায় যে সত্যযুগে দৈবী সম্প্রদায় ছিল তাদের পিতা হই কিন্তু তাদের পুনরায় সূর্যবংশী দেবী-দেবতায় পরিণত করতে , যারা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী হয় , কল্প পূর্বের মতন তাদের শিক্ষক হই। তাদের সত্য জ্ঞান প্রদান করি। সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়ে তাদের ত্রিকালদর্শী করি। যাতে ক্রমানুযায়ী কল্প পূর্বের মতন চক্রবর্তী সূর্যবংশী দৈবী স্বরাজ্য পুনরায় স্থাপন হয়। বাচ্চাদের প্রমাণ করে বলা হচ্ছে যে তোমরা হলে এই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ । দৈবী কুলের চেয়েও এই কুল হল উত্তম শ্রেষ্ঠ কেননা তোমরা ঈশ্বরীয় কুলে আছো। ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ শ্রেষ্ঠাচারী বৈকুণ্ঠ দৈবী স্বরাজ্য ছিল , তখন তোমরা সূর্যবংশী দেবী দেবতা ছিলে পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বংশে এসেছ। এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছে। একেই ৮৪জন্মের চক্র বলা হয়। সবাইতো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেনা, পরের দিকে অনেক ধর্ম দ্বাপর থেকে মঠ আশ্রম ইত্যাদি স্থাপন হয়েছে এবং সৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের ফাউন্ডেশন, যে বৃক্ষটিকে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। অর্থাৎ শিববাবা হলেন মনুষ্য মাত্রের বাবা , পিতা এবং ব্রহ্মা হলেন গ্র্যান্ড ফাদার। মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ বা জিনলোজিক্যাল ট্রি এর প্রথম মানুষ হল আদম বা এডম বা প্রজাপিতা ব্রহ্মা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও মুখ বংশধারী , পরম পিতা আমি পরমাত্মা শিবের সাহায্যে সহজ রাজ যোগ ও জ্ঞান লাভ করে ঘন সুখের আলোয় প্রবেশ করে । গায়নও আছে জ্ঞান সূর্য প্রকট জ্ঞান সূর্য পতিত পাবন পরম পিতা পরমাত্মা কে বলা হয়। তোমরা জ্ঞান প্রকাশের আলোয় আছো , বাকিরা সবাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আছে।

২. বাচ্চারা জ্ঞান শুনেছে আর বাবা বললেই বর্সা প্রাপ্তি তো হবেই। এক বাবাকে এবং দ্বিতীয় সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করতে হবে আর তো কোনো কষ্ট নেই। বাবা জানেন যে বাচ্চারা ভক্তিমার্গে অনেক কষ্ট করেছে, এখন আর কি কষ্ট দেওয়া যায় বাচ্চাদের। ভক্তিতে যত পরিশ্রম এখানে ততই চুপ করে থাকতে হবে। যত যোগে থাকবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বলে হয় না ... স্বমেব মাতা চ পিতা স্বমেব অন্য লৌকিক মাতা পিতা , ভাই, বন্ধু এই সময় সবাই দুঃখ দেয়। ইনি সবাইকে সুখ দেন , সদা সুখী করে দেন। আচ্ছা।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম উঁচু থেকে উঁচু অতি উত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ -- এই খুশীতে থাকতে হবে। স্বয়ং ভগবান পিতা, শিক্ষক ও গুরু রূপে আমাদের কাছে এসেছেন এই স্মৃতিতেই সর্বদা আনন্দিত থাকতে হবে।

২) কোনো কথায় দুঃখ অনুভব করবে না । অযথা কথাবার্তায় সময় নষ্ট করবে না।

বরদান :- বিপরীত ভাবনা গুলি সমাপ্ত করে অব্যক্ত স্থিতির অনুভবকারী সদ্ভাবনা সম্পন্ন হও।

ব্যাখ্যা: জীবনে উত্তরণ কলা বা অধঃপতন কলার আধার হল দুটি কথা -- ভাবনা এবং ভাব। সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা, স্নেহপূর্ণ সহযোগ দেওয়ার ভাবনা, নির্ভয় ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির ভাবনা, আত্মিক স্বরূপের ভাবনা বা আপন করে নেওয়ার ভাবনাই হল সদ্ভাবনা , এমন ভাবনা যুক্ত আত্মারাই অব্যক্ত স্থিতিতে স্থিত হতে পারে। যদি এর বিপরীত ভাবনা আছে তাহলে ব্যক্ত ভাব নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। কোনো রকম বিঘ্নের মূল কারণ হল এই বিপরীত ভাবনা গুলির উপস্থিতি।

শ্লোগান - সর্বশক্তিমান বাবা যার সঙ্গে আছেন, মায়া হল তার সামনে কাগজের বাঘ (পেপার টাইগার) ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ছাত্র, কোনো অবস্থাতেই তোমাদের একদিনও পড়া মিস করা উচিত নয়, পড়বে লিখবে তবেই তো নবাব হতে পারবে।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চাদের মুরলীর ওপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন আছে তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- যারা মনযোগ সহকারে রোজ মুরলী শোনে তারা খুব ভালোভাবে জানে - বাবা কে এবং কি কেননা বাবার মহাবাক্য হলো যে আমি যা বা যেমন, কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে সেভাবে চিনতে পারে। যদি পড়ায় মনযোগ না থাকে তাহলে বুদ্ধিতে এই কথা বসে না যে এই শ্রীমত ভগবান দিচ্ছেন। তারা কখনো শুনবে আবার কখনো শুনবে না। তাদের বুদ্ধির তালো বন্ধ হয়ে যায়। তারা বাবার নির্দেশে চলতে পারে না।

গীত :- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এসো.....

ওম শান্তি। বাচ্চারা এখন বোঝে যে, আমরা হলাম জ্ঞান সাগরের সন্তান, এই জ্ঞান সাগরের দ্বারাই আমরা এখন এই সৃষ্টিচক্রের বা নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছি। দুনিয়াতে তো আর কোনো মানুষ নেই যাদের বুদ্ধিতে এই নাটকের জ্ঞান আছে। তোমাদের মধ্যেও সকলে এক ধরনের জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই ভারত হলো অবিনাশী থণ্ড। এই ভারতই সত্যথণ্ড এবং মিথ্যাথণ্ড হয়। সত্যথণ্ডকে স্বর্গ আর মিথ্যাথণ্ডকে নরক বলা হয়। এখানে কোনো কোনো বাচ্চা ভাবে যে, এই জ্ঞান তো আমরা রোজই শুনছি। এ খোড়াই কোনো নতুন কথা। এই জ্ঞানকে তারা সম্পূর্ণ ধারণা করে না। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ছাত্র। একদিনও পড়া মিস করা চলবে না। এই পড়া হলো মহামূল্যবান। কেউ যদি অসুস্থও থাকে তাহলেও এখানে এসে বসলে, মহাবাক্যই তো শুনবে, তাই না। শুনতে শুনতে যদি প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়েও যায় তবুও অনেক উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ হলো বড় হাসপাতাল। রাতদিন এই পড়ার অনেক শখ থাকা চাই। মাতা - পিতারও তো রাতদিন এই শখ আছে, তাই না। ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। ভগবানউবাচঃ -- হে বাচ্চারা, তোমরা তো খুব ভালোভাবেই জানো - তোমরা তো বলবে এই লড়াই ৫০০০ বছর আগেও হয়েছিলো। আগে তোমরা জানতে না কিন্তু এখন বাবা বুঝিয়েছেন তাই সব বুঝতে পারো। তাই ছাত্রদের কাজই হলো যে জ্ঞান তোমরা পেয়েছো, তাকে ধারণা করা। এখানে মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্রতার। আত্মা তো আয়রণ এজে এসে কালো হয়ে গেছে - খাদ জমা হয়েছে, তাকে এবার বের করতে হবে। তোমাদের আত্মাদের ভিতরে এই খেয়াল আসা উচিত। শিববাবা আমাদের সাথে কথা বলছেন। তাই আত্মা - অভিমানী হতে হবে। আত্মা - অভিমানী এখানে পরমপিতা পরমাত্মাই বানান আর কারোরই এমন শক্তি নেই যে আত্মা - অভিমানী হয়ে বসে তোমাদের বোঝাবে। যদিও তারা বলে আমিই ঈশ্বর, আমিই অমুক। কিন্তু কিছুই জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা সারা সৃষ্টি চক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানি। ধারণা করাতেও নম্বরের ক্রম আছে। শুধু এখানেই নয়, যেখানে সেন্টার আছে, সেখানেও এই নম্বরের ক্রম আছে। ছাত্ররা কেউই এক সমান হয় না। কেউ মাসে ২০ দিন আসে কেউ আবার ঠিকঠাক আসে। যেখানেই তোমরা যাও না কেন, সেখানেও রেগুলার হতে হবে। মুরলী না পড়লে অ্যাবসেন্ট করে দেওয়া হয়। যদি তারা সেন্টারে আসে বা মুরলী পড়ে তাহলে অ্যাবসেন্ট করা হয় না। আর কোনো স্কুলে এমন হয় না। এখান থেকে বাইরে গেলে তাদের কিছু

না কিছু পড়ার জন্য দেওয়া হয়। যদি কেউ হাসপাতালে থাকে তোমরা সেখানে গিয়েও মুরলী শোনাতে পারো। এ হলো খুব মূল্যবান জ্ঞান। এ তো তোমরা জানো -- এখন তোমরা যত বাবার কাছে থাকবে কল্প কল্পান্তরেও তেমনই বাবার কাছে থাকবে। এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পড়া, এতে খুবই মনযোগের প্রয়োজন। এমন অনেক বাচ্চা আছে যাদের মায়া একেবারে নাক ধরে নেয়। তবুও স্মরণে থাকে না যে আমি গড ফাদারের ছাত্র। গায়ন আছে যে গজকে গ্রহ খেয়ে ফেলেছিলো। এ এখানকারই কথা। কুসঙ্গ হওয়াতে ফসল সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে নষ্ট হয়ে যায়। খুব অল্পরই আছে যারা মনযোগ দিয়ে পড়ে। বাবা বলেন, আমি যে বা যেমন, বিশেষ কেউই আমাকে বুঝতে পারে। যারা পড়ে না তাদের কোনো কথা বললে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। ভগবান আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন.... একথা বুদ্ধিতে থাকে না। সম্পূর্ণ যোগ না হওয়ার কারণে মায়া বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে দেয়। তারা এই দণ্ড পায় কারণ তারা বাবার নির্দেশ অনুযায়ী চলে না। বাবা বলেন যে আমি এত দূর থেকে এসেছি তোমাদের পড়াতে। তোমরা তো শ্রীমত মানো না তাহলে তোমাদের কি গতি হবে। ভগবান নিজে বসে পড়ান। তিনি আশ্রয় দেন। এমন নয় যে তিনি প্রেরণা দেন, এখানে প্রেরণার কোনো কথাই নেই। এই নাটক তো বানানোই আছে। এ হলো অনাদি। এ তো পতিত মানুষ বলে যে পরমাত্মার প্রেরণাতেই এই কাজ হয়। কিন্তু এমন তো হয় না। এই নাটকের রহস্য কোনো সাধু - সন্তও জানে না। বাবা আগেও বলেছিলেন -- বিষ্ণুর এক বিরাট রূপের বড় চিত্র বানাও। দুনিয়ার মানুষ তো ভুল চিত্র বানায়। দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রও দেখানো হয়। কোনো জ্ঞানই সম্পূর্ণভাবে জানে না। শুধু এমনিতেই বলে দেয় - অর্থ কিছুই বোঝে না। বিরাট রূপ খুবই বিখ্যাত। তাও বড় বানানো উচিত। যদিও আমাদের এই চিত্রতেও আছে - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু বাবা বলেন যে বিষ্ণুর চিত্র বানানো উচিত। ওপরে টিকিও দেওয়া চাই। শিববাবাকেও ওপরে রাখা চাই। তিনি হলেন তারার মতো। এরপর ব্রাহ্মণদের টিকি। ইংরাজীতেও লেখা - এই বি.কে ব্রাহ্মণ বর্ণ হলো এক জন্মের। এ হলো মহামূল্যবান জন্ম। এ হলো লিপ জন্ম এবং লিপ যুগ। এ হলো উচ্চ থেকে উচ্চতর যুগ, এই যুগকে কেউই জানে না। কোনো শাস্ত্রতেও এই যুগের কথা নেই। পতিত - পাবন বাবাকে যখন ডাকে এর অর্থ তো এ হলো কলিযুগের অন্ত। সঙ্গমযুগ তো কেউই জানে না। বাবা বলেন - এও বোঝাও। ব্রাহ্মণ জন্ম হলো এক জন্ম আর দেবতা জন্ম জন্ম এত আর এত সময়ের। তোমরা খ্রিস্টিয়ানদেরও দেখাও - দু হাজার বছর আগে। এরপর সবার পাঁট পুরো হয়ে আসে তাই সব পরিষ্কার করে লেখা চাই। ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ তারপর ঋত্রিয় বর্ণ রামরাজ্য। এখন তো সবাই শূদ্র বর্ণের। বিরাট রূপ দেখাতে হবে। এই সম্পূর্ণ খেলা ভারতের ওপরই বানানো আছে। ভারতই পবিত্র আর ভারতই পতিত হয়। বাকি সবই বাইপ্ল্যাট, তাদের এই বর্ণের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বাবা ভারতের মহিমা বুঝিয়ে বলেছেন। এ হলো অবিনাশী খণ্ড যার বিনাশ হয় না। এও তোমরা জানো যে বরাবর সত্য যুগে আর কোনো খণ্ড থাকে না। এই সমস্ত পরে হয়েছে। আবার সব শেষ হয়ে যাবে। ভারতই অবিনাশী খণ্ড থাকবে বাকি সবই শেষ হয়ে যাবে। নাম নিশানও তার হারিয়ে যায়। এই জ্ঞান এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে আর কেউই জানে না। ভারত একসময় পবিত্র থেকে পবিত্র খণ্ড ছিলো। ভারতকে বলা হতো ধর্মক্ষেত্র। দান - পুণ্য এখানে যা হতো আর কোথাও তা হতো না। এখানেই তোমাদের আবার নতুন করে বিশ্বের মালিকত্বের আশীর্বাদী বর্ষা দেওয়া হয়। তোমরা এত উঁচু বর্ষা নিয়ে থাকো। তোমাদের এই আশীর্বাদী বর্ষা একসময় ছিলো তারপর হারিয়ে গেছে। হার - জিত তো হয়, তাই না। তোমরা এখন জানো যে আমরা এখন জিতছি এরপর আবার হারবো। এই হার এবং জিতের রহস্য বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকবে। কেমনভাবে আমরা জিত পাই আবার কেমনভাবে হেরে

যাই । সত্যযুগে এই জ্ঞান খোড়াই থাকে । সেখানে তো প্রালঙ্ ভোগ করে । এই রাজ্য আমরা কোথা থেকে নিয়েছিলাম -- সেও ওখানে জানতে পারবো না । এখনই বাবার দ্বারা তোমরা নলেজফুল হও । এই জ্ঞানের আধারেই তোমরা সেখানে প্রালঙ্ পাও । এই নাটকের রিল ঘুরতে থাকে যা ইমার্জ হয় সেই অনুসারে তোমাদের অভিনয় চলতে থাকে । ৮৪ জন্মের অভিনয় এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । আল্লা কতো ছোটো -- তাতেই সমস্ত পার্ট ভরা আছে, যা রিপোর্ট হতে থাকে । একেই প্রকৃতি বলা হয় । এই প্রকৃতিকে কেউই জানে না । এতো ছোটো আল্লাতে কত বড় পার্ট ভরা আছে যা কখনোই বিনাশ হয় না । এই বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিই আমাদের বিনাশের প্রবন্ধ করছে । তোমরা আল্লার উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করছো । তারা বোঝায় -- আমরা এখন তারা এবং চাঁদের কাছাকাছি এসেছি, চাঁদে জমি নেবো । তারা এই আবিষ্কারকে খুব গুরুত্ব দেয় । আমরা তো বলি এইসব আমাদের মৃত্যুর জন্যই তৈরী হচ্ছে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো -- এইসব তৈরী হচ্ছে স্বর্গের গেট খোলার জন্য । এই লড়াই ছাড়া স্বর্গের গেট কিভাবে খুলবে ? পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হওয়া চাই, তাই না । এই কথা বিদ্বান, পণ্ডিত ইত্যাদি খোড়াই জানে । এই কথা তোমরা জানো যে নাটকের নিয়ম অনুসারে এ সবই নিহিত আছে । তাই বাচ্চারা তোমাদের এই পড়া পড়তে হবে । কেউ কেউ তো শুনতে শুনতে, পড়তে পড়তেই শেষ হয়ে যায় । কেউ তো এমনভাবে বসে থাকে যে শোনেই না । নিজের ধারণা হলেই তো অন্যকে বোঝাতে পারবে । ধারণাই যদি না হয়, সেবাই যদি না করো তাহলে কি পদ পাবে - হ্যাঁ স্বর্গে যাবে । রাজস্বে আসবে কিন্তু সবাই তো আর রাজা হবে না । পড়লে লিখলেই নবাব হতে পারবে । যারা পড়বে না বা পড়াবে না তারা অন্যের কাছে নত হয়ে যাবে । এ তো হতেই হবে । সেখানে গিয়ে চাকরী করবে । রাজস্বে আসবে কিন্তু চাকরী করবে । প্রজা তো অনেকই হয় । লাথের আন্দাজে প্রজা তৈরী হয়, তাদেরও তো সেবক থাকবে । প্রদর্শনীতে তো অনেকেই শুনবে । কিছু না কিছু তাদের বুদ্ধিতে বসবেই । তারাই আসবে যারা স্বর্গে থাকবে । সন্ন্যাস ধর্মের লোকেরা খোড়াই আসবে । যারা অল্প কিছু শুনবে তারা প্রজাতে চলে আসবে । যোগ তো করেই না, তাই বিকর্মও বিনাশ হয় না তাই পদ কোথা থেকে পাবে ? তাই বাচ্চাদের সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলা হয় । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । স্থাপনা তো অবশ্যই এই সঙ্গমে হবে, তাই না । বাবা বলেন আমি আসি কল্পের এই সঙ্গম যুগেই । দুনিয়ার মানুষ যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে । তাও চার যুগ বা পাঁচ যুগ বলা, কিন্তু এতো অবতার কেন দেখানো হয়েছে । পরশুরাম অবতার, কচ্ছ - মচ্ছ অবতার, পরশুরাম অবতারের জন্য আবার দেখানো হয়েছে ... কুড়ল দিয়ে সব ঋত্বিকদের মেরে ফেলেছে । বাবা বলেন -- এ কি করে হবে । ভগবান কি এমন হিংসার কাজ কুড়ল দিয়ে করতে পারে ? মানুষ যা শোনে তাই সত্যি সত্যি করতে থাকে । অসত্য কথাকেও তারা সত্য মেনে নেয় । বাবা বলেন এই সব কথাই অসত্য । কোনো কথাই সত্য নয় । কাউকে বললেই সে বিগড়ে যায় । বাবা বলেন বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করো । ইঁদুর এমন বুদ্ধি করে দংশন করে যে সম্পূর্ণ মাংস খেয়ে নেয় কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমাদের অনেক যুক্তি করে চলা দরকার । বাবা তো খুব ভালোভাবে বোঝান কিন্তু কেউ ধারণাই করতে পারে না । মুখ্য বিষয় হলো একটাই । বাবা বলেন, আমাকেই স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্মের বোঝা শেষ হয়ে যাবে । যোগ অগ্নি ছাড়া এই খাদ বের হবে না । না হলে কড়া সাজা খেতে হবে । তোমাদের তো পাস উইথ অনার হতে হবে । প্রজা তো অনেক হয়, নম্বর অনুসারে । বাকি রাজা হওয়ার জন্য পরিশ্রম চাই । শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে । অনেকেই চলতে চলতে পড়া ছেড়ে দেয় । আরে , গড ফাদার বসে আছে, যেখানে এই জীবন সেখানে তো জ্ঞান অমৃত পান

করতেই হবে । এ হলো ঈশ্বরীয় পড়া । পড়তে পড়তেই নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হয়ে যাবে । ক্লাস, নম্বর অনুযায়ী ট্রান্সফার হবে । এও সম্পূর্ণ পুরুষার্থের ওপর । মানুষ বলে ...হে পতিত পাবন এসো, তাহলে অবশ্যই এই কলিযুগের অন্তিম সময় হবে, তখনই আসবেন । বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান । দুনিয়াতে অন্ধ বিশ্বাস থাকার কারণে, যে যা শোনায়ে তাই সত্যি সত্যি করতে থাকে । কিছুই বোঝে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার আজ্ঞার অমান্য করা যাবে না । কুসঙ্গ থেকে বাঁচতে হবে । রোজ অবশ্যই মুরলী পড়তে বা শুনতে হবে ।

২) বিকর্মের বোঝা সমাপ্ত করার জন্য বাবার স্মরণে থাকতে হবে । যতদিন বাঁচবে -- জ্ঞান অমৃত পান করতে থাকবে ।

বরদান :- শুভ ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা সকলের প্রিয় হয়ে বিজয় মালায় থেকে বিজয়ী হও ।

যে, যেভাবেই বলুক বা চলুক না কেন তুমি কিন্তু সর্বদা প্রত্যেকের প্রতি শুভ ভাব, শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করো, এতে বিজয়ী হও তাহলেই মালায় গ্রথিত হওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে, কেননা সকলের প্রিয় হওয়ার সাধন হলো সম্বন্ধ এবং সম্পর্কে প্রত্যেকের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করা । এমন শ্রেষ্ঠ ভাবধারীরা সদা সকলকে সুখের দান করবে আর সুখ নেবে । এও হলো সেবা তথা শুভ ভাবনা, মনের সেবার শ্রেষ্ঠ সাধন । তাই এমন যারা সেবা করে তারা বিজয় মালার মণি হয়ে যায় ।

স্লোগান :- কর্মে যোগের অনুভব করাই হলো কর্মযোগী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় সবার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে পরিণত হয়েছে, কারণ সবাই পতিত, তোমাদের এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে সবার ভাগ্য জাগাতে হবে, সবাইকে পবিত্র হওয়ার পথ দেখাতে হবে"

প্রশ্ন: - সবচেয়ে খারাপ ক্রিয়াকলাপ কোনটা যা অতিশয় ক্ষতির কারণ ?

উত্তর: - পরস্পরকে পাথর নিষ্ক্ষেপ করা, অর্থাৎ কটু কথায় কাউকে আঘাত করা, এটাই সবচেয়ে খারাপ ক্রিয়াকলাপ, এটাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ। বাচ্চারা, তোমাদের এখন @রূপ-বসন্ত হতে হবে এবং ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। তোমাদের মুখ থেকে সদা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বের হতে হবে। স্বর্গের দ্বারা আত্মাদের রূপবান বানাতে হবে আর বাবা, যিনি তোমাদের জ্ঞানরত্ন দেন তা দান করতে হবে। খুব মিষ্টি কথা বলতে হবে। যারা কটু কথা বলে তাদের থেকে সরে যেতে হবে।

গীত:- ভোলানাথের থেকেও কেউ নয় যে অনুপম ...

ওম্ শান্তি। বাবা সদাই ভোলাভালা। এক হল হদের বাবা আর দ্বিতীয় হল বেহদের বাবা, লৌকিক এবং পারলৌকিক বাবা। তোমরা ব্রাহ্মণরা তোমাদের লৌকিক এবং পারলৌকিক বাবা, উভয়কেই চেনো। লৌকিক বাবাও ভোলা। তারা বাচ্চাকে জন্ম দিয়ে, তাদের দেখাশোনা করে, কঠোর পরিশ্রম করে সবকিছু তাদের দিয়ে দেয়। এমনকি তারা অর্থ উপার্জন করতে মিথ্যারও আশ্রয় নেয়, যাতে মৃত্যুকালে সে তার নাতিনাতিদের জন্য রেখে যেতে পারে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রবল স্নেহ থাকে। বাচ্চা তার শৈশবেই বাবা, বাবা বলতে শুরু করে। 'বাবুল' শব্দ অতি মধুর। তোমরা বাচ্চারা এখন বেহদের বাবাকেও জেনেছ। বেহদের বাবা বিস্ময়কর কার্যসমূহ সম্পাদন করেছেন। তিনি বেহদের কত নলেজ তোমাদের দিয়েছেন। লৌকিক বাবা তা তোমাদের বোঝাতে পারেনা। যদিও সে তোমাদের ধনসম্পত্তি দেয় কিন্তু দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে পারেনা। একমাত্র ভগবান ভোলানাথই নষ্ট সবকিছু ঠিক করে দিতে পারেন। প্রতি কল্পে একমাত্র তিনিই যাকিছু নষ্ট হয়ে আছে সেইসব ঠিক করেন এবং এক তিনিই সবাইকে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন। কোনো লৌকিক বাবা, টিচার বা গুরু তোমাদের বেহদের মালিক বানাতে পারেনা। বেহদের বাবা অথবা রচনার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান কারও জানা নেই। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বরক্রম পুরুষার্থী বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই আছে বেহদের চক্র কিভাবে ঘোরে! তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এটাই আমাদের পুরুষার্থ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা নিশ্চয়ই পুরুষার্থ করবো। কল্পে কল্পে যেমন শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করেছিলে, ঠিক একইরকমভাবে তোমরা প্রত্যেকে এখন তা করছ, তোমাদের সবকিছু দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করছ। তোমরা দেখতে পারছো সব ভাইবোনেরা সবকিছু সংস্কারসাধন করার পুরুষার্থ করছে। ভারতবাসী ডাকে, হে পতিত-পাবন এসো, সব ভুলকে ঠিক করে দিতে হে সর্বশক্তিমান এসো। রাবণই সবকিছু ভুল করে দিয়েছে। যাতে তোমরা ধর্মব্রষ্ট হয়েছ, কর্মব্রষ্ট হয়েছ। তোমরা বাচ্চারা এখন এইসব বাবার থেকে জেনেছ। মানুষ সৃষ্টি, যাকে কল্প বৃক্ষও বলা হয়ে থাকে, তা অতি প্রসিদ্ধ। এর রহস্যও এখন তোমাদের বুদ্ধিতে। মানুষ যখন তোমাদের ছবি আর কিভাবে তোমরা পাঁচ হাজার বছরের কল্প বৃক্ষ বানিয়েছ দেখে, তারা বলে, সেই সমস্ত তোমাদের কল্পনা। আমরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝাই। তারা বটবৃক্ষের (বেনিয়ান ট্রি) সাথেও কল্পবৃক্ষের তুলনা করে। তারা এও বলে

যে, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল যা এখন লুপ্ত। ড্রামা অনুসারে, সমস্ত বাকি ধর্মগুলো এখন বিদ্যমান। স্বর্গের মুখ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি যার মহিমা গাওয়া হয়, রিপোর্ট হতে হবে। স্বর্গের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি সবচেয়ে ভালো। সবাই বলে, আমরা রামরাজ্য চাই, যেখানে দুঃখের লেশমাত্র থাকবেনা। এখন রাবণরাজ্য, কিন্তু এটা কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরাই রাবণ। এই সবকিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মানুষ এসব কিছুই জানেনা। যিনি উন্নততর জীবন দিতে আসেন, তিনি কিভাবে আসেন এবং কিভাবে সবকিছুর সংস্কারসাধন করেন! পতিতদের বলা হবে, তারা খারাপ হয়ে গেছে। কিভাবে তোমাদের বুদ্ধি এবং তোমাদের ভাগ্য নষ্ট হয়েছিলো, তা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তাদের রীতিনীতি রাবণের, সে ক্ষেত্রে তোমাদের রীতিনীতি রামের। ত্রেতাযুগের রাম নন; তিনি গীতা জ্ঞান শোনাননি। আজকাল বিদেশেও তারা রামায়ণ শোনায়। কেউ কেউ গেরুয়া বস্ত্র পরে কুটিরে গিয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের কুটিরে গিয়ে থাকতে হবেনা। কুটিরে কি কখনও পাঠশালা থাকবে? সেখানে ফকির লোকেরা থাকে। এটা তো তোমাদের পড়া। যাই হোক, এটা নতুন গভার্নমেন্ট, এই কারণে কেউ বুঝতে পারেনা তোমরা কে! যদি তোমরা একজন মিনিষ্টরকে বোঝাও তো অন্যজন তোমাদের বলবে তোমরা বুদ্ধ। এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ নতুন। বাবা নিরন্তর বোঝাতে থাকেন। তোমাদের নিরন্তর কারেকশনও করতে হবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের সামনে তোমাদের অবশ্যই প্রজাপিতা লিখতে হবে। তোমাদের 'প্রজাপিতা' শব্দ লেখায়, তিনি যে বাবা তা প্রমাণ হয়ে যায়। আমরা জিজ্ঞাসাই করি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ? এই কারণে যে, বহু লোকের নাম ব্রহ্মা। এমনকি কোনো কোনো ফিমেলের নামও ব্রহ্মা। প্রজাপিতা নাম তো কারও হয়না। এইজন্য প্রজাপিতা শব্দ খুব জরুরি। তারা প্রজাপিতা আদিদেবের কথা বলে, কিন্তু তারা আদিদেবের অর্থ বুঝতে পারেনা। প্রজাপিতা অবশ্যই এখানে হবেন! আদি দেব পরে সেই ব্রহ্মা (সূক্ষ্ম) হন। আদি অর্থাৎ প্রারম্ভ। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী। সূক্ষ্ম বতনে তাঁর কোনও কন্যা থাকতে পারেনা। রচয়িতা তো এখানে, তাই না! এই গভীর বিষয় একমাত্র বিশাল বুদ্ধির তারাই ধারণ করতে সমর্থ। ধারণার সাথে তোমাদের ভালো ম্যানার্সও প্রয়োজন, যাতে যে কেউ দেখে খুশি হয়ে যায়। তোমাদের বলা কথাকে রত্ন বলা হয়ে থাকে। বাবা রূপ-বসন্ত। আত্মাদের রূপবান তৈরি করেন। আত্মারা এখন কালো হয়ে গেছে, যোগের দ্বারা তাদের রূপবান বানাতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এখন রূপ-বসন্ত হচ্ছে। তোমাদের মুখ থেকে সবসময় অবিনাশী জ্ঞান রত্নই বেরোনো উচিত। বাচ্চারা তোমাদের ম্যানার্সও অতি মধুর হওয়া উচিত। শুধুমাত্র রত্নই বার হওয়া উচিত তোমাদের মুখ থেকে। পাথর (কটু কথা) ছোঁড়ে, এমন অনেক আছে। বাবা জ্ঞান রত্ন দেন! বাচ্চারা, এটাই তোমাদের কারবার। পরস্পরকে পাথর মারা, খুবই খারাপ আচরণ। একমাত্র এই কারণে তারা নিজের ক্ষতি করে। বাবা জ্ঞানের সাগর। তোমাদের এটা বোঝানো হয়েছে তিনি কত সূক্ষ্ম! মানুষ বলে, তিনি লিঙ্গ, শিবমূর্তি বিশেষ! সর্বাগ্রে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। যতই তারা তাঁকে জ্যোতির্লিঙ্গ ভাবুক। গভীর (deep) বিষয় পরে বোঝাতে হয়। তারপরে জিজ্ঞাসা করতে হয় আত্মার রূপ কি? এটা সবাই বলে যে, ক্রকুটির মাঝে আত্মা স্বলম্বল করে। সুতরাং, তাকে অবশ্যই ছোট হতে হবে। বড় লিঙ্গ এখানে বসতে পারবেনা, তবে তো পিণ্ডাকৃতি হয়ে যাবে। প্রথমে বাবা আর বাচ্চাদের সম্বন্ধ তাদের বুদ্ধিতে বসাতে হবে। বেহদের বাবা তো তিনি। ব্রহ্মা তবে কোথা থেকে আসছেন? বাবা এসে ঐনাকে অ্যাডপ্ট করেন অর্থাৎ ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর অ্যাডপশন থেকে তোমাদের অ্যাডপশন আলাদা। বাবা বলেন, ইনি আমার স্ত্রী, আমি অ্যাডপ্ট করেছি। আমি ঐর মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের বলি, তোমরা আমার মুখ-বংশাবলী রচনা। আমি তোমাদের ব্রহ্মামুখ দ্বারা রচনা করেছি। আমার তো নিজের মুখ নেই! শিব কিভাবে বলবেন আমার মুখ-বংশাবলী! কত

স্পষ্ট করে তোমাদের এটা বোঝানো হয়েছে। বাবা বলেন, তোমরা সব আত্মারা আমার বাচ্চা; তোমরা ভাই-বোন। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা আসা উচিত। বাবা স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে স্বর্গ-রাজত্ব আমাদের পাওয়া উচিত নয় কেন? সবাই স্বর্গে যেতে পারেনা। বাবা বলেন, আমি সবার সদগতি করি। তোমরা মুক্তিতে গিয়ে পরে নব্ব্বরক্কে তোমাদের পার্ট অভিনয় করতে নীচে আসো। সবাই মুক্তি লাভ করে। মায়ার দুঃখ থেকে সবাই নিস্তার পেতে পারে। তারপরে নব্ব্বরক্কে নীচে আসতে হবে তোমাদের পার্ট অভিনয় করতে। তোমরাই প্রথম জীবনমুক্তিতে যাও, কারণ তোমরা রাজযোগ শিখছ। ড্রামা অনুসারে যারা পূর্ব কল্পে পড়েছিলো, তারাই এসে শিখবে। ড্রামা তোমাদের সামনে। এখন অসংখ্য ধর্ম। সত্যযুগে শুধুমাত্র একটাই ধর্ম ছিলো। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ধর্ম কে স্থাপনা করেছিলেন, তা' কারও জানা নেই। তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। একমাত্র বাবাই, যা কিছু নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো ঠিক করেন। সত্যযুগে তো তোমরা ডাকবে না যে, 'খারাপের পরিবর্তে উন্নততর জীবনের পথ প্রদর্শক এসো!' এখানে তোমাদের ভাগ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন রাহুর দশা। উঁচু থেকেও উঁচু বৃহস্পতির দশা ছিল। এখন রাহুর দশা চলছে। সমগ্র বিশ্বে রাহুর গ্রহণ লেগেছে। সারা দুনিয়া কালিমালিপ্ত। গোল্ডেন এজড ওয়ার্ল্ডে গ্রহণ লাগতে লাগতে, কলা ক্রমশঃ কম হতে হতে এই দুনিয়া এখন আয়রন এজড ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে। এখন বাবা বলেন, দে দান তো ছুটে গ্রহণ অর্থাৎ তোমার কাছে থাকা অশুভ বিকারী শক্তির সমর্পণে, গ্রহণ সরে যাবে। যোগবলের দ্বারা মায়ার রাবণকে তোমাদের জয় করতেই হবে। বিকার দান করে দিলে গ্রহণ দূরে সরে যাবে এবং তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে যাবে। এইসবই তো বেহদের, তাই না! এখন আত্মার মধ্যে কোনো কলা নেই। এইজন্য শরীরও তমোপ্রধান প্রাপ্ত হয়। সোনায় যেমন ক্যারেট হয়, ১৪ ক্যারেট ১৮ ক্যারেট, এখন তো মানুষের মধ্যে কোনও ক্যারেট অবশিষ্ট নেই; তাদের কোনরকম বোধবুদ্ধি নেই। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত বোধবুদ্ধিসম্পন্ন বানিয়েছিলাম। তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, তারপর তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে নিতে দেখ কি হয়েছে! তোমরা কতবার এই চক্র ঘুরেছ! কল্প কল্প তোমরা রাজ্যলাভ করো আর বারবার তা' হারিয়ে ফেল। তোমরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে সবকিছু বুদ্ধি পেতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে অনেক নেশা থাকা উচিত। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সঙ্গমযুগে ফুলের বাগিচা স্থাপিত হয়। একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরা সঙ্গমযুগ জানো। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের রত্ন লাভ হয়। তারপর তোমরা বাইরে গেলে পাথর ছুঁতে থাকো। মায়ার প্রবলভাবে তোমাদের আঘাত করে। এইরকম আত্মাদের পাপ আত্মা বলা হয়। বাবা বলেন, অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দান করো। পরস্পরকে পাথর মারতে মারতে তোমরা সম্পূর্ণ পাথরবুদ্ধির হয়ে গেছ। এখন তোমাদের বুদ্ধি লোহা থেকে সোনাসম হচ্ছে। তাহলে তুমি কেন পাথর মারছ? যদি কেউ অযথা কিছু বলে, তবে তাকে শত্রু বলে মনে করো। এদের মতো কারও সঙ্গে থেকোনা বা শুনোনা। অনেক মানুষই অন্যদের বদনাম করে। কারও কারও অন্যদের বদনাম করার অভ্যাস আছে। এইরকম কেউ কখনো কারও সম্পর্কে কিছুমাত্র ভালো বলেনা যাতে তার কল্যাণ হয়! বাবা সদা বলেন, নিরন্তর জ্ঞানরত্ন দান করো। বাবা তোমাদের যা বলেন তা' অন্যদেরও বলো। তোমরা বাচ্চারা সার্ভিসের রিটার্ন অবশ্যই লাভ করবে। তোমাদের নিজেদের কল্যাণ করতে হবে। অন্যের নিন্দা কোরোনা। বাচ্চারা তোমাদের অনেক রেসপনসিবিলিটি আছে। বাবা এসেছেন কাঁটা থেকে তোমাদের ফুল বানাতে, সুতরাং, বাচ্চারা এই কারবার তোমাদেরও। বাবা তোমাদের এই কারবার শেখান। তাহলে তো এটা মানুষকে দেবতা আর কাঁটাকে ফুল বানানোর ফ্যাক্টরি হলো, তাই না! তোমাদের জ্ঞান হলো মেরিটরিয়াল, যা দিয়ে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। তাহলে তো তোমাদের এই কলা শিখতে হবে, তাই না! পাথরবুদ্ধিকে নিরন্তর পরশবুদ্ধি বানাও। এটা তোমাদের গডলি

মিশনারী; ক্রিস্চানদের যেমন মিশনারী আছে; তারা অন্যদের ক্রিস্চান বানায়। তোমাদের গডলি মিশনারী পতিতকে পবিত্র বানানোর। মানুষ পতিত-পাবনকে স্মরণ করে। অতএব, তিনি নিশ্চয়ই এসে থাকবেন। তিনি অবশ্যই মিশনারী শুরু করে থাকবেন আর সেইজন্যই তো পতিত, পবিত্র হয়েছে! রাবণের মিশনারী পবিত্রকে পতিত বানায়, যেখানে রামের মিশনারী পতিতকে পবিত্র বানায়। মুখ্য বিষয় হলো যোগ। বাপদাদা, যাঁর থেকে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী লাভ করো, তাঁকে তোমরা কেন স্মরণ করোনা? সারা কল্প তোমরা দেহধারীকে স্মরণ করেছ এবং এখন তোমাদের বিদেহীকে, বি-চিত্রকে স্মরণ করতে হবে। যাঁর কোনো চিত্র নেই তাঁকে অবশ্যই এখানে আসতে হয়। গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ ধর্মের স্থাপনা। এটা খুব সহজ ব্যাপার। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকিছু নেই। তোমরা জানো শিববাবা তোমাদের টিচার এবং তোমাদের সঙ্গীও। সঙ্গী শুধুমাত্র একজন। তিনি ব্রহ্মারও গুরু। তাঁকে বিষ্ণুর গুরু বলা হবে না। তিনি ব্রহ্মার গুরু হয়ে তাঁকে বিষ্ণুদেবতা বানিয়েছিলেন। তিনি কিভাবে শঙ্করের গুরু হবেন? শঙ্কর তো পতিত হনই না। তাঁর গুরুর প্রয়োজন হয়না। ব্রহ্মা ৮৪ জন্ম নেন। তোমরা বিষ্ণু বা শঙ্করের ৮৪ জন্ম বলতে পারো না। ধারণ করার এবং ধারণ করানোর জন্য এইসব খুব ভালো যুক্তি। যারা সেইগুলো ধারণ করে এবং অন্যকে ধারণ করানোয় সমর্থ তারাই উঁচু পদ লাভ করে। যদি তুমি কোনকিছু ধারণ না করো, তবে নিচু পদ পাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যে তোমার নিন্দা করে তার সঙ্গ এড়িয়ে চলো। না নিন্দা করবে, না অন্যের নিন্দা শুনবে। তোমার বুদ্ধিকে দেবোপম বানানোর জন্য মুখ থেকে জ্ঞান রক্তের দান করতে হবে।

২) জ্ঞানের মেটিরিয়াল দিয়ে মানুষকে দেবতা, কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের এবং সবার কল্যাণ করার কারবার করতে হবে

বরদান:- সব আত্মাদের অশুভ ভাব এবং ভাবনার পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তক হও

গোলাপ যেমন জমিতে সার দেওয়ার ক্লেদাক্ত গন্ধে থেকেও সুরভিত পুষ্প হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে তোমরা পরিবর্তক শ্রেষ্ঠ আত্মারা অশুভ, ব্যর্থ, সাধারণ ভাবনা এবং ভাবকে শ্রেষ্ঠত্বে, অশুভ ভাব এবং ভাবনাকে শুভ ভাব আর ভাবনায় পরিবর্তন করো, তবেই ব্রহ্মাবাবা সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার লক্ষণ সহজভাবে আর নিজে থেকেই আসবে। এইভাবে এটা মালার দানা হয়ে কাছকাছি এসে যাবে।

স্লোগান:- অনুভাবী স্বরূপ হলে চেহারা খুশির বলক দেখা দেবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতাদের থেকেও রাজকীয় ভাবে চলাফেরা করতে হবে। কারণ তোমরা এখন নিরাকারী এবং সাকারী উভয় ক্ষেত্রেই উঁচু বংশের অন্তর্গত।"

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের মুখ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকবে?

উত্তর:- ১) যার মধ্যে এই গুপ্ত খুশি থাকবে যে বাবার কাছ থেকে আমি বেহদের উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হচ্ছি। ২) যে জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা সতোপ্রধান হতে থাকবে। আত্মা ক্রমশ পবিত্র হবে। এইরকম বাচ্চাদের মুখ খুশিতে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। আত্মার মধ্যে শক্তি আসতে থাকবে। মুখ দিয়ে জ্ঞানরস বের করতে করতে রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী) হয়ে যাবে। নতুন রাজধানীর সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে।

গীত:- তোমার গলিতেই আমার মরণ.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখন ভালোভাবে বুঝেছে যে আমাদেরকে বাবার গলার হার হতে হবে। এটা কে বলল? আত্মারা বলল যে এখন তোমার গলার হার হতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। এখন আমরা রুদ্র মালাতে শোভা পাব। এখন ফিরে যেতে হবে, তাই জীবিত অবস্থাতেই দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। আত্মা হল পরমাত্মার সন্তান। তাঁর কাছ থেকেই এখন আমরা উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাচ্চাদের এইরকম নেশায় থাকতে হবে। তাহলে বুদ্ধি শিববাবার কাছে চলে যাবে। আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। এখন ব্রহ্মার দ্বারা তাঁর পৌত্র হয়েছি। বাবা হলেন নিরাকার এবং ঠাকুরদাদা (ব্রহ্মাবাবা) হলেন সাকার। বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। যেসব মানুষ খুব ধনবান হয় তারা অনেক রাজকীয়তার সাথে জীবনযাপন করে। নিজের পজিশনের (পদের) নেশা থাকে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অন্তরেও অনেক খুশি থাকা উচিত। বাবার স্মরণে থাকা - এটাই হল দেহী-অভিমानी অবস্থা, যার দ্বারা তোমাদের অনেক লাভ হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, ব্রহ্মার সন্তান। বাবা বলছেন - তোমরা তো আমার-ই সন্তান, এখন ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদেরকে দত্তক নিচ্ছি। তোমাদেরকে এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা নিরাকারী এবং সাকারী উভয় ক্ষেত্রেই উঁচু ব্রাহ্মণ বংশের অন্তর্গত। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে বুঝতে হবে। আমরা ঈশ্বরীয় সন্তানেরা হলাম ব্রহ্মারও সন্তান। তোমরা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি। এইটা ভুলে গেলে চলবে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে দেবতাদের থেকেও অধিক রাজকীয়তার সাথে চলাফেরা করতে হবে। এই সময়েই তোমাদের অমূল্য জীবন তৈরি হচ্ছে। আগে কড়িতুল্য ছিল, এখন হিরেতুল্য হচ্ছে। তাই তোমাদের এত মহিমা। মন্দিরগুলো তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বানানো হয়েছে। সোমনাথ, যিনি দেবতাদের এইরকম বানিয়েছেন তাঁরও স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তোমাদেরও স্মৃতিচিহ্ন আছে। সোমনাথ অবিনাশী জ্ঞানরস দিয়েছিলেন, তাই তাঁর মন্দির কতই না সুন্দর ভাবে বানানো হয়েছে। তোমরা যখন গীত শোনো তখন এটা স্মরণে থাকে যে আমরা এখন শিববাবার গলার হার হয়েছি। বাবা আমাদেরকে পড়ান। কে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন - এটা ভাবলেও খুশি হওয়া উচিত। প্রথমে যখন অক্ষর জ্ঞান হয় তখন মাটিতে বসে পড়ে, তারপর বেঞ্চে বসে পড়ে

এবং তারপর চেয়ারে বসে পড়ে। রাজকুমার-রাজকুমারীরা তো কলেজে কৌচে (দামী আসন) বসে পড়ে। তাদেরকে যে পড়ায় সে কোনো রাজকুমার-রাজকুমারী নয়। সে তো একজন শিক্ষক। কিন্তু তার থেকে রাজকুমার-রাজকুমারীর পদ অনেক উঁচু হয়। তোমরা তো সত্যযুগের রাজকুমার রাজকুমারীর থেকেও শ্রেষ্ঠ। তারা তো তবুও দেবতাদের সন্তান। আর তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে তাঁকে স্মরণও করতে হবে। উঠতে-বসতে, কর্মরত অবস্থায় তাঁকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। স্মরণের দ্বারাই স্বাস্থ্যবান এবং ধনবান হয়। বাবা বাচ্চাদের নামে উইল করে বানপ্রস্থে চলে যান। তারপর আর কিছুই থাকে না, সবকিছুই দিয়ে দেন। যেমন তোমরা উইল কর - বাবা, এই সবকিছু তোমার। তখন বাবা বলেন - ঠিক আছে, তুমি ট্রাস্টি হয়ে সামলাও। তুমি আমাকে ট্রাস্টি বানাও, তারপর আমিও তোমাকে ট্রাস্টি বানাই। তাই শ্রীমৎ অনুসারে চল, কোনো উল্টোপাল্টা ধান্দা করোনা। আমার মতামত নেবে। কেউ কেউ তো এটাও জানে না যে বাচ্চাদেরকে কিভাবে খাবার খাওয়া উচিত। ব্রহ্মাভোজনের অনেক মহিমা। দেবতারাও ব্রহ্মাভোজন খাওয়ার আশা রাখে, তাইতো তোমরা ব্রহ্মাভোজন নিয়ে যাও। এই ব্রহ্মাভোজনে অনেক শক্তি আছে। ভবিষ্যতে যোগী ব্যক্তিরাই ভোজন বানাবে। এখন তো সবাই পুরুষার্থী। যতটা সম্ভব শিববাবার স্মরণে থাকার চেষ্টা করে। বাচ্চা তো, তাই না? যারা থাকে সেইসব বাচ্চারা ক্রমশ শক্তপোক্ত হতে থাকবে এবং যারা ভোজন বানায় তারাও শক্তপোক্ত হবে। ব্রহ্মাভোজন বলা হয়, শিবভোজন বলা হয় না। শিবের ভান্ডারী বলা হয়। যা কিছু পাঠানো হয় সেইসব শিববাবার ভান্ডারীতে পবিত্র হয়ে যায়। এটা হল শিববাবার ভান্ডারী। বাবা বলেছেন- শ্রীনাথদ্বারে ঘিয়ের কুঁয়া আছে। সেখানে অতি উল্লতমানের খাবার তৈরি হয়। কিন্তু জগন্নাথদ্বারে অতি সাধারণ মানের খাবার তৈরি হয়। অনেক পার্থক্য রয়েছে। এখানে শ্যামবর্ণ, আর ওখানে সুন্দর। শ্রীনাথের মন্দিরের অনেক সম্পত্তি রয়েছে। ওখানে (উড়িষ্যার দিকে) কেউ অত ধনবান হয় না। গরিব এবং ধনবান তো থাকবেই। এখন অনেক গরিব হয়ে গেছে। এরপর ধনবান হবে। এখন তোমরা অনেক গরিব। ওখানে (স্বর্গে) তো তোমরা ৩৬ রকমের ভোজন থাকে। তাই সেইরকম প্রস্তুতি নিতে হবে। যদিও প্রজারাও ৩৬ রকমের ভোজন থাকে কিন্তু রাজত্বের পদ তো উঁচু, তাই না? ওখানে ভোজন একদম ফার্স্টক্লাস হয়। সকল বস্তুই এ-ওয়ান কোয়ালিটির (সর্বোচ্চ মানের) হবে। দিন-রাতের পার্থক্য, তাই না? এখানে যা কিছু সজী পাওয়া যায় সবই পঁচা কিংবা বাসি। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে অনেক নেশা থাকা উচিত। কেউ যদি বড় কোনো পরীক্ষায় পাস করে তাহলে তো তার নেশা থাকে, তাই না? তোমাদের তো অনেক উঁচু নেশা থাকা উচিত যে স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি সকলের সদগতিদাতা। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের অনুগত সেবক। বাবা সন্তানের অনুগত সেবক হয়। বাচ্চাদেরকে সব অর্পণ করে নিজে বাণপ্রস্থে চলে যান। বাবা বলছেন, আমিও সবকিছু অর্পণ করে দিই। কিন্তু তার আগে তোমরা সমর্পিত হও। কেউ মারা গেলে তার জিনিসপত্র করনীঘোরকে (বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত) দিয়ে দেয়। ধনবান হলে আসবাবপত্রও দিয়ে দেয়। তোমরা বাচ্চারা কি দাও? আবর্জনা। তার বিনিময়ে তোমরা কি পাও? গরিবরাই উত্তরাধিকার নেয়। তারা সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যায়। বাবা কি নেন আর কি দেন? তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নেশা থাকা উচিত। বেহদের বাবাকে পেয়েছি যিনি নোংরা-অপবিত্র কাপড় সাফ করেন। শিখরা বলে যে এইসব বাণী গুরু নানক বলেছেন যা সংকলন করে এই গ্রন্থ বানানো হয়েছে। কিন্তু ভারতবাসীরা তো এটাও জানে না যে আমাদের গীতা কে গেয়েছিলেন? গীতার ভগবান কে? তিনি কোন্ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন? ওরা তো বলে হিন্দু ধর্ম। অনেকে আর্য ধর্মও বলে। অর্থ কিছুই বোঝে না। ওরা মনে করে যে আগে আর্য ধর্ম ছিল, এখন সারা ভারত অনার্য হয়ে গেছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এইরকম নাম রেখেছিল। পরবর্তী

সময়ে যেসব শাখা-প্রশাখা বের হয় তাদের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তোমাদেরকে তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য ওদের এত সময় লাগে না। এখানে তো ধর্মান্তরিত করার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে হয়। ব্রাহ্মণ হওয়া কোনো মুখের কথা নয়। অনেকেই চলতে চলতে পড়ে যায়। বাবা বলেন, যদি কেউ গলাও কেটে দেয় তাহলেও অপবিত্র হয়ো না। কেউ কেউ বাবাকে প্রশ্ন করে- এই পরিস্থিতিতে কি করব? তখন বাবা বুঝতে পারেন যে সে সহ্য করতে পারে না। বাবাও তখন বলে দেন- যাও, গিয়ে পতিত হও। এটা তো তোমার ওপর নির্ভর করছে। সে না হয় তোমাকে এক জন্মের জন্য মেরে ফেলবে, কিন্তু তুমি তো ২১ জন্মের জন্য নিজেকে জবাই করছ। চলতে চলতে মায়া খুব জোরে খাপ্পড় মেরে দেয়। এটা তো বক্সিং, তাই না? এক ঘুষিতেই মাটিতে ফেলে দেয়। ১৫-২০ বছর ধরে জুতানে চলছে কিংবা শুরু থেকে আছে এমন বাচ্চাও ছেড়ে চলে যায়, একদম মরে যায়। ওরা খুবই সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়। ভুল করলে তার জন্য তো অনুতাপ হওয়া উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, তুমি এই ডিস-সার্ভিস করেছ, এটা ঠিক হয়নি। শিক্ষা দেওয়া হয়, ঘুষি তো মারা হয় না। ঘরে বাচ্চারা কোনো সমস্যা করলে চড় মারে। বাবা বলেন- ঠিক আছে, ওর কল্যাণের জন্য একটু কান ধরতে বল, যতটা সম্ভব ভালোবেসে বোঝাও। কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও দেখানো হয়েছে যে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। কিন্তু ওখানে এইরকম চঞ্চলতা ছিল না। এই সময়েই বাচ্চারা দম বের করে দেয়। যাই হোক, বাবা বোঝাচ্ছেন যে লক্ষ্য অনেক উঁচু। প্রত্যেকটা বিষয় বাবাকে জিজ্ঞেস কর, বাবা যুক্তি বলে দেবেন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রোগ। প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নাহলে ধোঁকা খেয়ে যাবে। অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। শিববাবা কত মিষ্টি, কত প্রিয়। বাচ্চাদেরকেও এইরকম হতে হবে। বাবা তো চাইবেন যে বাচ্চারা আমার থেকেও উঁচু হোক, অনেক নাম হোক। এমন ফার্স্টক্লাস হও যাতে আমার থেকেও তোমাদের পদ উঁচু হয়। তিনি তো বরাবর উঁচু পদই দেন। কারোর মনে এই প্রশ্নই আসে না যে এরা কিভাবে বিশ্বের মালিক হয়েছে। তোমাদের চালচলন খুব রাজকীয় হওয়া উচিত। চলাফেরা, কথা বলা, খাওয়া - সবকিছুই খুব রাজকীয়তার সাথে করতে হবে। অন্তরে অনেক খুশি থাকা উচিত যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র তো দেখাই যায়। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত। তোমারা ব্রাহ্মণরাই ব্রাহ্মণদেরকে জানো, আর কেউ জানে না। তোমরা জানো যে আমরা গুপ্ত বেশে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হই। কত উঁচু পদ, এর জন্য অন্তরে অনেক খুশি থাকা উচিত। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে মুখ সর্বদা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকে। এখনো পর্যন্ত কেউই এইরকম হয়নি। পুরুষার্থ করতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সম্মান হবে। অস্ত্রিমে সন্ন্যাসী এবং রাজাদেরকেও জ্ঞান দিতে হবে। তখন তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি এসে যাবে। জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। মুখ দিয়ে সর্বদা রক্ত বের করতে থাকলে তোমরা রূপ-বসন্ত (জুতানী-যোগী) হয়ে যাবে। আত্মা ক্রমশ পবিত্র হতে থাকবে। যত তোমরা নিকটে আসতে থাকবে তত অন্তরে খুশি হবে। নিজ রাজধানীর সাক্ষাৎকারও হবে। তোমাদেরকে খুব গুপ্ত ভাবে নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। অন্যকে রাস্তা বলতে হবে। তোমরা সবাই দ্রোপদী। বাবা বলছেন, বাবার জন্য এইসব অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। সত্যযুগে অনেক পবিত্রতা থাকবে। ১০০ শতাংশ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়াটা তো ১০০ শতাংশ বিকারী। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে শিববাবার গলার হার হওয়ার জন্য আমরা এখন আত্মিক যোগের প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছি। এরপর আমরা বিষ্ণুর গলার হার হব। তোমাদের ব্রাহ্মণ বংশই হল সবচেয়ে প্রথম, আদি। এরপর তোমরাই দেবতা এবং ক্ষত্রিয় হও। অবরোহন কলার জন্য তোমাদের পুরো কল্প লেগে যায় আর উত্তরণ কলাতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। এখন তোমাদের

উত্তরণ কলা। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা হল অস্তিম জন্ম। নীচে নামতে তোমাদের ৮৪ জন্ম লেগে যায়। এই জন্মতে তোমরা ওপরে উঠে যাও। বাবা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দেন। তাই খুশি থাকা উচিত। তুলনা করা হয় - ওই জ্ঞানের দ্বারা আমরা কি হব আর এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা কি হব। এটাও পড়া, ওটাও পড়া। বাবা বলেন, ঘর-গৃহস্থ থেকে ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আসুরী এবং দৈবী দুই বংশের প্রতিই কর্তব্য পালন করতে হবে। বাবা প্রত্যেকের খবর নেন। তারপর বিভিন্ন যুক্তি বলেন যে এইভাবে চল। হয়তো কেউ রাগ করবে, কিন্তু তোমার স্বভাব অনেক মিষ্টি হতে হবে। কেউ গালি দিলেও হাসিমুখে থাকতে হবে।

ঠিক আছে, তুমি গালি দাও আর আমি তোমার ওপর ফুল ছড়াই। তখন একেবারে শান্ত হয়ে যাবে। এক মিনিটেই ঠান্ডা হয়ে যাবে। বাবা অনেক বড়। বিভিন্ন যুক্তি বলেন। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য তো যুক্তির প্রয়োজন, তাই না? শ্রীমৎ নিতে হবে। শ্রীমতের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যই এখানে এসেছ। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) এমন ফার্স্টক্লাস মিষ্টি এবং রাজকীয় হতে হবে যাতে বাবার নাম প্রসিদ্ধ হয়। কেউ যদি রাগ করে কিংবা গালি দেয় তাহলেও হাসিমুখে থাকতে হবে।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে হবে। কোনো উল্টোপাল্টা ধান্দা করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।

বরদান:- শুদ্ধ সংকল্প এবং শ্রেষ্ঠ সপ্নের দ্বারা হাঙ্কা হয়ে খুশিতে নৃত্যরত ফরিস্তা হও।

তোমাদের মতো ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্য প্রতিদিনের মুরলীই হল শুদ্ধ সংকল্প। রোজ সকালে বাবার কাছ থেকে কত শুদ্ধ সংকল্প পাওয়া যায়। এইসব শুদ্ধ সংকল্পতেই বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখো এবং সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকো। তাহলে হাঙ্কা হয়ে খুশিতে নৃত্য করতে থাকবে। খুশিতে থাকার সহজ উপায় হল সর্বদা হাঙ্কা থাকা। শুদ্ধ সংকল্প হল হাঙ্কা এবং ব্যর্থ সংকল্প হল ভারী। তাই সর্বদা শুদ্ধ সংকল্পতে ব্যস্ত থেকে হাঙ্কা হও এবং খুশিতে নৃত্য করতে থাক। তবেই বলা যাবে অলৌকিক ফরিস্তা।

স্লোগান:- পরমাত্ম-প্রীতির দ্বারা পালিত হওয়ার স্বরূপ হল সহজযোগী জীবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো, কেবলমাত্র এই এক বাবার কথাই শুনবে।
অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন শুনতে শুনতে তোমাদের শ্রবণ আকাঙ্ক্ষাও তেমনি মিষ্টি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, এই অবিনাশী ড্রামার জ্ঞান থেকে তোমরা এখন কোন্ দিশার আলো পাচ্ছে ?

উত্তর :- এই দিশার আলো তোমরা পেয়েছো যে, বেহদের এই ড্রামাতে প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পেয়েছে। একজনের পার্ট অন্য জনের পার্টের সাথে মিল থাকে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণাও হয়েছে যে, চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। ৫-হাজার বছরের এই ড্রামাতে এমন কোনও দিন থাকে না, যা হুবহু অন্য দিনের সাথে হুবহু মিল খেতে পারে। এই অনাদি ড্রামা যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে, হুবহু সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তাই ড্রামাকে সর্বদা স্মৃতিতে রাখলে, তোমরা চড়তী-কলার উত্তরণের সোপানে উঠতেই থাকবে।

গীত :-

জলসা-ঘরে জ্বলে ওঠে ঐ
. ঝাড়বাতির শিখা।
আর তার মধ্যেই পুড়ে মরা
. পিপিলিকার লিখা।

ওম্ শান্তি ! আত্মাদের প্রকৃত বাবা বেহদের পরমাত্মা, তার আনন্দধাম এই জলসা-ঘর। বাবা একমাত্র তখনই আসেন, যখন কোনও বিশাল সমাবেশ হয় দুনিয়ায়। যখন (প্রায়) সব আত্মারাই এখানে এসে হাজির হয়, তখন বাবা আসেন। যদিও অল্প সংখ্যক আত্মা তখনও উপরেই থাকে, কিন্তু তারাও ধীরে ধীরে এসে যাবে। একথা তো তোমাদের বোঝানোই হয়েছে যে, এই বাবা আসলে কে ? সবসময়ই সর্বগ্রে বাবার গুণ ও মহিমা শোনাতে হবে। যেহেতু উনি অসীম বেহদের একমাত্র বাবা। বেহদের প্রকৃত শিক্ষকও উনি। সর্বোপরি বেহদের সদগুরুও উনি। এতসব গুণ কেবলমাত্র এই একজনের মধ্যেই আছে। সুতরাং তোমাদেরকে এই কথাগুলির ধারণা পাকাপোক্ত ভাবে মননে রাখতে হবে। তুমিও সর্বদা কেবল তাকেই স্মরণ করতে থাকবে। লোকেরা যখন সংখ্যাকে গুনতে থাকে, তখন শূন্যকে তারা শিব বলে। উদ্দেশ্য থাকে যে, বেহদের বাবা শিব। এছাড়া উনি বেহদের শিক্ষকও। একমাত্র উনিই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত তিন কালেরই জ্ঞানকে বোঝান আমাদের। এর আবার ইতিহাস ভূগোলও আছে। (ভূগোল = সৃষ্টিচক্র, এই সৃষ্টি গোল, ভূ-গোল বা ভূ-এর চাকা, যা ৫-হাজার বছরে একই অবস্থানে পৌঁছায়) (ইতিহাস = যা ঘটে গেছে, অর্থাৎ চার যুগের কাহিনির বৃত্তান্ত) -যেমন সত্যযুগে কে কে রাজত্ব করেছিলেন, কতটা অঞ্চল জুড়ে থাকে তাদের রাজত্ব। তোমরা তখন বলবে, সত্যযুগে দেবী-দেবতারা সমগ্র বিশ্ব জুড়েই রাজত্ব করে। (যদিও তখন বিশ্বে স্থল ভাগের আয়তন ছোট থাকে) তা তো দেখানোও হয়, কে কে কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। যেমন, যেসব আত্মারা বড়োদা অঞ্চল থেকে আসে, তারা বড়োদাতেই রাজত্ব করবে। এখন অবশ্য সে সবই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তখন কিন্তু তা এমন থাকবে না। তখন তোমরা সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হবে এবং তখন অন্য আর কোনও ধর্মও থাকে না। তবে সেক্ষেত্রে তোমরা রাজার ভূমিকা কেনই বা নেবে না। যেখানে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিজ-নিজ আশীর্বাদী-বর্সা

পেয়ে থাকো। সবচেয়ে প্রধান এবং প্রথম কথা হলো, উঁচু থেকেও উঁচু - সর্বোচ্চ হচ্ছেন এই শিববাবা। একমাত্র যিনি বেহদের সত্যিকারের বাবা। তাই একমাত্র উনিই বেহদের এই পার্ঠের শিক্ষা দেন। যিনি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞানকে বুঝিয়ে, তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানান। দুনিয়াতে আর অন্য এমন কেউ ত্রিকালদর্শী (মানুষ) নেই, যিনি রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। একাধারে যিনি আবার বেহদেরও সদগুরু। যিনি একমাত্র দিশা-নির্দেশক রুহানী-পান্ডা হয়ে সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান সাথে করে। আর অন্যেরা সবাই তো জাগতিক পান্ডা। আর ইনি (এই বাবা) হলেন রুহানী-পান্ডা। গীতেও তা শোনা যায়।

লোকেরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে চার-ধামের পরিক্রমা করে আসছে। লোকেরা কেউ বলে এটা তীর্থ-স্থান, আবার অন্য কেউ বলে, ওটা তীর্থ-স্থান। অর্থাৎ চতুর্দিকই তীর্থ-স্থান। এই যে ভক্তরা চারিদিকের পরিক্রমা করে বেড়ায়, তবুও কিন্তু ভক্তরা ভগবানের দর্শন পায় না। আসলে ভগবান তো আসেনই এই সময়কালে (সঙ্গমযুগে)। ওনাকেই সবাই পতিত-পাবন বলে। পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের সবার অতি প্রিয় বাবা আমাদের এই ভারত ভূ-খন্ডেই আসেন। ভারত-বাসীদের আবারও হীরে-তুল্য বানিয়ে স্বর্গের মালিক করে গড়ে তোলেন। এমন বাবাকে না জানার কারণে সাধু-সন্ন্যাসীরাও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। বাচ্চারা তোমরা বলছো যে, বাবা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা তোমাদেরকে নিজের দওক করে নিয়েছে। তাই তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। তোমাদের প্রথম পরিচয় হলো শিব-বংশী, তারপরের পরিচয় ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তাই তোমাদের বলা হয় অবিনাশী সন্তান। আত্মা যেমন অবিনাশী, আত্মার পিতা (শিব) পরমাত্মাও তেমনি অবিনাশী। এই আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অপর শরীর ধারণ করে। দেবী-দেবতারা একসময়ে যারা সত্যপ্রধান থাকে, তারাই পরবর্তীতে সত্য-রজোঃ-তমোতে আসে। বিকারের ময়লা জমতে জমতে তারপর তা আবার তমোপ্রধানেও পরিণত হয়। আর আত্মাতেই সেই ময়লা জমে। এমনটা মোটেই নয় যে, আত্মা নির্লেপ, তাতে কিছুই জমে না। এই আত্মাই পুণ্য-আত্মা আর পাপ-আত্মা হয়। অন্যদেরকে বলো, আগে তো তোমরা শোনো, আমরা তোমাদের কি বলতে চাইছি। অন্যদের কাছ থেকে আমাদের আর তেমন কিছু শোনার নাই। বাবার নির্দেশ আছে-অন্যদের কথা শোনার দরকার নেই। যেহেতু তোমরা যা বলবে, তা তো শাস্ত্র-সম্মতই হবে। আর অন্যেরা যা শোনাবে, তা তো বহুদিন ধরে শুনেই আসছি, আর হোঁচট-ধাক্কা খেয়েই আসছি, সেই জন্ম-জন্মান্তর ধরে। এছাড়া বেহদের বাবা তো কেবল এই একজনই। সেখানে আমরা তো কেবল এই বাবার কথাই শুনবো - নাকি তোমাদের কথা শুনবো ? আমরা তোমাদের শোনাতে এসেছি, শুনতে নয়। তাদেরকে এটাই বোঝাতে হবে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার এই যে এত অনেক ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে তারা সবাই অবশ্যই একে অপরের সাথে ভাই-বোনের সম্পর্ক। আর দাদুর (শিবের) আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় (বাবা) ব্রহ্মার মাধ্যমে। বাবা ছাড়া দাদু বা ঠাকুরদার সম্পত্তির-বর্ষা পাবেই বা কি প্রকারে ? অনেকে ভেবে থাকে, কেন সরাসরি ঠাকুরদার থেকেই তা নিয়ে নেবো। কিন্তু, তা পাবেই বা কি করে ? যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাদু-ঠাকুরদার কাছ থেকে সেই অধিকার পাবেই বা কি প্রকারে ? নাতি-নাতনীরা উভয়েই সেই সম্পত্তির সমান অধিকার পায়। পিতাই যদি না থাকে, তবে দাদু-ঠাকুরদা আসবেই বা কেমন করে ? তাই সর্বগ্রে দরকার পিতার পরিচয়। গীতার প্রকৃত ভগবান বেহদের সত্য-বাবা। যিনি আমাদের বেহদের শিক্ষা দেন। বুড়ী-মাতাদেরকে বাবা খুব সহজ-সরল ভাবে তা বুঝিয়েও দেন।

বর্তমান সময়কাল হচ্ছে 'সঙ্গম- যুগ'। আর এই সঙ্গম যুগেই বাবা বসে বসেই পতিতদের পবিত্র বানাবার কাজ করে যায়। যাকে বলা যায় চূড়ান্ত নরক ভোগ। সমগ্র দুনিয়াই এখন বিষবৎ বিষয় বৈতরনী নদীর মতন। বিশ্বে কোনও স্বচ্ছ জলের নদীই নেই এখন। তাই এনাকেই বিষের সাগর বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর আর রাবণ হলো বিষের সাগর। রাবণের সাগরে কেবল বিকারের নদী বইতে থাকে। বর্তমানের আসুরী সম্প্রদায়ের যারা, তারা কেবল বিষয় সাগরের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকে। তাদের জীবনটা কেবলই দুঃখের। এইসব কথার মর্মার্থ কোটিতে একজন বুঝতে পারবে। কেউ হয়ত খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে জ্ঞানকে বুঝলো, জানলো - আশ্চর্যের কথা, তারপরেও সে হয়ত এমন সংসঙ্গ ছেড়ে ভাগিনী হয়ে গেল। যদিও মুখে তারা বলে, এখানকার এই শিক্ষায় তারা স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারবে, তবুও কি করে যে তা ছেড়ে চলে যায়! যেমন, যুদ্ধের ময়দানে সবারই তো আর জীত হয় না। দু-দিকেরই কেউ কেউ জিতবে আর কেউ কেউ মরবে। যারা শক্তিশালী তারাই থাকবে, তারা অনেককেই মারবে। আর যারা দুর্বল হবে তারাই বেশী মরবে। এখানেও তেমনি যারা দুর্বল তারাই ঝুট করে মরবে (পালিয়ে যাবে)। এখানে তোমাদের যুদ্ধ করতে হয় রাবণের সাথে। কামরূপী বিকারের কাছে হার মানলে তো খুব বেশী পরিমাণেই আঘাত পাবে। ঠিক যেন বক্সিং লড়াই-এর মতন। কেউ কেউ আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে চিংকার করতেও থাকে। কেউ আবার পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ায় আর সতর্কও হয়ে যায়। এখানে এসে যদি কারও কাম-বিকারের কারণে পতন হয়, তবে সেই ধাক্কা ভয়ানক ভাবে আঘাত করবে তাকে। এছাড়াও তার মুখও কালা-ময়লাও হবে। অবশ্য ক্রোধ-বিকারে ততটা হয় না, যতটা হয় কাম-বিকারে। এই কাম-বিকারই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ও বিশাল দুঃখের কারণ। এই কাম-বিকারের কাটারীতে অনেকেই খুব দুঃখী হয়ে পড়ে। কাম-বিকারের কারণেই মনুষ্য-আত্মা পাপী ও পতিত হয়। গুরু নানকও বলে গেছেন- "মৃত পলীতী কাপড়া ধোয়ে। ভরিয়ে মন পাপোঁ কে সঙ্গ। ও ধোবে নাবে কে সঙ্গ।" অর্থ : পোশাক ময়লা হলে তখন সাবান দিয়ে খুব ভালভাবে তা পরিস্কার করে। তেমনি পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকলে উনি এসে মনের কাপড় ধুইয়ে দেন, অর্থাৎ পূর্বের কাম-বিকারের ময়লা মনকে স্বচ্ছ করে দেন।

তোমাদের এই শরীর এখন খুব পুরানো হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই তার নিজের-নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাট পেয়েছে। একের কর্ম-কর্তব্য অন্যের সাথে মেলে না। যেহেতু এটা এক অবিনাশী ড্রামা। চিরদিন কাহারও সমান নাই যায়। এই অবিনাশী ড্রামা ৫-হাজার বছরের। তবে এক্ষেত্রে তা কতদিনের হল ? যেখানে দুটো দিন ঠিক একই রকম হয় না। কিন্তু ঠিক ৫-হাজার বছর পরে আবার হুবহু এই ড্রামার পুনরাবৃত্তি হবে। যেহেতু তা অনাদি অবিনাশী ড্রামা। এর চিত্রপট অনুযায়ী তা চলে সেকেন্ড বাই সেকেন্ড নিয়মানুসারে (ঘড়ির মতন) সেই পাটও চলতেই থাকে। বারে বারেই এর পুনরাবৃত্তিও হতে থাকে। সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যযুগে যা যা হয় আর কলিযুগে কি কি হয়- বাচ্চারা, তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো। এখন তোমাদের চড়তী কলা (উল্লতির সোপান) শুরু হয়েছে। তাই বাবা বলছেন, বিকারগুলির দান (ত্যাগ) করে দিতে পারলেই, তোমাদের গ্রহের প্রকোপ কেটে যাবে। এ তো খুবই সহজ-সরল কথা। এই বাবাকেই তোমাদের সেই বিকারগুলি দান দিয়ে দিলে, তারপর অপেক্ষা করে দেখো, তার বদলে বাবা তোমাদেরকে কি দিচ্ছেন। তোমরা দাও কানা-কড়ি, আর বাবা তোমাদের দেন মহা-মূল্যবান জ্ঞান-রত্ন। তাই তো বাবার নাম রত্নাকর-সওদাগর। এটাই বাবার কর্ম-কর্তব্যের পাট। যদিও অতি ক্ষুদ্র

এই আত্মা। কিন্তু এতে কত বিশাল শক্তি। যা কত প্রকার জ্ঞানে ভরপুর। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনার দায়িত্ব বাবার, তাও এই অবিনাশী ড্রামাতে খোঁদিত আছে। তাই উনিও এইভাবেই কল্প কল্প ধরে এই একই জ্ঞান শুনিয়ে আসছেন। এই ড্রামা কখনও শেষ হয় না যেহেতু এর বিনাশও নেই। সত্যি কি চমৎকার-তাই না! আবার এটাও বড় চমৎকার যে এত ক্ষুদ্র এক আত্মার মধ্যে তার ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভরা থাকে। এসব অতি গুহ্য রহস্যের ব্যাপার। সুতরাং প্রধান কাজই হলো অন্যদেরকে প্রথমেই বাবার পরিচয় জানাতে হবে। এই বাবা একাধারে যেমন রূপ, অর্থাৎ জ্ঞানী আবার অন্যদিকে তেমনি বস্তু অর্থাৎ যোগী ও ত্যাগী !

পরমাত্মা যেখানে নিরাকার, সেক্ষেত্রে উনি নিশ্চয় অন্যের মুখ দিয়েই জ্ঞান শোনাবেন। আর আত্মারা তা শুনবে শ্রবণ ইন্দ্রিয় কানের দ্বারা। তা না হলে জ্ঞানের সাগর কিভাবেই বা এই জ্ঞান শোনাবেন। ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই তাকে তা শোনাতে হয়। বিষ্ণু বা শংকর তো এই জ্ঞান শোনাতেই পারবেন না। তাই তো জ্ঞানের সাগর কেবলমাত্র এই একজনকেই বলা হয়- একমাত্র এই নিরাকারকে। আর তোমরা সব জ্ঞান-গঙ্গারা সেই সাগর থেকেই প্রবাহিত হও। উনিই একমাত্র সেই সাগর। একমাত্র এই বাবা এই অনাদি অবিনাশী ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিতে পারেন। সত্যযুগে সূর্যবংশীদের রাজত্ব চলে। বংশানুক্রমে পরম্পরায় ৮-পুরুষ রাজত্ব করে। এরপর এই সূর্যবংশীরাই আবার চন্দ্রবংশীতে পরিণত হয়। এই জ্ঞান তোমাদের অর্থাৎ বি কে ব্রাহ্মণদেরই আছে কেবলমাত্র। যেহেতু তোমরা হলে মুখ-বংশাবলী দত্তক ব্রাহ্মণ। যদিও এই একজন বাবাই সকলেরই বাবা। আর অন্যেরা তো কুখ-বংশাবলী অর্থাৎ কাম-বিকারের দ্বারা উৎপন্ন গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু তোমরা বাবার দত্তক মুখ-বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ সন্তান। অন্যেরা জাগতিক তীর্থস্থানগুলি যাত্রা করে আবার ঘরে ফিরে আসে। তোমাদের তো কেবল এই একটাই তীর্থস্থান। কিন্তু, তোমাদের যাত্রা একবারই হয়, তা অমরলোকের যাত্রা। এই মৃত্যুলোকেই ফিরে আসার ব্যাপারই নেই। স্বর্গ-রাজ্যকেই অমরলোক বলা হয়। সেখানে কোনও তীর্থ-যাত্রার রীতি-নীতিই নেই। এমন কি সেখানে ভক্তিরও কোনও ব্যাপার নেই। এই ভক্তিকেই ব্রহ্মার রাত বলা হয়, তাই তো এখানে ভক্তরা কেবল হোঁচট-ধাক্কাই খেতে থাকে। এত যে চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, তবুও কিন্তু কখনও তারা ভগবানের নাগাল পায় না। তারা তোমাদের মতন এই বাবার সাক্ষ্যাৎও পায় না, যিনি তার বাচ্চাদের স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানান। অথচ, তারাই কিন্তু চিৎকার করতে থাকে, ওহে পতিত-পাবন তুমি এসো। তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। তাই যদি হয়, তবে আবার তোমরা গঙ্গা-স্নানে পবিত্র হতে যাও কেন ? গঙ্গার জল তোমাকে পবিত্র বানাবেই বা কি প্রকারে ? আর গঙ্গা-জলেই যদি পবিত্র হতে পারো, তবে আবার এই পতিত-পাবনকেই বা কেন ডাকো ? কত লক্ষ লক্ষ লোকেই তো যায় গঙ্গায় স্নান করতে। (কিন্তু তাতে কি কেউ পবিত্র হতে পারে ?) পতিত-পাবন, সবার সদগতি দাতা যে কেবল এই একজনই। আর অন্যান্য যারা আছে, তারা তো কেবল ভক্তি-মার্গের হোঁচট-ধাক্কা খাওয়াবার জন্য। এইসব যুক্তিগুলি দিয়ে অন্যদেরকে প্রশ্ন করা উচিত - তখন তারা বুঝতে পারবে বি.কেরা তো খুব যুক্তিগ্রাহ্য প্রশ্নগুলিই করেছে। যেখানে আমরাও সেই ঐ একই পতিত-পাবনকেই ডাকি, তবুও কেন আর অন্যদের কাছে যাই ধাক্কা খাওয়ার জন্য। সেখানে যাবার প্রয়োজনটাই বা কি। যেখানে বাবা স্বয়ং বলছেন- "আমার আসার একটাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের পবিত্র বানিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।" সুতরাং তোমাদের মনের ভিতরে খুব খুশী রাখা উচিত এই জন্য যে, বাবা তোমাদের পবিত্র বানিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের জন্য আশীর্বাদী-বর্সা দিচ্ছেন।

সর্বদাই এই লক্ষ্মী-নারায়ণই স্বর্গ-রাজ্যের প্রথম রাজা হন। ওনারা তাদের পুরুষার্থের দ্বারা এই বাবার কাছ থেকেই সেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়েছিলেন। এখন তোমরা জানতে চাইতে পারো যে, স্বর্গ-রাজ্যের মালিক এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাদেরও নিশ্চয় অনেক প্রজা থাকবে। যেহেতু সত্যযুগের শুরুতে তো তাদেরই রাজত্ব ছিল। আর এখন তোমরা বসে আছো এই সঙ্গমযুগে। যেখানে প্রজার শাসনের দ্বারাই প্রজার-রাজ্য চলে (অর্থাৎ শূদ্র ডিন্যাস্টি-*Dynasty*)। এই দুনিয়ার বিনাশও এখন তোমাদের দোরগোড়ায়। তাই তো বাবা কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগের এই সময়েই এখানে আসেন। বাবা এসে স্বয়ং এই সহজ-সরল রাজযোগ শেখান। যার ফলে তোমরা বি.কে.-রা জীবন-মুক্তি পেয়ে থাকো, আর অন্যেরা সবাই কেবলমাত্র মুক্তি পেয়ে থাকে। এই ভারতই পূর্বে সুখধাম ছিল - এখন যা অতি দুঃখধামে পরিণত হয়েছে। যেহেতু সেই দেবী-দেবতা ধর্মও আজ আর নেই। অবশ্য অল্প পরেই তা আবার স্থাপিত হতে চলেছে। বাচ্চারা, তোমরা এই রাজযোগের শিক্ষা নিয়ে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হচ্ছে। কাঁটার মতন জীবন থেকে এখন ফুলের মতন জীবন প্রকাশ পাচ্ছে তোমাদের। বর্তমানের এই দুনিয়াটা কেবলই কাঁটার দুনিয়া। একে অপরকে কাঁটা বিঁধাতেই ব্যস্ত সকলে অর্থাৎ কাম ভাবের কামাঙ্ঘরি তলোয়ার চালাতে থাকে। কিন্তু, বাবা তোমাদের ফুলের মতন এমন সুন্দর করে গড়ে তোলেন, যাতে অন্যকে কাঁটা বিঁধানোর অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে দাও তোমরা। আর এর জন্য তোমাদের সাহসী হতে হবে। যারা ধৈর্যশীল হয় কেবল তারাই তাদের সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াতে পারে। বাবা নিজেও তা পর্যবেক্ষণ করে বোঝেন। যে বাচ্চা ধৈর্যশালী, সে কখনও পড়বেই না। এমন সাহসী আর ধৈর্যশালী বাচ্চাকে বাবা স্বয়ং শরণ দেন। কিন্তু তারপর আর এমন করা চলবে না, তুমি আবার কেবল তোমার স্বামী ও বাচ্চাদেরকে স্মরণ করতে থাকবে। যেমন কোনও ইটের ভাঙীতে সব ইটই সমান ভাবে সঁকা হয়ে পাকা হয় না, এখানেও তেমনি তোমরা তোমাদের পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সেই ভাবেই তৈরী হও। বাবা আরও জানাচ্ছেন, এই জ্ঞান-যজ্ঞও অনেক প্রকারের বিঘ্ন তো আসবেই। যেমন হয়ে থাকে প্রতি কল্পেই। কোনও কোনও বাচ্চা এমনও হয় যে, বাবার কোনও নির্দেশকেই মানে না তারা। যারা বাবার কথাকে অমান্য করে গোমড়া-মুখো হয়ে থাকে, তারা নিজেরাই তাদের নিজের ভাগ্যের উল্লতির বাধাস্বরূপ হয়। তারা আর সৌভাগ্যশালী হতে পারে না। দেহ-অভিমানের কারণে নিজের মত অনুসারেই চলতে থাকে। যেখানে তোমাদের উচিত প্রতিটি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা। বাবার যে শ্রীমং তোমরা পেয়ে থাকো, তা এই ব্রহ্মার দ্বারাই। এমনটা মোটেই সম্ভব নয় যে, প্রেরণার দ্বারা কারওকে শ্রীমং দেওয়া যায়। আর যদি তাই হতো, তবে কি আর ব্রহ্মাকে আধার করে ওনার মাধ্যমে এত দত্তক বাচ্চা বানাবার প্রয়োজন পড়তো ? কোনও কোনও গুণধারী পুরানো বাচ্চা এমনও ভাবে, শিববাবার আশীর্বাদ সরাসরি শিববাবার থেকেই নিয়ে নেবো আমি। যেহেতু তাদের দেহ-অভিমান অনেক থাকে। সেক্ষেত্রে একথা পাকাপাকি ভাবে মনে গেঁথে নাও, অসীম বেহদের সত্যিকারের বাবা স্বয়ং এখানে আসেন তার বাচ্চাদের বেহদের আশীর্বাদী বর্সা দেবার উদ্দেশ্যে। এই বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা এমনই, যার দ্বারা নর (মানুষ) থেকে নারায়ণ হওয়া যায়। যার মধ্যে স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই থাকে, ফলে খুশীও আসে তার সাথে। এই দুনিয়ায় যেমন অনেকেরই স্বাস্থ্য থাকে, কিন্তু তাদের আবার সম্পদ থাকে না। কারও সম্পদ থাকলেও, তাদের আবার স্বাস্থ্য থাকে না। কারও যদি বাচ্চা না জন্মায়, সেক্ষেত্রে তাদের অন্য কারও বাচ্চাকে দত্তক নিতে হয়। কিন্তু, সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে এসব হয় না। সেখানে তো একটা বাচ্চা অবশ্যই হবে। আর বর্তমানের এই জগৎটা কেবলই দুঃখধাম। যেহেতু রাবণের রাজ্যে কেবল দুঃখেরই অভিশাপ পাওয়া যায়। তাই তো বাবা আসেন তোমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্সা দিতে।

বাচ্চারা, এখানে তো রোজই তোমাদের মুখ-মিষ্টি করা হয়। এছাড়াও সেন্টারগুলিতেও তো প্রতি গুরুবারেই (বৃহস্পতিবার) টোলীর মুখ-মিষ্টি করানো হয়। আবার মুরলী শ্রবণে তোমাদের কানও মিষ্টি হয়ে যায়। অতএব মুখ ও কান দুটোই মিষ্টি হয়ে যায়। আল্লারা এই কানের দ্বারাই সেই অবিনাশী গুণান শোনে। চোখের সাহায্যে দেখে। মুখের সাহায্যে ভোজন করে, তবেই তো সে ভোজনের স্বাদ পায়। আর সব ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে আল্লা-অভিমানী হতেই হয়। আল্লা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ওনার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ফুলের মতন হয়ে সবাইকে সুখ দাও। কাউকেই কাঁটা বিঁধাবে না। কখনও বাবার প্রতি অবজ্ঞা করো না আর মুখ গোমড়া করে থেকো না।

২) প্রতি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। নিজের মতে কিন্তু চলবে না। দেহ-অভিমাণে এসে অবাধ্য হয়ো না যেন।

বরদান :- অমৃতবেলায় তিন বিন্দুর তিলক লাগিয়ে- কেন, কি, -এসব থেকে মুক্ত হয়ে অনড় এবং অচল আল্লা হও

বিস্তার :- বাপদাদা সর্বদাই বলে থাকেন যে, রোজ অমৃতবেলায় উঠে তিন বিন্দুর তিলক লাগাও। তুমি নিজে যেমন বিন্দু-স্বরূপ, বাবাও তেমনি বিন্দু-স্বরূপ। আর যা ঘটে গেছে, যা ঘটছে - এসবই নাথিং নিউ, অতএব ফুলস্টপ লাগাও। ফুলস্টপও বিন্দু। এই তিন বিন্দুর তিলক লাগানো অর্থাৎ সজাগ-স্মৃতিতে থাকা। এর ফলে সারাদিনই তুমি অনড়-অচল থাকতে পারবে। কেন, কি, -এসব কিছুই সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন এমন কোনও পরিস্থিতি আসবে, তখনই তাতে ফুলস্টপ লাগাও, ভাববে নাথিং নিউ। যা হওয়ার ছিল, তাই হচ্ছে সাক্ষীভাবে সবকিছু দেখে এগিয়ে যেতে থাকো।

স্লোগান :- পরিবর্তনের শক্তি দ্বারা ব্যর্থ সংকল্পের স্রোতগুলিকে সমাপ্ত করে দিতে পারলেই সমর্থ আল্লা হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই শরীরের কোনো ভরসা নেই, তাই যে শুভ কাজ করতে হবে তা আজই করে নাও, কালের উপর ছেড়ে দিও না ।"

প্রশ্ন :- নিজের ভাগ্যের খাতাকে সৌভাগ্যে পূর্ণ করার যুক্তি কি ?

উত্তর :- শিববাবাকে নিজের সন্তান বা উত্তরাধিকারী করে নাও তাহলেই তিনি তোমাকে ২১ জন্মের জন্য সম্পত্তিবান করে দেবেন । ইনি এমনই একজন যিনি সকালের বাচ্চা হয়ে তাদের ভাগ্যের খাতাকে পূর্ণ করে দেন । কিন্তু কেউ কেউ আবার ভয় পায় যে সবকিছুই বোধহয় দিয়ে দিতে হবে । বাবা বলেন ভয়ের কোনো কথা নেই । তোমরা নিজের বাচ্চাদের সামলাও । তাদের পালন করো কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকে করো তাহলেই তিনি তোমাদের ভরপুর করে দেবেন । যদি তোমরা এই বাচ্চার কাছে বলিহারি যাও তাহলে ইনি তোমাদের অনেক সেবা করবেন ।

ওম্ শান্তি । এই সময় সমস্ত সেন্টারে যে বাচ্চারা থাকে তারা অবশ্যই বুঝবে যে, আমরা শিববাবার মহাবাক্য শুনি । আর কোনো এমন সংস্থা নেই কেননা শাখা তো অনেকেরই আছে তারা টেপও রেকর্ড করে, যেখানে তাদের হেড অফিস, যেখানে গুরুরা থাকে, তারা তাদেরই স্মরণ করে । তোমরা ছাড়া আর কেউই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে না । এই সঙ্গমের সময়ই পারলৌকিক বাবা আসেন, বাচ্চাদের এসে তিনি তাঁর পরিচয় দেন, বাচ্চারাও নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেই সুরেই মগ্ন থাকে । পরমপিতা পরমাত্মা এই সময়ই মুরলী চালান । শান্ত্রেও আছে যে কৃষ্ণ মধুবনে মুরলী বাজাতেন । মুখ্য মধুবন একই জায়গায়, বাকি সব জায়গায় মুরলী যায় । মানুষের বুদ্ধিতে তো এইকথা আছে যে কৃষ্ণ মুরলী বাজাতেন । শিববাবা মুরলী চালান - এইকথা কারোর বুদ্ধিতেই কখনো আসে না । এ কেউই জানে না । যেখানে যেখানে তোমাদের সেন্টার খোলে সেখানে তারা বুঝতে পারে যে ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার মুরলী বাজে । যা সব জ্ঞান গঙ্গারা শুনে অন্যকে শোনায় । বুদ্ধিতে তো শিববাবার কথা স্মরণ থাকে, তাই না । শিববাবা, যাকে ভগবান বলা হয় । শিববাবা মুরলী শোনান এইকথা কোনো শান্ত্রে লেখা নেই । তোমরা বাচ্চারা যেখানেই থাকো না কেন, তোমরা বুঝতে পারো, এই মুরলী যা ছেপে এসেছে তা শিববাবারই । শিববাবা ছাড়া কেউই শেখাতে পারবেন না । বাবাই বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, আমিই তোমাদের আশীর্বাদী বর্ষা দেবো । বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন যে আমাকে স্মরণ করো, আর কোনো নাম বা রূপকে স্মরণ করো না । সাকার মানুষের ফটো ইত্যাদি তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে একত্রিত করে এসেছে, উপাসনাও করে এসেছে । দেবতাদের চিত্র রাখা এ সবও তোমাদের ছেড়ে যায় । ভক্তিমার্গে আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে থাকে । শরীরকে তো মানুষ তখন স্মরণ করে যখন সে দেহ - অভিমানী থাকে । বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । আত্মা তো পতিত দুঃখী হয়ে আছে । আত্মা বলে যে আমরা একসময় মহারাজা ছিলাম এখন গরীব হয়ে গেছি । তোমাদের এখন স্মৃতি জাগরিত হয়েছে, আমরা বাবার সন্তান । বাবার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্ষা পেয়েছিলাম । এখন বাবা বলেন, সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । এর থেকে শুভ কাজ আর হয় না । এই শুভ কাজে দেরী করা উচিত নয় । শরীরের ওপর তো কোনো ভরসা নেই । না না যুবক না বৃদ্ধদের, তাই যা করতে হবে তা আজই করা উচিত । আজ - কাল করতে করতে কালই থেয়ে ফেলবে । বাবা কতো বড় হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খুলেছেন,

যেখানে স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং খুশী পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য আর সম্পদ থাকলে সুখ থাকবেই থাকবে। কায়া যদি নিরোগী থাকে আর অর্থ যদি থাকে তাহলে মানুষ সুখী থাকে। তাই বাবা বলেন, যার শুভ কার্য করার ইচ্ছা, এখন করে নাও। কেবল তিন পদ জমি নিয়ে এই হাসপিটাল খোলো। সবাইকে বাবার পরিচয় দাও। বাবা যেহেতু স্বর্গের রচয়িতা তাহলে অবশ্যই বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত। ভারতবাসীদেরই এই আশীর্বাদী বর্ষা ছিলো। এই কথা ভারতবাসী সহজেই বুঝতে পারবে। ভগবানকে খোঁজার জন্য মন্দির আছে। আর্যসমাজী লোকেরা তো দেবতাদের মানেই না, তাই তারা ভাবে, এই চিত্র ইত্যাদি যা বানানো হয়েছে, সবই পাখণ্ড। বিঘ্ন তো অনেকই আসবে। বোঝানো তো খুবই সহজ। বাবার আদেশ হলো – খুব তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হও, এই বন্ধন হলেই তোমরা আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী হতে পারবে।

বাবা হলেন রুহানী সার্জন, তোমরা নিজেদের তাঁর বাচ্চা বলো, তাই তোমরাও হলে সার্জন। অবশ্যই আত্মাদের এই জ্ঞানের ইনজেকশন দিতে হবে। মনমনাভব। এ হলো বড়র থেকেও বড় ইনজেকশন। বাবার স্মরণেই সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। যোগের দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে যাও। যোগই হলো একমাত্র ওষুধ। বাচ্চা জন্মায়, বাবার কোলে যায় আর এই আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী হয়ে যায়। তোমরা এখন জানো যে আমরা বেহদের বাবার থেকে স্মরণের দ্বারা এই আশীর্বাদী বর্ষা নিই। এই স্মরণেই অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে তাই এই স্মরণকে পাকা করতে থাকো। কেবল তিন পদ পৃথিবী নিয়ে এই হাসপিটাল খোলো। এ তো তিন পা, তাই না। না হলে এমন উচ্চ কলেজের জন্য তো ৫০-৬০ একর জমি হওয়া উচিত, যেখানে অনেক মানুষ এসে পড়তে পারে। জ্ঞান ইনজেকশন লাগাতে থাকে। এই গায়ন আছে যে, পৃথিবীর তিন পদ জমি পেলো না অথচ বিশ্বের মালিক হয়ে গেলো। তোমরাই তো এই বিশ্বের মালিক হও। তিন পদ পৃথিবী কোনো বড় কথা নয়, তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। ভিত তৈরী হওয়ার পর কতো সেন্টার খুলে গেছে। কতো মানুষ কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য হয়ে যায়। যারা এই কাজ করে তাদেরও অনেক লাভ। অনেকের কল্যাণের জন্যই হাসপিটাল বা কলেজ খোলা হয়। এও তেমনই, তোমরা বাইরে বোর্ড লাগিয়ে দাও। স্বাস্থ্য এবং সম্পদের ক্লিনিক সুদূর ২১ জন্মের জন্য। হিন্দীতে বলা হবে, ১০০ শতাংশ পবিত্রতা, সুখ শান্তির চিকিৎসালয়। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে সেবা করার শখ নেই। কুটুম্ব ইত্যাদির জালকে মাকড়সার জাল বলা হয়, এই জালে নিজেই ফেঁসে যায়। বাবা এসে এই রাবণ রূপী মাকড়সাকে এই জাল থেকে বের করেন। সত্যযুগে এমন কথা বলা হবে না। এখানে নিজেই নিজের জালে ফেঁসে মরে। এ তো হলো রাবণ রাজ্য। সারা সৃষ্টিতে রাবণের কতো বড় বড় জাল বিছানো আছে। সকলেই শোক বাটিকায় বসে আছে। এই রাবণের জালে সমস্ত সাধু – সন্ত ইত্যাদি ফেঁসে রয়েছে। এখন বাবা বলছেন এই সবকিছুকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর সবাইকে এই রাস্তা বলতে থাকো। এই সৃষ্টি চক্রের রহস্য দ্বিতীয় কেউই আর বলতে পারে না। বাবা বলেন যে এই সবকিছুকে ছেড়ে এক আমাকে স্মরণ করো। এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব পাপ দূর হবে। এই শুভকাজে দেৱী করা উচিত নয়। উদাহরণও দেওয়া হয় যে দেৱী করতে করতে মরে গেলো। তারপর আত্মা যখন তার কর্মের ফল ভোগ করে তখন খুব কাঁদতে থাকে। তখন বলা হয়, দেখো, তুমি দেৱী করে ফেলেছো। আজ – কাল করতে করতে কালে থেয়ে নিয়েছে। এখন এই জ্ঞান তো ধারণ করতে পারো না। এমন এমন নির্দেশ দেওয়া হয়। অনেক বাচ্চারা ভাবে, আত্মা কাল এটা করে নেবো, কিন্তু তার আগেই মৃত্যু আসে তাই বোঝানো হয় যে এই মমত্ব ছেড়ে দাও। লৌকিক সম্বন্ধী তোমার কোনো কল্যাণই করবে না। এই শিববাবা এখন তোমাদের সন্তান হয়ে যান। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে তোমাদের উত্তরাধিকারী

করো, তাহলে আমি তোমাদের অনেক সেবা করবো, তাই বাবা জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের কজন সন্তান ? আমি, এই শিবকে যদি নিজের বাচ্চা বানাও তাহলে আমি তোমাদের ভরপুর করে দেবো, ২১ জন্মের জন্য । কন্যা তো নিজের ঘরে যায় । বাচ্চার জন্য কত চিন্তিত হয় । বাচ্চা না হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে নেয় । বাবা বলেন, এই লৌকিক বাচ্চা তোমাদের কিছুই সেবা করবে না । এই একমাত্র সবার বাচ্চা হয়, সবার ভান্ডার ভরপুর করে দেয় । কিন্তু কেউ কেউ আবার ভয় পায় যে সবকিছু দিতে হবে । তখন কি হবে । বাবা বলেন তোমাদের সন্তানদের পালন তো করতেই হবে । কিন্তু স্মরণ এই বাচ্চাকেই করো । এই বাচ্চা তো তোমাদের ভরপুর করে দেবে । কাশীর মন্দিরে গিয়ে বলি চড়ে । মনে করে শিবের কাছে বলিহারি গেলে জীবনমুক্তি পাওয়া যাবে । বাস্তবে তা এখনকারই কথা । কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে । তোমরা যদি এই বাচ্চার কাছে বলিহারি যাও তাহলে এ তোমাদের অনেক সেবা করবে, স্বর্গে মহল দিয়ে দেবে । ওই বাচ্চা তো কিছুই করবে না, করেও ব্রাহ্মণ ইত্যাদিদের খাওয়াবে । মানুষ দান পুণ্য যা কিছুই করে তা নিজেদের জন্যই করে থাকে । তাই এই হসপিটাল খোলা অনেক পুণ্যের কাজ । বিত্তবান লোকেরা তো ১০ থেকে ১৫ টা পর্যন্ত হসপিটাল খুলতে পারে । এই টাকা পয়সা ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা ভাড়ায় বাড়ি নিয়ে ৫০ হাজার টাকায় ৫০ হসপিটাল খুলতে পারো । তারপর তারা নিজে থেকেই তৈরী হতে থাকবে । বাবা সেবার কতো সহজ যুক্তি বলেন । গঙ্গার পাড়ে গিয়ে সেবা করো । নিজের পিঠে বাবার পরিচয় লাগিয়ে দাও । এমনতেই পড়তে থাকবে । দেহ - অভিমান ত্যাগ করতে হবে । কোনো বিত্তবান যদি এমন করে তাহলে সবাই বলবে....বাহ । এর তো একদমই দেহ অভিমান নেই । বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাহলে আমরা কেন এই নরকে আছি । এখন বাবা এসেছেন - তিনি বলছেন দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে এক বাবাকে স্মরণ করো । ভারত কিভাবে স্বর্গ থেকে নরক হয়েছে ? লক্ষ্মী নারায়ণ কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছে, এসো আমরা সেই কথা শোনাই । তখন অনেকেই একত্রিত হবে । পতিত পাবনী গঙ্গাকেও বলা হয় আবার যমুনাকেও বলা হয় । আচ্ছা অন্তত পক্ষে একজনকে তো ধরো ।

এখন তোমরা বাচ্চার যখন জেনেছ তখন অবশ্যই তোমাদের বোঝাতে হবে । যদি অন্যকে আলোর সন্ধান দিতে না পারো তাহলে কে বলবে যে এর বুদ্ধিতে জ্ঞানের আলো আছে । সার্জন যদি ইনজেকশন না দিতে পারে তাহলে তাকে সার্জন কে বলবে ? তোমরা বাচ্চার সমস্ত জ্ঞান পেয়েছো । ৮৪ জন্মের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরা এই নাটক আর অভিনেতাদের অভিনয়কে জানো । উঁচুর থেকে উঁচু অভিনয় একমাত্র বাবার । তিনি বাচ্চাদের সাথে এই অভিনয় করেন । তোমরাই ভারতকে স্বর্গ বানাও । কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত, অপরিচিত উগ্রতাহীন শিবশক্তি সেনা । তাদের সব বিষয়ই লৌকিক । কতলোক কুস্তুর মেলায় যায় । এখানে দেহের কোনো বিষয় নেই । তোমরা উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে এই যাত্রায় আছো আর এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পবিত্র হও । বাবা বলেন যে, তোমরা কর্ম করাকালীনও শিববাবাকে স্মরণ করো । দুনিয়ার মানুষ বলে দেয়, সবার মধ্যেই পরমাত্মা আছে । তফাত তো হয়ে গেলো, তাই না । বাবা বলেন, যেখানেই থাকো, আমাকে স্মরণ করো । আর এই সেবাও করা উচিত । মন্দিরে অনেক ভক্ত যায় । এই ছবি পিঠে লাগিয়ে নাও আর বাবার পরিচয় দিতে থাকো । যুক্তি তো অনেকই বলা হয় । তোমরা শ্মশানে গিয়েও বোঝাও । নিরাকার বাবার মহিমা আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা । এখন বলো যে গীতার ভগবান কে ? সাথে ছবিও রাখো । তোমরা অনেক সেবা করতে পারো । কোনো মেয়েরা বা কুমারীরা করলে বলা হবে যে অহো সৌভাগ্য । কন্যা তো সবথেকে ভালো । কন্যাদের কানাইয়া বাবা

হলেন নিরাকার । কানাইয়া কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন না, তিনি হলেন বাবা । বাবার চিন্তা হয় যে বাচ্চাদের কিভাবে শেখাবো । আগের কল্পেও নাটকের নিয়ম অনুসারে এমনভাবে বুঝিয়েছিলাম, এখন আবার বোঝাচ্ছি । তাই তোমাদেরও অঙ্কের লার্টি হতে হবে । যে বাচ্চারা পরিচয় পায় তারা আবার কাল অন্যদের নিয়ে আসে । তাদেরও পুণ্য হয় । নিজের কাছে হিসাব রাখো । যা করবে, ফল তো পাবেই । কাউকে নিয়ে এলে তারও অনেক কল্যাণ হয়ে যায় । এই কাজে বাচ্চাদের অনেক অ্যাটেনশন রাখা উচিত । সেবা না করলে কি পাবে ? সেবা সেবা আর সেবা । তোমরা বলো, আমরা ঈশ্বরীয় সেবায় আছি । ঘরের কাজও অবশ্যই করো ।

বাবা শিক্ষা দেন, বাচ্চাদের কখনোই বিকারে যেতে দিও না । যদি তারা তোমাদের আগ্রা না মানে তাহলে তাদের নির্দেশ পালনকারী বলবে না । যদি তাদের অর্থ দিলে সেই অর্থে পাপ কাজ করে ফেলে তাহলে তার দণ্ড তোমাদের ওপরও আসবে । বাবা তো রায় দেন, তাই না । কিন্তু অনেকেই আছে যারা করে পিছনে বলতে থাকে । তাই বাচ্চাদের এই সেবার জন্য অনেক যুক্তি বলে থাকি । বাচ্চারা, তোমাদের এই কাজই করতে হবে । ট্রেনেও এই সেবা করতে থাকো তাহলে বাবাও খুশী হবেন আর তোমরা ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের বর্ষা পেয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়া যে বড় জাল বিস্তার করেছে, এখন বাবার স্মরণে সেই জাল থেকে মুক্ত হতে হবে । শুভ কার্যে লেগে যেতে হবে । কোনো দেহধারীর জালে ফঁসে যেও না, সবার থেকেই মমত্ব দূর করতে হবে ।

২) জ্ঞানের যে আলো পেয়েছ তা সবাইকে দিতে হবে । দেহ - অভিমান ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা সেবা করতে হবে । অঙ্কের লার্টি হতে হবে ।

বরদান :- ভালো সংকল্প রূপী বীজের দ্বারা ভালো ফল প্রাপ্ত করে সিদ্ধি - স্বরূপ আত্মা হও ।

সিদ্ধি - স্বরূপ আত্মার প্রত্যেক সংকল্প নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি সিদ্ধ হয় । তার সমস্ত কর্মই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । তারা যা বলে তাই সিদ্ধ হয়ে যায় তাই সত্য বচন বলা হয় । সিদ্ধি সরূপ আত্মাদের প্রতি সংকল্প, বাণী আর কর্ম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়, ব্যর্থ হয় না । যদি সংকল্প রূপী বীজ খুব ভালো হয় কিন্তু ফল ভালো না হয় তাহলে ধারণার ধরণী ঠিক নয় অথবা অ্যাটেনশনের সাবধানতাতেও কম আছে ।

স্লোগান :- দুঃখের ডেউ থেকে মুক্ত হতে হলে কর্মযোগী হয়ে সব কর্ম করো ।

II সমর্থ হওয়ার লক্ষণ - তোমার সংকল্প, বচন, কর্ম, প্রকৃতি এবং সংস্কার বাবার সমান হবে ॥

আজ, রুহানী বাবা বস্তুদের কাছে দিলারামকে দেওয়া হৃদয়ের সমাচার জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন । সবাই দিলারামকে হৃদয় দিয়েছে, তাই না ! যখন এক দিলারামকে হৃদয় দিয়েই দিয়েছে, তবে তাঁকে ছাড়া তোমার হৃদয় আর অন্য কিছুতেই দিতে পারেনা । দিলারামকে হৃদয় দেওয়া অর্থাৎ তাঁকে তোমার হৃদয়াসনে বসানো । একেই বলা হয় সহজ যোগ । বোধবুদ্ধি হৃদয়কে অনুসরণ করে । অতএব, হৃদয়েও দিলারাম আর মগজেও অর্থাৎ স্মৃতিতেও দিলারাম । আর কোনও স্মৃতি বা ব্যক্তি দিলারাম এবং তোমার মাঝখানে আসতে পারেনা - এই অনুভব হয় তোমার ? যখন তোমার হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দিয়েই দিয়েছে অর্থাৎ তুমি তোমার স্মৃতি, সংকল্প, শক্তি সব বাবাকে দিয়েই দিয়েছে, তবে বাকি আর রইলো কি ? তোমার মন, বচন, কর্মে তো বাবারই হয়ে গেছে । তুমি নিজে এই সংকল্পও করেছ, এমনকি এও বলেছ, "আমি বাবার আর বাবা আমার ।" কর্মেও যে সেবা তুমি করো সেটাও বাবার সেবা, সেইজন্য এটা তোমার সেবা । এইভাবে তুমি এখন তোমার মনে, বচনে, কর্মে বাবার হয়ে গেছ, তাই না ! তাহলে কি মার্জিন বাকি আছে যেখান থেকে এখনো সামান্যতমও সংকল্প আসতে পারে ! যে কোনও সংকল্প বা কোনপ্রকার আকর্ষণ আসার দরজা বা জানালা খোলা থেকে গেছে কি ? যেকোন কিছুই আসার রাস্তাই হলো মন, বুদ্ধি, বাণী এবং কর্ম; সুতরাং, এই চারটে জিনিসের চেক করে দেখ, এইসবের কোনকিছু প্রবেশ করার জন্য তুমি কোনরকম মার্জিন তো ছাড়োনি ! কোনরকম মার্জিন আছে কি ? স্বপ্নও এর ওপরেই নির্ভর করে । যখন একবার বাবাকে বলেই দিয়েছে, এই সবকিছু তোমার, তখন বাকি আর কি থাকলো ? একেই নিরন্তর স্মরণ বলা হয়ে থাকে । বলার এবং করার মধ্যে কোনরকম প্রভেদ তো করোনা ? 'তোমার' মধ্যে 'আমার' মিশ্র করে দাও না তো ? সূর্যবংশী অর্থাৎ গোল্ডেন এজড । এর মধ্যে কোনকিছু মিশ্র হবেনা তো ! ডায়মন্ডও দাগহীন হতে হবে । কোনো দাগ থেকে যায়নি তো ?

যখন তুমি সংকল্প, কথা, প্রকৃতি বা সংস্কারের যেকোন দুর্বলতা সম্পর্কে বলো, তুমি কি বলো ? এটা আমার বিচার বা এটা আমার সংস্কার । যেমনই হোক, যা বাবার সংস্কার, সংকল্প; সেই একই, তোমার সংস্কার, সংকল্প । যখন বাবার মতো তোমার সংকল্প - সংস্কার হয়ে যায়, তখন এইরকম কথা তোমরা বলবে না, কি করব ? আমার স্বভাব সংস্কার এইরকম ! 'কি করব', এই শব্দগুলোই দুর্বলতার । সমর্থ হওয়ার লক্ষণ হলো, সদাসর্বদা তুমি তোমার সংকল্পে, বচনে, কর্মে, স্বভাব-সংস্কারে বাবা সমান হবে । বাবার থেকে তোমার আলাদা হবে, এটা হতে পারেনা । সেইরকম আত্মার সংকল্পে, বচনে, সর্বক্ষেত্রে শুধু 'বাবা' 'বাবা' শব্দ ন্যাচারালভাবে হবে । আর কর্ম করাকালীন করণকরাবনহার করাচ্ছেন, এইরকম অনুভব হবে । বাবা যদি সবকিছুতে এসে যান তবে মায়া আসতে পারেনা । হয় বাবা থাকবেন, নয় মায়া । তোমরা লন্ডনবাসী তোমাদের স্মৃতিতে বাবাকে রেখে এবং অনুক্ষণ 'বাবা' 'বাবা' বলতে বলতে মায়াজিৎ হয়ে গেছে । উত্তরাধিকার যখন সদাকালের জন্য, স্মরণও তো সদাকালের জন্য হতে হবে ! সদাকালের জন্য তোমাকে মায়াজিৎও হতে হবে ।

লন্ডন, সেবার ফাউন্ডেশন স্থান । তবে ফাউন্ডেশন স্থানের বাসিন্দাবৃন্দ কি ফাউন্ডেশন সমান প্রতিরোধে সক্ষম ? কি করবো, কিভাবে করবো - এই ধরনের কোনো কমপ্লেক্স নেই, তাইতো ? এত কিছু

করেও তোমরা মায়াকে ঘিরেই ড্রামা অভিনয় করছ। প্রত্যেক ড্রামায় মায়ার আসার না থাকলেও, আসে। মায়াকে ছাড়া বোধহয় ড্রামা বানাতে পারনা। তোমরা মায়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখাও। এখন সবকিছু পরিবর্তক স্বরূপ হয়, এমন ড্রামা দেখাও। তোমরা স্পষ্টতই মায়ার মুখ্য স্বরূপ কি তা জানো। কিন্তু মায়াজিত হওয়ার পরে সেই মায়ার স্বরূপ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই ড্রামা দেখাও। যেমন কামের শরীর-অনুগত দৃষ্টি আত্মিক স্নেহে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তেমনই সব বিকার পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং, কি পরিবর্তন হয়েছে তা প্র্যাকটিক্যালি অনুভবও করো এবং ড্রামাতেও দেখাও।

লন্ডনবাসীর স্ব-উন্নতি এবং বিশ্ব কল্যাণের জন্য বিশেষ কি লক্ষ্য রেখেছ? তোমাদের স্মৃতিতে বিশেষভাবে এটা থাকুক যে তোমরা ফরিস্তা এবং ফরিস্তার স্বরূপ কি, বোল কেমন, কর্ম কিরকম! তখন তুমি নিজে থেকেই সবসময় ফরিস্তার মতো সবকিছু করবে। "আমি ফরিস্তা" "আমি ফরিস্তা" - স্মৃতিতে সদা এই ভাবনা লালন করো। যখন তুমি বাবার হয়েই গেছ এবং তোমার যা কিছু বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছ, তাহলে তুমি কি হলে? হালকা ফরিস্তা হয়ে গেলে, তাই না! সুতরাং, এই লক্ষ্যকে সম্পন্ন করার জন্য একমাত্র একটা শব্দ স্মরণ করো, সবকিছু বাবার, আমার কিছু নয়। যখন তুমি 'আমার' বোলো, সেটাকে তখন 'তোমার' করে দাও। তাহলে আর কোনো বোঝা ফীল হবে না। প্রতি বছর তোমরা ক্রমশঃ সামনে এগিয়ে যাবে। তোমরা ফরিস্তারা উড়তি কলায় যাচ্ছ, এই দৃঢ় নিশ্চয় তো আছে, তাই না! তোমরা উপরে-নিচে, নিচে-উপরে তো হওনা? আচ্ছা -

লন্ডননিবাসীদের মহিমা সবাই জানে। সবাই তোমাদের কোন দৃষ্টিতে দেখে? মায়াজিত, কারণ তোমরা পাওয়ারফুল ডাবল পালনা লাভ করছ। তোমরা বাপদাদার থেকে তো নিরন্তর পালনা লাভ করছই, আবার বাবা যাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন, তাদের থেকেও পাওয়ারফুল পালনা লাভ করছো। যখন তোমরা নিরাকার, আকার এবং সাকার এই তিন রূপ ফলো করবে তখন তোমরা কি হবে? তোমরা ফরিস্তা হয়ে যাবে, তাই না! লন্ডনবাসী অর্থাৎ যাদের কোনো কমপ্লেন্ট বা কনফিউশন নেই। তোমরা সবাই অলৌকিক জীবন এবং স্ব-রাজ্য অধিকারী রাজা-রানী, তাই তো! এই নেশা তোমাদের আছে তো?

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

কুমারীরা সদা তাদের নিজের ভাগ্য দেখে পুলকিত। কুমারীগণ তাদের লৌকিক জীবনেও শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়। এইভাবে নিজেদের মহান মনে করো? অন্ততঃ এমনভাবে হ্যাঁ বোলো যাতে সারা বিশ্ব এটা শুনতে পায়। বাপদাদা কুমারীদের তাঁর হৃদয়ের সিন্দুকে রাখেন, যাতে কারও নজর না লাগে। তোমরা এমনই অমূল্য রত্ন! কুমারীগণ সদা পড়া এবং সেবাতেই বিজি থাকে। কুমারী জীবনেই বাবাকে পেয়ে গেছ, এর বেশী কিইবা চাই! অনেক সম্পর্কে তোমাদের ঘুরতে হয়নি, তোমরা বেঁচে গেছ। একের মধ্যেই সব সম্পর্ক তোমরা খুঁজে পেয়েছ। নয়তো জানো কত ব্যর্থ সম্পর্ক হয়ে যেত? শাশুড়ি, ননদ, বৌদিদের ... সেইসব থেকে তোমরা বেঁচে গেছ। না জালে আটকেছ আর না এর থেকে নিস্তার পাওয়ার সময় ছিলো। সবদিকে কুমারীরা ডাবল লাইট। কুমারীরা সদা বাবা সমান সেবাধারী এবং বাবা সমান সর্ব ধারণা স্বরূপ। কুমারী জীবন অর্থাৎ পিওর লাইফ। তাহলে পিওর আত্মারা শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না! তাইতো বাপদাদা কুমারীদের মহান পূজ্য আত্মারূপে দেখেন। পবিত্র আত্মারা বাবার এবং সকলের প্রিয় হয়।

নিজের ভাগ্যকে সদা সামনে রেখে সমর্থ আত্মা হয়ে সার্ভিসে সদা শক্তি ভরতে থাকো । এটা অতি পুণ্যের ! যা নিজের প্রাপ্ত হয়েছে তা অন্যকেও করাও । ঐশ্বর্য বিতরণে তোমার ঐশ্বর্য আরও বেড়ে যাবে - কুমারীরা, তোমাদের তো এইরকম শুভ সংকল্প রয়েছে, তাই না ! আচ্ছা ।

টিচারের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

বিশ্ব-শোকেসে তোমরা বিশেষ শো-পীস, তাই না ! সবার নজর নিমিত্ত সেবাধারী এবং শিক্ষকের ওপর । সদা তোমরা স্টেজের ওপরে । কতবড় স্টেজ, তাইতো সেখানে অনেক লোক তোমাদের লক্ষ্য করছে । সবাই কিছু প্রাপ্তির আশা করে । সদা এটা স্মৃতিতে থাকে ? সেন্টারে থাকো নাকি স্টেজের ওপরে ? সদা তোমরা বেহদ আত্মাদের মাঝে সবচেয়ে বড় স্টেজে আছ । সুতরাং, দাতার সন্তান সদা দিতে থাকো এবং সবার ভাবনা আর ইচ্ছে পূরণ করো । মহাদানী এবং বরদানী হও, কারণ এটাই তোমার স্বরূপ । এই স্মৃতিতে সমস্ত সংকল্প, বচন আর কর্ম হিরো পার্টের সমান হতে হবে কারণ বিশ্বের আত্মারা তোমায় লক্ষ্য করছে । সদা স্টেজে থাকো ! নিচে এসো না ! নিমিত্ত সেবাধারীদের বাপদাদা তাঁর বন্ধু মনে করেন, কারণ বাবাও টিচার । তোমরা এমনই কাছের আত্মা । তোমরা অনুক্ষণ নিজেদের বাবার সাথে এবং তাঁর কাছের অনুভব করো ? যখনই তুমি বাবা বলো তো তিনি হাজার ভূজাসহ তোমার সাথে থাকেন । এই অনুভব করেছে তুমি ? যারা নিমিত্ত হয়েছে বাপদাদা এক্সট্রা সহযোগ দেন । এইজন্য অতি গর্বের সাথে 'বাবা' বলো । নেশায় বঁদ হয়ে তাঁকে ডাকো, তিনি হাজির হয়ে যাবেন । বাপদাদা তো ওবিডিয়েন্ট, তাই না ! আচ্ছা ।

২৪-০৯-১৭ ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" মধুবন ১৩-০১-৮৩

একমাত্র স্ব-দর্শন চক্রধারী চক্রবর্তী রাজ্যভাগ্যের অধিকারী

সবাই নিজেকে স্ব-দর্শন চক্রধারী মনে করো ? স্ব-দর্শন চক্রধারীই চক্রবর্তী রাজ্যের শাসক হয়ে ভবিষ্যতের রাজ্যভাগ্যের অধিকার লাভ করে । স্ব-দর্শন চক্রধারী অর্থাৎ সমগ্র চক্রে তুমি যে ভিন্ন ভিন্ন পার্ট অভিনয় করেছ তাকে জানা । তোমরা সবাই এই বিশেষ দৃশ্যটা বুঝে নিয়েছ তো যে সারা চক্রে সর্বাংশে তোমরা হিরো পার্ট অভিনয় করা বিশেষ আত্মা ? এই অন্তিম জন্মে হীরেসম অমূল্য জীবন বানিয়ে, সমগ্র চক্রে সর্বত্রব্যপী তোমরা হিরো পার্ট অভিনয় করেছ । আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কি কি জন্ম নিয়েছ সব স্মৃতিতে আছে ? কারণ এই সময় নলেজেবেল অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার । এটাই একমাত্র সময় যখন তোমরা তোমাদের সব জন্ম জানতে পারো, সেইজন্য তোমাদের পাঁচ হাজার বছরের জন্মপত্রিকা এখন জেনেছ । যখন কেউ তোমার জন্মপত্রিকা তোমাকে বলবে, খুব বেশি হলে দুই চার ছয় বছরের জন্মের কথা বলবে । কিন্তু তোমাদের সবাইকে বাপদাদা সব জন্মের জন্মপত্রিকা বলে দিয়েছেন । তবে তো তোমরা সবাই মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছ, তাই না ! সারা হিসাব চিত্রে দেখানো হয়েছে, তাই তো ? নিজের জন্মপত্রিকার ছবি দেখেছো তোমরা ? যখন তোমরা সেই ছবি দেখে তখন সেটা তোমাদেরই জন্মপত্রিকার ছবি এমন অনুভব করো নাকি মনে করো এই ছবি শুধু নলেজ বোঝানোর জন্য ? এই নেশা আছে তো যে তোমরা বিশেষ আত্মারা সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নিজেদের পার্ট অভিনয় করছো ! ব্রহ্মা বাবার সাথে সাথে সৃষ্টির আদি পিতা এবং আদি মায়ের সাথে সারা কল্পে ভিন্ন ভিন্ন পার্ট অভিনয় করেছ, তাই না ! পুরো কল্পে ব্রহ্মাবাবার প্রতি যথারীতি প্রীতিপূর্ণ আচরণের দায়িত্ব তোমরা পালন করেছ । তোমাদের নির্বাণধামে যাওয়ার তো

ইচ্ছে নেই, তাই না ? যারা আদি দেখেনি তারা আর কি দেখলো ? তোমরা সবাই সৃষ্টির আদি কতবার দেখেছো ! সেই সময়, সেই রাজ্য, নিজের সেই স্বরূপ, সেই সর্বসম্পন্ন জীবন, তোমরা স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারো নাকি স্মরণ করানোর প্রয়োজন হয় ? নিজের আদি জন্ম অর্থাৎ প্রথম জন্ম আর এখন লাস্টের জন্ম, দুইয়েরই মহত্ব এখন তোমরা ভালোভাবে বুঝে নিয়েছ তো ? দুইয়েরই মহিমা অপরমপার !

যেমন আদি দেব ব্রহ্মা এবং আদি আত্মা শ্রীকৃষ্ণ, উভয়ের প্রভেদ দেখাও আর সাথে সাথে দুজনকেই দেখাও, ঐরকম তোমরা সবাইও নিজের ব্রাহ্মণ স্বরূপ আর দেবতা স্বরূপ দুটোই সামনে রেখে দেখ যে, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমরা কত শ্রেষ্ঠ আত্মা থেকেছ। তোমরা তখন অনেক নেশা আর খুশির অনুভব করবে। যিনি তৈরি করছেন আর যারা (তোমরা) তৈরি হচ্ছে উভয়ের বিশেষত্ব আছে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের দুটো স্বরূপই দেখে হর্ষিত হন। তোমরা নস্বরক্রমে হলেও দেব আত্মা তো সবাই হবে, তাই না ! সবাই বিশ্বাস করে দেবতাগণ পূজ্য শ্রেষ্ঠ এবং মহান আত্মা। এমনকি লাস্ট নাস্ত্রারের দেব আত্মা হলেও তবুও পূজ্য আত্মারা লিস্টে আছে। অর্ধেক কল্প তোমরা রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করেছ আর তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা মাননীয় আর পূজনীয় শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছিলে। এমনকি আজও, তোমরা দেখতে পাও, কিভাবে মানুষ তোমাদের চৈতন্য ব্রাহ্মণ রূপের এবং দেবতা রূপের চিত্র বিশ্বাসের সাথে পূজা করে। তাহলে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু হতে পারে ? সদা এই স্মৃতি স্বরূপে স্থিত থাকো। তারপর তোমাদের বারবার নিচে থেকে উপরের স্টেজে যাওয়ার জন্য মেহনত করতে হবেনা।

তোমরা সবাই যেখান থেকেই এসেছ, এই সময়ে তোমরা সবাই মধুবন নিবাসী। অতএব, তোমরা সব মধুবন নিবাসী সহজ স্মৃতি স্বরূপ হয়ে গেছ, তাই না ! মধুবন নিবাসী হওয়া ভাগ্যবানের লক্ষণ কারণ মধুবনের গেটে আসা অর্থাৎ সদাকালের জন্য বরদান প্রাপ্ত হওয়া। স্থানেরও মহত্ব আছে। সব মধুবন নিবাসী বরদানী স্বরূপে স্থিত হয়েছ, তাই না ! সম্পন্ন হওয়ার স্টেজ তো তোমরা অনুভব করো, তাইতো ? কেউ সম্পন্ন স্বরূপ হলে নিরন্তর খুশিতে নাচে আর বাবার গুণ গায়। এমন খুশিতে নাচতে থাকো, তাহলে তারা তোমাকে দেখলে তাদেরও মন খুশিতে নাচতে শুরু করবে, ঠিক যেমন অন্যদের স্কুল ড্যান্স দেখে দর্শকের মনে নাচার জন্য উত্সাহ দেখা দেয়। সুতরাং, সদা এইভাবে নাচতে আর গাইতে থাকো। আচ্ছা।

তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের এই বিশেষ চাক্স কারণ তোমরা হারানিধি বাচ্চা। যখন ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে তখন তোমরা কি করবে ? ঠিক যেমন ভারতবাসী, তোমরা ডবল বিদেশী বাচ্চাদের চাক্স দিয়েছে, তোমরাও তেমন অন্যদের চাক্স দেবে, তাই না ? অন্যের খুশিতে নিজের খুশি অনুভব করাই মহাদানী হওয়া।

বরদানঃ- নম্রতা দ্বারা নব নির্মাণের গৃহীত কর্মভার পালন করে নিরাশা এবং অভিমান থেকে মুক্ত হও

কখনো পুরুষার্থে নিরাশ হয়ো না। আমি এটা করবোই, এটা হতেই হবে। বিজয়মালা আমারই স্মৃতিচিহ্ন, এই স্মৃতিতে বিজয়ী হও। এক সেকেন্ড বা এক মিনিটের জন্যও নিরাশা নিজের মনের মধ্যে স্থান দিওনা। অভিমান আর নিরাশা এই দুটো জিনিসই তোমাকে বলবান হতে দেয়না। যাদের

অভিমান আছে তাদের অপমান হওয়ার ফিলিংসও অনেক, এইজন্য এই দুই বিষয়ে মুক্ত হয়ে নির্মাণ হও তবে নব নির্মাণের কার্য সदा করতে থাকবে ।

স্লোগানঃ- বিশ্ব সেবার সিংহাসনাসীন হলে রাজ্য সিংহাসনাসীন হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে তোমরা যে জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করো , সেই জ্ঞান রত্নের দান করার রেস অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করতে হবে "

প্রশ্ন:- মালায় আগে বা পরের নম্বর হওয়ার মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর :- শ্রীমতের পালন। যে ঠিক মতো শ্রীমৎ পালন করে সে সামনের দিকে নম্বরে স্থান পায় আর যে আজ ঠিক মতো পালন করছে, পরদিনই দেহ অভিমান বশতঃ শ্রীমতে মনমত মিশিয়ে দিচ্ছে সে পরের নম্বরে চলে যায়। নিয়ম অনুযায়ী শ্রীমৎ অনুসারে চললে পিছনের বাচ্চারাও আগের নম্বরে স্থান পেতে পারে ।

গান : - রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না, ভোরের আর বেশি দেরি নেই

ওম্ শান্তি । বাপদাদা দুজনেই বলেন ওম্ শান্তি। দুজনেরই স্বধর্ম হল শান্তি। আমাদেরও অন্তরে ধ্বনিত হওয়া উচিত ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মার স্বধর্ম হল শান্তি । এখন আমরা যাই শান্তিধামে। সর্ব প্রথমে বাবা আমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। প্রথমে কে যাবে ? যারা যত স্মরণে থাকবে। তারা যেন প্রতিযোগিতা করে। এখন তোমরা আত্ম-অভিমानी হও। তাতে অনেক পরিশ্রম লাগে। অর্ধকল্প তোমাদের রাবণ দেহ-অভিমानी করে দিয়েছে। এখন বেহদের পিতা পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের দেহী অভিমानी করছেন এবং নিজ গৃহের পথ বলে দিচ্ছেন। যিনি গৃহের মালিক, তিনিই বলে দিচ্ছেন। অন্য কোনো মানুষ এই পথ বলে দিতে পারেনা। নিয়ম নেই। একমাত্র বাবা-ই এসে বলে দেন, ওঁনার নামই হল দুঃখ হর্তা, দুঃখ থেকে মুক্ত করেন যিনি। যাঁর মহিমা ভক্তিমাগেও গায়ন আছে। এমন নয় সত্যযুগে আত্মা এমন বলে যে বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে পাঠিয়েছেন, না। এই জ্ঞান এখন তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিই। এই জ্ঞানের পাট এখনই চলে। তারপরে এই পাট সম্পূর্ণ হয়ে যায় ও প্রালব্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। পতিত থেকে পবিত্র করার পাট একমাত্র বাবার , যিনি কল্পে কল্পে পাট প্লে করেন। তোমরা জানো আমরা অর্ধকল্প পবিত্র ছিলাম। পরে রাবণ রাজ্যে এসে নীচে নেমেছি। কলা কম হয়েছে। ভারতেই দেবতারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। তাদের পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে আসতেই হয়। কলা কম হবেই। কিন্তু এইসব সেখানে জানা থাকেনা। এই সমস্ত জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পবিত্র দেবী দেবতারা পতিত হয় কিভাবে, এসো ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। ৮৪ চক্রের এই হল সত্য কাহিনী। তারা তো মিথ্যে কাহিনী শোনায। চক্রের আয়ু লম্বা চওড়া বলে দেয়। এই ৮৪-র চক্রের কাহিনী শুনলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা রানী হও। এই গুহ্য রহস্য সন্ধ্যাসীরা জানে না। তাঁদের ধর্মই আলাদা। প্রথমে মা বাবার কাছে জন্ম হয় তো মন্দিরে গিয়ে পূজো করে। তারপর যখন বৈরাগ্য আসে তখন ঘর দুয়ার ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলেন যে পূজ্য সে-ই পূজারী কথাটি তোমাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয় । গায়নও আছে ব্রাহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ নির্গত হয় - মানে নিশ্চয়ই এডপ্ট হয়েছে। এই বাবাও প্রথমে পতিত ছিল পরে পবিত্র হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে পবিত্র দেবী দেবতায় পরিণত হতে পুরুষার্থ করো। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে স্বর্গ বলা হয়। সেখানে আছেই অদ্বৈত ধর্ম, অদ্বৈত দেবতা, তাই সেখানে তালি (কোনো বিবাদ বিসম্বাদ হয় না) বাজেনা। সেখানে মায়া নেই। এই দেবী দেবতা ধর্মের মহিমা কীর্তিত হয় , সর্বগুণ সম্পন্ন যখন কোথাও লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে

যাও তখন বলো ইনি হলেন সত্য নারায়ণ কিনা। এনাকে সত্য কেন বলা হয় ? কারণ আজকাল তো মিথ্যে অনেক আছে। অনেকের নাম লক্ষ্মী নারায়ণ , রাধে কৃষ্ণ ইত্যাদি হয়। কারো আবার ডবল নাম থাকে। চেল্লাইয়ের দিকে অনেকের খুব ভালো নাম থাকে। ভক্ত বৎসলম ইত্যাদি.... এবারে সে তো ভগবান-ই হবে। মানুষ হবে কিভাবে।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- আত্মাদের পরম পিতা পরমাত্মা সামনে বসে আছেন। বাবাকে দেখলে তোমরা বুঝবে যে পতিত পাবন বাবা হলেন অতি প্রিয় (Most beloved) বাবা। আত্মা বলে নিরাকার বাবা আত্মাদের সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন , নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা এসে আত্মাদের পড়ান। এইসব কোনো শাস্ত্রে নেই। ভাবো যদি কেউ বলে পরম পিতা পরমাত্মা এসে কৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের সেই রূপ তো সত্যযুগে ছিল । সেই নাম রূপ নিয়ে কৃষ্ণ আসতে পারেনা। কৃষ্ণের ছবি তোমরা দেখছো , সেও যথার্থ (accurate) নয়। বাচ্চারা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে , তার ছবি বের করতে পারবেনা। বাকি এটাই প্রসিদ্ধ আছে যে - শ্রীকৃষ্ণ গৌর বর্ণ, তিনি সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন , যিনি পরবর্তীকালে বিশ্বের মহারাজা মহারানী হন। লক্ষ্মী নারায়ণের দ্বারাই রাজত্ব আরম্ভ হয়। রাজকীয় সম্ভ্রত আরম্ভ হয়। সত্যযুগের প্রথম সম্ভ্রত হল বিকর্মজীত সম্ভ্রত। যদিও প্রথমে যখন কৃষ্ণের জন্ম হয় , সেই সময় কোনো না কোনো আত্মা থাকেন থাকেন , যাঁদের ফিরে যেতে হয়। পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত হওয়ার এই হল সঙ্গমযুগ কিনা। যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাও তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব , নতুন যুগ আরম্ভ হয় , যাকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্বারা পালন হয়। এখন তোমরা সেই রূপে পরিণত হওয়ার পুরুষার্থ করছো। তোমরা বলবে আমরা ৫ হাজার বছর পরে পুরুষার্থ করি বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করতে। পুরুষার্থ ভালো ভাবে করতে হবে। শিক্ষক তো জানেন যে ছাত্ররা কতজন পাস করবে। তোমরা বাচ্চারাও জানো যে আমাদের নিজেদের একরস অবস্থা কতখানি হয়েছে ? আমরা বাবার কাছে কতখানি অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান নিয়ে অন্যদের দান করি ? এই অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান আর কেউ করতে পারবে না । জ্ঞান সাগর বাবার কাছে তোমরা এই জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত কর। সেসব কোনো স্থূল হীরা মুক্তো নয়। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করে দানী হতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে আমরা কতখানি দান করি ? মাঝা-বাবা কত দান করেন। আমাদের মধ্যে ভালো ভালো বোনেরা আছেন, কত ভালো দান করেন! রেস চলছে কিনা। ফাইনাল পাশ তো হয়নি এখনও। বলা হবে বর্তমান সময়ে অমুক অমুক খুব তীক্ষ্ণ। আগে যে মালা তৈরি হয়েছে আর এখন যে মালা তৈরি হচ্ছে তফাৎ আছে। মালায় যারা ৪ - ৫ নম্বরধারী মুক্তো ছিল তারা মরে গেছে (হাত ছেড়ে চলে গেছে) । অনেককে আগে নম্বর দেওয়া হয়েছিল - তারাও এখন নীচের দিকের নম্বরে চলে গেছে । নতুনরা উপরে এসেছে। বাবা তো সবই জানেন। তাই বলা হয় গুড়ের স্বাদ কেবল গুড় (শিববাবা) জানে আর গুড়ের ভাঁড় (ব্রহ্মা বাবা) জানে ("গুড়ের জানে গুঁড় জানে, আর যাতে সেটি রয়েছে সে জানে)। বাবা বলেও থাকেন। প্রথমে তোমার অবস্থা ভালো ছিল এখন নম্বর নীচে চলে গেছে কেননা নিয়ম অনুসারে, শ্রীমতে চলো না। নিজের মতে চলো। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারো যে বাবা এই সময় যদি আমাদের এই দেহ ত্যাগ হয় তবে কিরূপ গতি হবে ? গীতা যেমন কিছু বলা হয়েছে - আটায় নুন যেমন। সবাই ডাকে -- বাবা আমাদের রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত কর , দুঃখ দূর কর। এই হল সত্য হরিদ্বার তাইনা। দুঃখ হর্তা , পরম পিতা পরমাত্মাকে হরি বলে সম্বোধন করা হয়, শ্রীকৃষ্ণকে নয়। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন দুঃখ হর্তা , সুখ কর্তা। তোমরা সুখধামের মালিক হও তাইনা। যোগবলের দ্বারা তোমরা

বিশ্বের মালিক হও। তাদের আছে বাহুবল, শারীরিক বল , যারা বুদ্ধি দ্বারা বোমা নির্মাণ করে। এখানে সৈন্য ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। দুনিয়ায় এই কথা কারোর জানা নেই যে যোগবলের দ্বারা কিভাবে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। বাবা এসে এই যোগের শিক্ষা দেন। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। আমি হলম জ্ঞানের সাগর। না, যোগের সাগর বলা ভুল হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , পতিত পাবন। নিশ্চয়ই জ্ঞানের বর্ষা করেন। প্রথম কথা বাবা বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো অন্য কাউকে স্মরণ করা হল অজ্ঞানতা। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা-ই শোনান। যোগের জন্যে শিক্ষাও দেন। অন্য সবাই যোগের সম্বন্ধে উল্টো শিক্ষা দেবে। সেসব হল দৈহিক যোগ , দেহ সুস্থ রাখার জন্যে। এই হল রুহানী যোগ। এই রাজ যোগের কথা কোথাও নেই। বাবা ছাড়া কেউ রাজ যোগ শেখাতে পারেনা। জানেই না। তোমরা এই রাজ যোগ শিখতে শিখতে চলে যাবে(নতুন দুনিয়ার দিকে), গিয়ে রাজত্ব করবে। রাজ যোগের কোনো ছবি হয় কি। তোমরা এইসব তৈরি করো বোঝানোর জন্যে। তাও কেউ দেখলে বুঝবে না । বোঝাতে হবে -- এই ব্রহ্মা রাজ যোগ শিখে গিয়ে নারায়ণে পরিণত হন। পাশে সেই চিত্র রাখা আছে। এই সব কথা ধারণ করা হল বুদ্ধির ব্যাপার । এর জন্যে টিচার কি করবেন ? টিচার বুদ্ধির বিষয়ে কিছু করতে পারেননা। কেউ বলে আমাদের বুদ্ধি খুলে দাও। বাবা কি করবেন ? তোমরা স্মরণ কর আর সম্পূর্ণ পড়াশোনা করো তাহলেই বুদ্ধি পূর্ণ রূপে খুলে যাবে। বাচ্চাদের পুরো শেখানো হয়। বাবা বলো , মাম্মা বলো তাহলে বলবে তবেই শিখবে। না বললে কিভাবে শিখবে ? তাই বাচ্চাদের মুখ খোলানো হয় (জ্ঞান শোনানোর জন্য প্র্যাকটিস করানো হয়) । পরিশ্রম করতে হয়। বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান , সবার রচয়িতা। ওঁনার কাছে সবাই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে। তারপর রাবণ রাজ্যে বর্ষা হারিয়ে নরকে পরিণত হয়। দেবতার পবিত্র ছিল , পরে পতিতে পরিণত হয়। তারপর পতিত পাবন বাবা আসেন , বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নি দ্বারা বিকার রূপী খাদ বেরোবে। স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে গলার মালা হয়ে যাবে। ঋণে ঋণে বলার প্র্যাকটিস কর শুধু এই কথা বলতে নেই -- বাবা বলতে পারিনা। শ্রীমৎ অনুসারে চলে যত স্মরণে থাকবে ততই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে। জ্ঞানবাণ লাগবে না । খুশীর পারদ উপরে চড়বে না । নিজের মতে চললে বাবা বলবেন এরা তো রাবণ মতে আছে। অনেক দেহ অভিমানী বাচ্চারা আছে যারা মুরলী পড়ে না । যারা মুরলী পড়ে না তারা কি জ্ঞান দেবে । অনেক প্রকারের নতুন পয়েন্টস বেরোয়। দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই পুরানো দেহকে মনে মনে ভুলে যেতে হবে। এই দেহটি তো এখন মৃতবৎ । নিজের সঙ্গে এমন এমন কথা বলতে থাকতে হবে। কারো সার্ভিস লুকানো থাকবেনা। কোনো রকম ঘাটতি থাকলে সেসব ঢাকা থাকবেনা। মায়া খুব শয়তান। অনেক রকমের উল্টো কাজ করিয়ে দেয় । কোনো ভুল হলে শীঘ্রই বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। অন্তরে আর বাইরে খুব স্বচ্ছ থাকা উচিত। অনেকের মধ্যে দেহ অভিমানের পরিমাণ বেশি থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন -- কখনও কারোর সেবা নেবে না। নিজের হাতে ভোজন ইত্যাদি তৈরি করো। আত্মিক-দৈহিক দুই প্রকারের সার্ভিস করতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে কাউকে দৃষ্টি দিলে বা দেখলেও বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

বাবা নিজে প্রবেশ করে সার্ভিস করতে সাহায্য করেন। তারা ভাবে আমরা করেছি , অহংকার এসে যায়। এই কথা বোঝেনা যে বাবা করিয়েছেন। বাবা প্রবেশ করে সার্ভিস করিয়ে নেন , তাহলে তো আরও ডবল ফোর্স হয়ে গেল। কেউ যদি লিঙ্ক পেয়ে উচ্চ সার্ভিস করতে থাকে তো খুশী অনুভব

হওয়া উচিত তাইনা না! এতে ঈর্ষা হবে কেন ? কখনও পর চিন্তন করা উচিত নয়। এখানকার কথা সেখানে শোনাবে। কেউ কিছু যদিও বলে, সেসব অন্যদের শুনিয়ে নিজের ক্ষতি করা উচিত নয়। এমনিতেও অনেক মিথ্যে কথা বলে -- অমুক এরকম ইত্যাদি। এমন মিথ্যে কথা কখনও শুনবে না । কেউ উল্টো কথা বললেও শোনা উচিত নয়। কারোর মন খারাপ করা উচিত নয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী আত্মাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে অন্তরে বাইরে স্বচ্ছ থাকতে হবে। কোনো ভুল হয়ে গেলে অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আত্মিক এবং দৈহিক দুই সেবা-ই করতে হবে।

২) কখনও ঈর্ষা বশতঃ একে অপরের পরচিন্তন করবে না । কেউ কারো নামে উল্টো কথা শোনাতেও শুনবে না । বর্ণনা করে কারো মন খারাপ করে দেবে না ।

বরদান :- রঙ এবং রূপের সাথে সম্পূর্ণ পবিত্রতার সুগন্ধধারী আকর্ষণীয় মূর্ত ভব।

ব্যাখ্যা: ব্রাহ্মণ হওয়ার সাথে সাথে সবাই রঙিন হয়ে উঠেছে আর রূপও পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সুগন্ধ নম্বর অনুসারে আছে। আকর্ষণীয় মূর্ত হতে রঙ ও রূপের সাথে সম্পূর্ণ পবিত্রতার সৌরভ চাই। পবিত্রতা মানে কেবল ব্রহ্মচারী নয়। দেহের প্রতিও নির্মোহী থাকা। মনে বাবাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি মোহ যেন না থাকে। শারীরিক দিক থেকেও ব্রহ্মচারী, সম্বন্ধেও ব্রহ্মচারী এবং সংস্কারেও ব্রহ্মচারী -- এমন সুগন্ধধারী রুহানী গোলাপ-ই আকর্ষণীয় মূর্ত হয়।

শ্লোগান - যথার্থ সত্যকে যাচাই করে নাও তাহলেই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করা সহজ হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হয়ে সেবা করতে হবে। যুক্তি সহকারে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বলতে হবে।"

প্রশ্ন:- মহাভারতের দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয় প্রমাণিত হয় এবং মহাভারতের অর্থ কি?

উত্তর:- ১) মহাভারত মানে অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনা। ২) মহাভারতের অর্থই হল পাণ্ডবদের জয় এবং কৌরবদের পরাজয়। ৩) মহাভারতের যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবান নিশ্চয় রথে বসেই জ্ঞান শোনান এবং তিনি অবশ্যই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন যার দ্বারা রাজত্বের স্থাপনা হয়েছিল। মহাভারত মানে যার পরে সত্যযুগী রাজত্বের স্থাপনা হয়। তোমরা বাচ্চারা মহাভারতের বিষয়ে ভালোভাবে বোঝাতে পার।

গীত:- এখনই হল সেই বাহারী সময় এই দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার বসন্ত বাহার.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এখন মহাভারতের সীন (দৃশ্য) চলছে। বাবা বুঝিয়েছেন, আটাতে যেটুকু নুন দেওয়া হয়, সেইরকম শাস্ত্রতেও কিছু কিছু সত্যি কথা আছে। বাকি সবকিছুই প্রায় মিথ্যে। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বিনাশ দেখানো হয়। ইউরোপকেও দেখানো হয়, ওখান থেকেই মুসল আবিষ্কৃত হয়েছে। এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন সেই যজ্ঞ-ই চলছে যার দ্বারা এক ধর্মের স্থাপনা হয়। পাণ্ডবদের জয় হয়। এটা তো রাজযোগ। দেখিয়েছে যে অর্জুনের রথে বসে কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান দিয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধের পরে নিশ্চয়ই রাজযোগের দ্বারা রাজত্বের স্থাপনা হয়েছিল। এখন তো সেই রাজত্ব নেই। পুনরায় স্থাপন হওয়া উচিত। মহাভারতের বিষয়ে নাটকও বানানো হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। বায়োস্কোপ তৈরি করেছে, এসে দেখ। তোমরা বাচ্চারা জান যে বাবা এখন তোমাদেরকে সব সত্যি কথা বলছেন। ওই নাটকগুলো তো সব ভুলভাল বানায়। সেবা করার জন্য মহাভারতের নাটক দেখা উচিত যে দুনিয়ার মানুষ কি বানায় এবং সেটা সম্বন্ধে আমরা কি বোঝাব। সেবার জন্য বিচার সাগর মন্বন করতে হয়। কিন্তু বাচ্চারা এত বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়নি। যারা ওই নাটক বানিয়েছে তাদেরকে গিয়ে বোঝাতে হবে যে বাস্তবে কোনটা সত্যি এবং কোনটা মিথ্যা? তোমরা যে মহাভারতের যুদ্ধ দেখিয়েছ সেটা কবে হয়েছিল তার তো একটা তিথি-তারিখ থাকবে। সেইরকমই 'প্রতিটা কণাতে ভগবান' নামের আরেকটা নাটক বানিয়েছে। গিয়ে দেখা উচিত যে তারা কি দেখাচ্ছে। বাচ্চাদেরকে অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। বাস্তবে সত্যি কোনটা সেই বিষয়ে প্রচারপত্র ছাপাতে হবে। সত্যি তো সেটাই যেটা প্রাক্তিক্যালে (বাস্তবে) হচ্ছে। ওইসব নাটক কেন মিথ্যে সেটা এখানে এসে বোঝ। এটা বুঝলেই তুমি সত্যভূমির মালিক হতে পারবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে। সেবার জন্য এইরকম ভাবনা থাকা উচিত। সর্বদয়া গোষ্ঠীর সাথেও কেউ কেউ গিয়ে সাক্ষাৎ করে কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে সর্বদয়া মানে সমগ্র দুনিয়ার ওপর দয়া করা। সেটা তো কেবল বাবা-ই করতে পারেন। তিনিই সকলের ওপর দয়া করেন। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, সকলেই সুখী ছিল। এখন কলিযুগের অন্ধিম্ চারিদিকে

এত দুঃখ এবং ভ্রষ্টাচার। বেহদের বাবা-ই সমগ্র দুনিয়ার ওপর দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমি জানি বলেই বলছি। সর্বদয়া মানে সমগ্র দুনিয়ার ব্যাপার। ভগবান কিভাবে সমগ্র দুনিয়ার ওপর দয়া করেন সেটা এখানে এসে বোঝা। এখন কলিযুগের অন্তিমকাল। মহাভারতের যুদ্ধও চলছে। নিশ্চয়ই একজন কেউ আছেন যিনি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। তিনিই সকল আত্মাদেরকে সুখী করেন। এইসব বোঝার জন্য খুব ভালো জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবার কাছে থবর আসে যে আমি সর্বদয়া প্রধানের সাথে দেখা করেছি। কিন্তু যে দেখা করতে যাবে তাকে বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। বাবা দেখেছেন, একজনও বিশাল বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। প্রথমে তো তাকে বলতে হবে যে সমগ্র দুনিয়ায় এখন দুঃখ আর অশান্তি। এটা যখন দুঃখধাম তাহলে আগে নিশ্চয়ই সুখধাম, শান্তিধাম ছিল। বাচ্চারা এটাও ওদেরকে বলেনি। ভারতের অনেকে গুণগান করতে হবে। আচ্ছা, কে ভারতকে এইরকম বানান? তোমরা তো সকলের ওপরে দয়া করতে পারবে না। সেটা তো কেবল ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব, যাকে তোমরা ভুলে গেছ। তিনি স্বয়ং তাঁর কাজ করছেন। তবে হ্যাঁ, দুঃখীদেরকে কিছু দান করা ভালো কাজ। তাদের সাথে আলাদাভাবে দেখা করা উচিত। মহাভারতের যে নাটক বানানো হয়েছে সেই বিষয়ে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য লিখে প্রচারপত্র বানাতে হবে। কিভাবে ভারত কড়িতুল্য থেকে হিরেতুল্য হয় সেটা এখানে এসে বুঝুন। মহাভারতের যুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন বাবাও ছিলেন যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে তো কেউ বাবা বলতে পারবে না। মানুষ যখন গড ফাদার বলে ডাকে তখন নিরাকারকেই স্মরণ করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে সারাদিন এই বিষয়েই চিন্তন করতে হবে যে আমরা কিভাবে সার্ভিস করব। কিভাবে সবাইকে জাগাব সেই বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কাঁটারদেবকে ফুল বানাতে হবে। শ্মশানে গিয়েও সেবা করতে হবে। বাচ্চারা যায় কিন্তু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেখে যে এতো করে বোঝাই কিন্তু কেউই শোনে না। আরে, ওরা কেমন করে বুঝবে? বাবা উদাহরণ দিয়ে বলেন, মেমশাবকেরা কিভাবে বুঝতে পারবে? কিন্তু এই জ্ঞান তো খুবই সহজ... উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপরে দেবতারা। বর্ণের রহস্যও খুব সহজ। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সর্বোত্তম, সবথেকে উঁচু। তোমরা যখন দেবতা হয়ে যাও তখন তোমাদের এত মহিমা করা হয় না। এই সময়েই তোমাদের অনেক মহিমা। শক্তি (মাতৃ) আরাধনার সময়ে কত মেলা বসে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজায় কোনো মেলা বসে না। কেবল দেওয়ালির দিন তাঁকে আহ্বান করে। মেলা সর্বদা জগদম্বার ক্ষেত্রেই বসে। তোমরা জানো যে জগদম্বা কে এবং লক্ষ্মী কে। কেন লক্ষ্মীর পূজা করা হয়? এখন ওরা সবাই কোথায়? লক্ষ্মী তো সত্যযুগে ছিল, তাহলে এখন সেই আত্মা কোথায় আছে? তোমরা জানো যে লক্ষ্মী ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন সঙ্গমযুগে জগৎ অন্ধা হয়েছে। দত্তক নেওয়ার পরে নাম বদল করা হয়েছে। অনেক বাচ্চা বলে যে আমাদেরকেও তো বাবা দত্তক নিয়েছেন, তাহলে আমাদের নাম কেন বদল করা হবে না। বাবা বলেন, আমি কি করব? আমি তো নাম বদলে দেব, কিন্তু তারপরে সেই নামের বদনাম করে দেয়। খুব সুন্দর সুন্দর নাম প্রাপ্ত হয়েছিল। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী বলে থাক। হয়তো শরীর নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কারবারে আগের নাম ব্যবহার করতে হয়। তোমরা বলবে যে এখন আমাদের নাম এইটা। তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ঘরের ঠিকানাই দিতে হয়। বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী, এখানে বসে আছি। শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবাও সাথে আছেন। বাইরে গিয়ে যখন বন্ধু এবং আত্মীয়দের দেখ তখন ওই নাম স্মরণে এসে যায়। ওই নাম-ই ব্যবহার করতে হয়। নাহলে তো বুঝতে পারবে না। তাই ঘরে গেলে আবার ভুলে যাও। ঘরে থেকেও নিজেকে শিববংশী নিশ্চয় করে সেই স্মরণেই থাকতে হবে। এটা পরিশ্রমের ব্যাপার, তাই বাবা চার্ট রাখতে বলেন। লৌকিক আত্মীয়রা থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিককে স্মরণ করতে থাক। এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। এইসব

নতুন কথা। মহাভারতের নাটকে নিশ্চয়ই রথও দেখাবে, সংস্কৃতে শ্লোকও বলবে। দেখতে হবে যে কি কি বলে, তারপর সেই বিষয়ে লিখতে হবে। সার্ভিসের প্রতি থেয়াল রাখতে হবে। পরিচয় দিতে হবে। এইসব কথা শুনলে তোমরা সত্যিকারের মহাভারতের যুদ্ধের জ্ঞান পেয়ে যাবে। বাবা (ব্রহ্মা) যখন কিছু শোনে তখন সেই বিষয়ে চিন্তন করেন। তোমরা তো জানো যে এইসব ছোট ছোট মঠ-আশ্রম অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। বৃষ্ণের আয়ু যখন শেষ হয়ে যায় তখন গোটা বৃষ্ণই শুকিয়ে যায়। এখন যতরকম ধর্মাবলম্বীরা আছে তারা কেউই সত্যযুগে আসবে না। যারা ধর্মালম্বিত হয়ে গেছিল তারা কোথাও না কোথাও ঠিক বেরিয়ে আসছে। যার ভাগ্যে যতটা রয়েছে, সে সেটা নিয়ে নেবে। নিজে বৃষ্ণে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। প্রজা না বানালে, অনেকের কল্যাণ না করলে কতটুকু উত্তরাধিকার পাবে? কারোর তো মুখ দেখেই বোঝা যায় যে তার জ্ঞান ভালো লাগে। কোনো কথা যদি হৃদয় ছুঁয়ে যায় তাহলে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবে। নাহলে এদিক-ওদিক দেখতে থাকবে। বাবা বিচার করেন যে এই বাচ্চা যোগ্য না কি অযোগ্য। ইনি তো বেহদের বাবা, তাই না? এই ঠাকুরদাদাও বুঝতে পারেন। ইনি তো আর বুদ্ধ নন। বাবা কখনো কখনো বলে দেন - আচ্ছা, ঐকে (ব্রহ্মাবাবা) বুদ্ধই মনে কর। শিববাবাই তোমাদেরকে মুরলী শোনান। তখন কেউ কেউ ভাবে যে ইনি আর কি জানেন, ইনিও তো আমাদেরই মতন। এইরকম অহংকার চলে আসে। ভাবে যে আমরাও তো সেবা করি। আমরা ওনার থেকেও দ্রুতগামী। এইরকম বলতে থাকে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নয়। এটা তো বাবার একটা যুক্তি যাতে বাচ্চারা শিববাবাকে স্মরণ করে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এতে দেহ-অভিমান আসার প্রশ্নই নেই। মনে কর শিববাবা-ই তোমার সমাচার শুনেছেন এবং তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন যে এইভাবে সার্ভিস কর। বিচার সাগর মন্থন কর। ভবিষ্যতে এমন অনেক সন্ন্যাসীরা আসবে যারা বুঝতে পারবে যে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা এদেরকে পড়ান, কৃষ্ণের পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। তোমরা তখন প্রমাণও করে দেবে। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা তো বোঝাই যায়। তোমরাই এখন বুঝেছ যে কে ভুল পথে নিয়ে যায় এবং কে ঠিক পথে নিয়ে যায়। এটা তো কেউ জানেই না যে দ্বাপরযুগ থেকে রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে যেটা এখনো চলছে। রাবণের চিত্র নিয়েও বোঝাতে হবে। এটা কবে থেকে শুরু হয়েছে? তারিখ উল্লেখ করে বলতে হবে যে রাবণই হল সবথেকে পুরাতন শত্রু। এর ওপর জিৎ প্রাপ্ত করলেই তোমরা জগৎ-জিৎ হতে পারবে। বাবা সেবা করার জন্য অনেক রকম যুক্তি বলেন, নির্দেশ দেন। এইভাবে প্রচারপত্র বানিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিলি কর। তীর লাগার মতো বিভিন্ন পয়েন্টস পাওয়া যায়। আজকাল নাটক দেখতে অনেক মানুষ যায়। পতিত হওয়া তো খুবই খারাপ কাজ। সকলেই পতিত। পবিত্র হয়ে আবার পতিত হয়ে যায়। বাবা বলেন, মুখ কালো করে দিয়েছে। অনেকেই এইরকম করে। বাবা তো বুঝতে পারেন যে এর মধ্যে মায়াকে পরাজিত করার জন্য কতটা শক্তি রয়েছে। বাবাকে প্রশ্ন করে - বিয়ে করব? তখন বাবা বুঝে যান যে এর ইচ্ছে আছে। বাবা বলেন, তুমিই তো মালিক। তোমার ইচ্ছে হলে ক্ষীর সাগরে যাও নাহলে নরকে যাও। লক্ষ্য অনেক উঁচু। কামবিকার মোটেই কম শক্তিশালী নয়। খুবই কঠিন ব্যাপার। সন্ন্যাসীরা তো বাড়ি ঘর ত্যাগ করে। তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থ থেকে বাবাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এতে প্রাপ্তি অনেক। সন্ন্যাসীরা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে বলে প্রেসিডেন্টের মত বড় বড় ব্যক্তির গিয়ে তাদের কাছে মাথা ঠোকে। তাহলে দেখ, পতিত এবং পবিত্রতার মধ্যে কত পার্থক্য। পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ এম.পি. ইত্যাদি হয়ে যায়। সবকিছুই পুরুষার্থের ওপর নির্ভরশীল। জিজ্ঞেস করে যে - পুরুষার্থ বড় না কি প্রাপ্তি বড়? পুরুষার্থই বড়। পুরুষার্থের দ্বারাই তো প্রাপ্তি হয়। কেউ কেউ আবার ভাবে যদি পাওয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই পুরুষার্থ করব, ড্রামা করিয়ে নেবে। এইরকম মনে

করে ওরা বসে থাকে। সর্বপ্রথম মুখ্য বিষয় হল বাবার পরিচয় দেওয়া। অতিরিক্ত কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। কোনো একটা পয়েন্ট যদি বুঝে যায় তাহলে লিখিয়ে নাও যে আমি এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। বাবাকে না জানলে তো অন্য কিছুই বুঝবে না। প্রথমে এটাই উপলব্ধি করাও। যদি আপনি না মানেন তাহলে আপনি আপনার পথেই চলুন। তোমরাই তো বল যে নিরাকার বাবা-ই হলেন সকলের বাবা। তাহলে লেখ যে ভগবান এক এবং বাকি সবকিছু তাঁরই রচনা। তাহলে গীতার ভগবান কে? তখন বলবে যে তিনি তো নিরাকার, তাহলে গীতা শুনিয়েছেন কিভাবে? তখন বলতে হবে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্বন্ধ। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়। শূদ্র থেকে দত্তক নিয়ে ব্রাহ্মণ বানানো হয়। এটা লিখিয়ে নেওয়ার পর ঠিকানা নিয়ে রাখতে হবে। তারপর ১০-১৫ দিন পরে পত্র লিখতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে খুশি করতে হবে। লিখিয়ে নাও যে বরাবর বেহদের বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সুখধাম এবং শান্তিধামের রাস্তা বলে দেয়। এইভাবে লিখিয়ে নিয়ে তারপরে পরবর্তী বিষয়ে যেতে হবে। এত পরিশ্রম করলে তবেই তাকে সার্ভিস বলা যাবে। অপরের কল্যাণের জন্য ঘুম উড়ে যাওয়া উচিত। শিববাবাকে তোমরা যেভাবে চাঁচিয়ে চাঁচিয়ে ডেকে এসেছ তাতে তো বাবারও ঘুম উড়ে গেছে, তাই নয় কি? এখন তিনি এসে গেছেন। বাচ্চাদেরকেও পরিশ্রম করতে হবে। প্রদর্শনী কিংবা প্রজেক্টারে এই বিষয়ের ওপরেই বোঝাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সার্ভিস করার জন্য বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। ক্লান্ত হওয়া যাবে না। এমন যুক্তি রচনা করতে হবে যাতে অনেকের কল্যাণ হয়।

২) লৌকিকে থেকেও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা নিজের প্রাপ্তিকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

বরদান:- খারাপ কিছু মধ্যও খারাপটাকে না দেখে ভালোর বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে অনুভবের মূর্ত প্রতীক হও।

যদি সবকিছুই খারাপ হয় কিন্তু তার মধ্যও দু-একটা ভালো ব্যাপার অবশ্যই থাকে। প্রত্যেক ঘটনাতেই শিক্ষা নেওয়ার মত ভালো বিষয় অবশ্যই আছে। কারণ সকল ঘটনাই অনুভাবী বানানোর নিমিত্ত হয়। ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যখন কেউ জোর খাটানোর চেষ্টা করে তখন তুমি ধৈর্য এবং সহনশীলতার শিক্ষা নিচ্ছ। তাই বলা হয়, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে এবং যেটা হবে সেটা আরও ভালো হবে। ভালো জিনিসটা গ্রহণ করার জন্য কেবল বুদ্ধির প্রয়োজন। খারাপটাকে না দেখে কেবল ভালোটাকে গ্রহণ করলেই নষ্ট হওয়ার ওয়ান হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকার জন্য খারাপকে ভালোতে রূপান্তরিত কর।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা ধারণ করে তোমাদেরকে গুণবান ফুল হয়ে উঠতে হবে, তোমরা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত করেছ, তাই সর্বদা আনন্দে থাকো।

প্রশ্ন: - বাচ্চারা, তোমাদের এমন কোন্‌ গুহ্য বিষয় সম্পর্কে মানুষ যখন শোনে, শোনার পরে তারা হতচকিত হয়?

উত্তর: - তোমরা বলো - এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী। আমরা জ্ঞান শব্দ ধ্বনি করি। আমরা ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। এই যে দেবতাদের যে সমস্ত অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়, এ সব অলঙ্কারই হল আমাদের। এই সব কথা শুনলে তারা হতচকিত হয়। ২ - তোমরা বলো - বাবার মুখ থেকে যে জ্ঞান নির্গত হয় - সেটাই হল শব্দ ধ্বনি। এর দ্বারাই আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হই। একেই 'মুরলী' বলা হয়। কার্ঠের মুরলী নয়। এও খুবই গুহ্য রমণীয় বিষয়, যা বোঝা মানুষের কাছে কঠিন মনে হয়।

গীত : - এখনই হল সেই বাহারী সময়...
দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার সময়

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় সন্তান জানে যে, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাহারী মৌসুম হল এটা। বাহারী মৌসুমে ফুল ফলাদি সব চারিদিকে বিকশিত হয়। এ হল বেহদের বাহারের মৌসুম। তোমাদের উপরে জ্ঞানের ধারাপাত হয়। তবেই তোমরা শুকনো কাঁটা থেকে ফুল হয়ে যাও। এ তো তোমরাই জান, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ কেউ খুবই খুশিতে থাকে যে আমি এই জ্ঞান বর্ষণের দ্বারা ফুল হয়ে উঠি। বৃক্ষ (ঝাড়) যখন একদম শুকিয়ে যায়, তখন তাতে একটাও পাতা থাকে না। প্রতি বছরই একই হাল হয়, আবার বর্ষায় সুন্দর কচি কচি পাতা, সুন্দর সুন্দর সব ফুল বেরোতে থাকে। তো এই জ্ঞান বর্ষণের বাহারী মৌসুম হল ভারী চমৎকার (ফাস্ট ক্লাস)। এখন এটা হল কাঁটার দুনিয়া। বৃক্ষ (ঝাড়) বলে - আমি কাঁটার জঙ্গল হয়েছি, এরপর জ্ঞানের বর্ষণের ফলে ফুলের বৃক্ষ হয়ে যাব। তোমরা তো এক একজন চৈতন্য বৃক্ষ, তাই না! এখন তোমরা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত করেছ, যার দ্বারা তোমরা উঁচু পদ লাভ করো। কী থেকে কী হয়ে যাও! তোমরা জানো যে এখন আমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র হই। বিষ্ণুও তো হল যুগল রূপ, তাই না (লক্ষ্মী-নারায়ণ combind)! (বিষ্ণুর) সাক্ষাৎকার যুগল রূপেরই হয়। বিষ্ণুর তো চার ভূজা দেখানো হয়, তাই না! কিন্তু তাদের তো সে বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই। দুই রূপ মিলে ডান্স করে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - দীপাবলি যখন আসে, তো মহালক্ষ্মী আসে। তোমরা দু'জনকেই আহ্বান করে থাকো (লক্ষ্মী-নারায়ণ)। আগে লক্ষ্মী, পিছনে নারায়ণ থাকে। লক্ষ্মী দ্বিভূজা। মহালক্ষ্মীর চতুর্ভূজা। কিন্তু এ সব কথা এখন তোমরাই জানো। আগে তো এসব কিছুই জানতে না। একদম কাঁটা ছিলে, এখন ফুল হয়ে উঠছো। গ্রন্থ সাহেবেও বলা হয়েছে - "মনুষ্য থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না"..... দেবতা থাকে সত্যযুগে। তারা হল দৈবীগুণ বিশিষ্ট। এই সময়ের মানুষ হল আসুরী গুণ বিশিষ্ট, আর তোমরা হলে ঈশ্বরীয় গুণ বিশিষ্ট। ঈশ্বর বসে আমাদের গুণবান বানাচ্ছেন। বাবার শিক্ষা প্রাপ্ত করে আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, শোল কলা বিশিষ্ট... হই। ভারতের মহিমা রয়েছে। অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারীদের অনেক মহিমা কীর্তিত হয়। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে তাদের এরূপ

কে বানিয়েছে? বড় বড় মন্দির বানায়, কিন্তু তাদের অক্যুপেশন (প্রবৃত্তি) বিষয়ে কিছু জানা নেই। তোমরা তো অনেক আলোক প্রাপ্ত করেছ। তোমাদের সব সময় আনন্দে থাকতে হবে। ওখানেও ২১ জন্মের জন্য আনন্দে থাকবে। তোমরা জানো যে আমরা ২১ জন্মের পদ প্রাপ্ত করবার জন্য পাঠ পড়ি। উপার্জন তো নলেজের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। এটা হল গড ফাদারলি স্টুডেন্ট লাইফ। এর দ্বারা তোমরা সূর্যবংশী ঘরানার মালিক হও। অর্থাৎ স্বর্গের মালিক। পবিত্র দুনিয়াতেও সকলে এক রকম পদ তো পায় না। কেবলমাত্র এক লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করে না। এও কারো জানা নেই, কেবল রাজবংশ (Dynasty) থাকবে এবং রাজত্বও থাকবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিল। শিববাবা সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেছিলেন। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি তো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তোমাদের কাছে তো (জ্ঞানের) আলো রয়েছে। পতিত দুনিয়া এবং পবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতেও নম্বর অনুযায়ী পদ রয়েছে। প্রজাদের মধ্যেও থাকবে। সেখানে তো সকলের মধ্যেই সুখ আর সুখ। প্রত্যেকের নিজের নিজের রাজত্ব, জমিদারী ইত্যাদি থাকবে। পতিত দুনিয়াতে সবই পতিত, তবে তার মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী রয়েছে। যেমন সত্যযুগে উষ্ণ থেকে উষ্ণ রাজবংশ হল লক্ষ্মী-নারায়ণের। রাধা কৃষ্ণ হল প্রিন্স প্রিন্সেস, সময়স্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজবংশ বলা হয়। রাধা-কৃষ্ণের রাজবংশ বলা হয় না। রাজাদেরই নাম নেওয়া হয়। এই সামান্য কথাটাও জানে না। তোমরা সবই জানো, তবে তাও নম্বর অনুযায়ী। রাজধানীতে তো নম্বর অনুযায়ী-ই পদ হবে, তাই না! কোথায় চন্দ্রবংশী রাজত্ব, কোথায় প্রজাতে গিয়ে চন্দাল ইত্যাদি হয়। পতিত দুনিয়াতেও নম্বর অনুযায়ী রয়েছে।

এখন বাবা তোমাদেরকে কর্ম - অকর্ম - বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসরে চলো। এমন অনেক বাচ্চা রয়েছে যাদের বাবা কখনো দেখেনওনি। নিজদের মধ্যে খুব সুন্দর সার্ভিস করছে। বাবার পরিচয় দিচ্ছে। ব্রাহ্মণী নিযুক্ত না হলেও সুন্দর ভাবে সেন্টার চালাচ্ছে। সামনাসামনি মিলিতও হয়েনি, তবুও সার্ভিস করে নিজ সমান বানাচ্ছে। কাছের বাচ্চারাও এত ভালো সার্ভিস করতে পারে না। রুহানী যাত্রা শেখাতে হবে যে। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। তোমরাও রাস্তা দেখিয়ে থাকো। হে আত্মারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। বলাও হয়ে থাকে - আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল (সুন্দর মেলা রচিত হল - যখন দালাল রূপে সন্ধ্যারূপে পেল)। সেটাও হিসাব মতোই হবে, তাই না! সেই বহুকালকে প্রমাণিত করে তোমরাই তো দেখাও, তাই না! তোমরাই বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থেকেছ। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ঘরানার ছিলে, আবার পুনর্জন্মের চক্রে আসতে ৮৪ জন্ম লেগেছে। তাও আবার সবার ৮৪ জন্ম হতে পারে না। এই জ্ঞানের রিমঝিমে বাচ্চারা, তোমরাই শুধু থাকো। এটা হল তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ। কেউ কেউ ঘর গৃহস্থালী সামলেও আবার অন্য একটা কোর্সও (Spiritual course) করছে। এখানকার মূল বিষয়ই হল পবিত্রতা। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে এবং পড়তেও হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বলাও হয় - বাধিনীর দুধ সোনার পাত্র ছাড়া রাখা যায় না। বাবাও বলেন - পবিত্রতা ছাড়া ধারণা হবে না। সেইজন্য বাবা বলেন যে, এই কাম মহাশক্তির উপর বিজয়ী হও। তোমরা পবিত্র হও। আগে আমাকে তো চেনো, তবে তো আমি তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলব। ব্রাহ্মণ কুলভূষণ যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ধারণাও হবে না।

তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী, আর কেউ একথা বুঝতে পারবে না। মানুষ মনে করে স্বদর্শন চক্রধারী তো হল দেবতারা। এরা আবার কারা! যারা বলছে যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ

কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী! এই কথাগুলো কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমরাই বোঝো। এ হল অতি গুহ্য রমণীয় বিষয়। জ্ঞানের শঙ্খ ধ্বনি তো তোমরাই করো। দেবতারা তো করে না। তারা তো শিববাবার শঙ্খ ধ্বনি (মুরলী) শুনে দেবতা হয়। শিববাবা তো হলেন নলেজফুল। তবে তাঁকে শঙ্খ তোমরা কী করে দিতে পার! জ্ঞান তো তিনি কারো মুখ দ্বারাই দেবেন, তাই না! সেটাকেই মুরলী বলা হয়। বাকি কোনো কাঠের মুরলীর ব্যাপার নেই। বরাবর জ্ঞানের মুরলীই বেজেছে। মানুষ তো মনে করে যে, এই পূজা, ভক্তি ইত্যাদি পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। কিন্তু কোনো কিছুই পরম্পরা অনুসারে চলতে পারে না। বলে, এই সব রাখী বন্ধন ইত্যাদি পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। আচ্ছা, পরম্পরা কবে থেকে শুরু হয়েছে? সেটা তো বলা। পরমাত্মা কি তবে পতিত দুনিয়া রচনা করেছেন? তাই যদি হয়, তবে তাঁকে পতিত - পাবন বলা কেন! এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের কথা রোজ বুদ্ধিতে আসা উচিত। মুখ খোলার (জ্ঞান শোনানোর) অভ্যাস করা উচিত। তোমরা তো অনেকেই বোঝাতে পারো। নিজের উন্নতির জন্য নানান পদ্ধতি খুঁজতে হবে। যেমন বাবা সবাইকে রাস্তা দেখান, আমাদেরও অন্যদেরকে রাস্তা দেখাতে হবে। তবেই তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাবে। নইলে কেবল চ্যাচামেচি করলে তো উত্তরাধিকার নিতে পারবে না। বাবার খুব দয়া হয় যে, কত বোঝানো হয়, কিন্তু তবুও! তাদের ভাগ্যে নেই! কত রত্ন রাজি পাওয়া যায়! রত্নেরও তো অনেক বিস্তার হয়, তাই না! রত্নের মধ্যেও রকমফের আছে। কোনোটার মূল্য লক্ষ টাকা, তো কোনোটা এক টাকার। এও হল অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন, যা ধারণ করে, অন্যকে করালে, কত উঁচু পদ লাভ হয়। বাচ্চাদের মুখ থেকে সর্বদাই রত্ন বের হওয়া উচিত। বুদ্ধি বৃদ্ধিতে পারছে, কিন্তু মুখ দিয়ে প্রকাশ না করলে তার কি মূল্য আছে! যে পরিশ্রম করবে, অন্যকে নিজ সমান বানাবে, তবেই তো ফলও অনেক লাভ হবে। এই সার্ভিস করা এবং শেখানোও কি কম সার্ভিস? তোমাদের বুদ্ধি এখন আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিত্তশালী (সাহকার) কে? তো ১০ - ১২ জনের নাম সাথে সাথেই এসে যায়। তোমরাও জানো যে, এই সৃষ্টিকৰ্মী ড্রামাতে মুখ্য কারা কারা। পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলেন ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর এবং প্রিন্সিপল (মুখ্য) অ্যাক্টর। উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন শিববাবা, তারপর হল সূক্ষ্মবতন, স্থূল বতন বাসী। এই সব কথা তোমরা এখন জানতে পার। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর নয়। কল্পের আয়ুই হল ৫ হাজার বছর। মানুষ মাত্রই তো কত ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা এখন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আরো কত বেশী আলোতে এসেছ। কেউ আলোতে এসেছে, কেউ কেউ এখনো অন্ধকারেই পড়ে আছে। এসবই তো হল বুদ্ধির বিষয়। কেউ কেউ আবার বিশাল বুদ্ধির, তারা ঝট করে বুদ্ধি যায়। আত্মা তো হল স্টারের মতো। ভ্রুকুটির মাঝখানে বড় কোনো কিছু তো থাকতে পারবে না। নিশ্চয়ই তবে এমন এমন জিনিস হবে - যা কিনা এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাবে না। বড় জিনিস হলে, তবেই তো দেখা যাবে। আত্মা তো অতি সূক্ষ্ম, বিন্দুর মতো। এ হল অতীব গুহ্য থেকে গুহ্য বিষয়। প্রথম প্রথম অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব বলা হত। প্রথমেই যদি স্টার বলা হত, তবে তো বুদ্ধিতে পারতে না। সমগ্র জ্ঞান কি একদিনেই দিয়ে দেওয়া যায় নাকি! প্রতিদিন বাবা একটু একটু করে শোনান। জ্ঞান সাগরের থেকে অগাধ ধন লাভ হয়। যতদিন যত দিন বাঁচবে ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করে যাবে। জল পান করার ব্যাপার নয়। জ্ঞান সাগরের থেকে জ্ঞান গঙ্গারা নির্গত হয়। সে সব তো হল জলের সাগরের ব্যাপার, গঙ্গা ইত্যাদি। গঙ্গায় স্নান ইত্যাদির কথা প্রচলিত আছে। তোমরা দেখতে যে - কন্যারা যখন ধ্যানে যেত, তো গঙ্গা, যমুনা নদীতে গিয়ে রাস বিলাস করত। আর এখানে (জলের গঙ্গায়) তো ভয় লাগে যে ডুবে না যায়। আর সেখানে তো ডোবার কোনো ব্যাপারই নেই। কখনও অ্যাকসিডেন্টও হবে না। তো এটাই হল বসন্ত বাহার, যখন তোমরা কড়ি থেকে হীরে বা পতিত থেকে পবিত্র হও। পবিত্র দুনিয়া

হতে হলে অবশ্যই তবে পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। মহাভারতে সব দেখানো হয়নি। দেখিয়েছে যে, পান্ডব পাহাড়ের উপরে গিয়ে গলে মরে গিয়েছিল। সাথে একটা কুকুরও গিয়েছিল। পান্ডবদের কি পালিত কুকুর ছিল নাকি! কুকুরকেও কত মান দিয়েছে সেখানে। তার থেকেই কত লোক কুকুর পোষে।

বাচ্চারা বাবা তোমাদের বোঝান যে তোমাদের খুব আনন্দে থাকতে হবে। তোমাদের উপরে নিত্যদিন জ্ঞানের বর্ষণ হচ্ছে। তোমরা জানো যে, বাবা কীভাবে আসেন। জ্ঞান বর্ষা করেন এবং ভারতই আসেন। সেইজন্য ভারতেরই এত মহিমা। ভারতই হল অবিনাশী খন্ড। ভারতই অবিনাশী বাবার বার্থ প্লেস, যেখানে শিববাবা সবাইকে পবিত্র বানিয়ে থাকেন। একথা অন্যরা (যারা বি. কে. নয়) জানতে পারে না। তারা তো বলে দেয় পরমাত্মা নাম রূপের উর্ধ্বে, তিনি হলেন সর্বব্যাপী। আরো কত কিছু বলে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি আসি, আমাকে ব্রাহ্মণ অবশ্যই রচনা করতে হয়। বলেও থাকে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, তবেই তো ব্রাহ্মণ বলা হয়। কিন্তু এ সব কথা ভুলে গেছে। শিববাবা এসে কী না করেছেন! কেমন করে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী বানিয়েছেন। তোমরা এখন জানো যে - শিববাবা এসেছেন। তিনি হলেন রচয়িতা, তাহলে তো নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়াই রচনা করে থাকবেন। কারোরই তা জানা নেই। না জানার কারণেই গালি দিতে থাকে। সেইজন্য বাবা বলেছেন "যদা যদা হি ধর্মশ্চ.... একথা কে বলেছে? কৃষ্ণ তো বলেনি। কৃষ্ণের আত্মাও এখনই জানতে পেরেছে যে, আমি ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। তোমরা যারা প্রথমে পাশ করে ট্রান্সফার হও - তারাই প্রথম জন্ম নিয়ে থাকো। তোমাদের বুদ্ধি কত কত আলোকপ্রাপ্ত। অপারেশন করে একটা চোখ বাদ দিয়ে আর একটা চোখ বসিয়ে দেয়, যার ফলে চোখের দৃষ্টি (আলো) ফিরে আসে। কারো কারো আবার ডিফেক্ট থেকেও যায়। তোমরা, অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে। তা প্রদান করবার জন্য বাবা এসেছেন। তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হচ্ছে। তৃতীয় নেত্র হল জ্ঞানের। সেই তৃতীয় নেত্র এখন আবার দেবতাদের দেখিয়ে দিয়েছে। অলংকার, চক্র ইত্যাদিও বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তৃতীয় নেত্র হল তোমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের। তোমরাই হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। দৈবীকুল আর আসুরী কুল। বর্ণ বলা বা কুল - বিষয়টা একই, জ্ঞানও হল এক। কত সুন্দর কথা এসব! যা কিনা কোনো শাস্ত্রেও নেই। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছে। কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকার পুরুষার্থ তোমরাই করে থাকো। তোমরা জানো যে, কারো চোখ খুব ভালো ভাবে খুলে যায়, আবার কারো ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক'শ শতাংশই খুলেই যাবে। মুখ থেকে জ্ঞান রক্ত নির্গত হতে থাকবে, তবেই তো রূপ-বসন্ত বলা হবে। এখন তোমরা মেহনত করো। পুরুষার্থ করে যেতে হবে। যতটা সম্ভব - জ্ঞানে বড় হর্ষিত মুখ, গম্ভীর, বিশালবুদ্ধি হয়ে সুখ অনুভব করতে থাকবে। স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হচ্ছে আর কি চাই ! কত খুশী থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১ সদা জ্ঞানের রিমঝিমে (বর্ষণে) থাকতে হবে। মুখ থেকে যেন জ্ঞান রক্তই নির্গত হয়।

২ জ্ঞান মনন করে সদা হর্ষিত মুখ, গম্ভীর এবং বিশালবুদ্ধি হয়ে সুখের অনুভব করতে আর করাতে হবে।

বরদানঃ - "আমার" - কে "তোমার" - এ পরিবর্তন করে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে এমন ডবল লাইট হও

লৌকিক সম্বন্ধে সেবা করার সাথে সাথে সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে এরা আমার নয়, সকলেই বাবার, বাবার সন্তান । বাবা এদের সেবা করবার জন্য আমাকে নিমিত্ত করেছেন। আমি ঘৃহ রূপী সেবাকেন্দ্রে থাকি। আমার যা কিছু, সব তোমার (বাবার) হয়ে গেছে। এই শরীরও আমার নয়। আমার ভাবলেই আকর্ষণ আসে। আমার ভাব যখন সমাপ্ত হয়ে, তখন মন আর বুদ্ধিকে কোনো কিছুই আকৃষ্ট করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ জীবনে "আমার" - কে "তোমার" - এ বদলে যে দিতে পারে, সে-ই ডবল লাইট থাকতে পারবে।

শ্লোগান : - বিঘ্ন প্রফু হতে হলে আশীর্বাদের খাজানা জমা করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাবণ তোমাদের পুরোনো শত্রু। বিকার-রূপী রাবণের সাথে তোমাদের এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিপদজনক। কিন্তু তোমরা যতই এক ও একামাত্র শিববাবার সাথে স্মরণের যোগে থাকতে পারবে, ততই শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্তির বল পেতে থাকবে"

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের ডিপার্টমেন্ট, জগতের অন্য মানুষদের থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির - সেই ডিপার্টমেন্টটি কি ?

উত্তর :- বি.কে. ব্রাহ্মণদের ডিপার্টমেন্ট হলো, শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হওয়া এবং অন্যদেরকেও পবিত্র বানানো - একমাত্র তোমরাই যোগবলের দ্বারা নিজেদের পাপকে ভষ্ম করতে পারো। এই বাবাই তোমাদের সেইসব মনোকামনাগুলি পূর্ণ করে দেন। কিন্তু অন্য মানুষেরা যা কিছুই করুক না কেন, তাতে কেবল তাদের অধোগতিই হতে থাকে। রিদ্ধি-সিদ্ধি ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যদিও তারা শেখে, কিন্তু তাতেও ক্রমান্বয়েই আরও পাপী-ই হতে থাকে তারা।

গীত :- হামারে তীর্থ ন্যারে হয়
(আমাদের তীর্থ হল অনুপম, ...)

ওম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই পুরোনো দুনিয়াতে থাকা সত্ত্বেও, প্রকৃত অর্থে তোমাদের কিন্তু এই দুনিয়ার সাথে কোনও সম্পর্কই নেই এখন। নতুন দুনিয়াতে যাবার লক্ষ্যে তোমরা পুরুষার্থ করে চলেছো - অসীম বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়ার জন্য। অবশ্য যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যদিও এই পুরোনো দুনিয়াতেই থাকতে হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের পুরোপুরি লক্ষ্য থাকবে স্বর্গ-রাজ্যের পৌঁছোবার জন্য প্রকৃত উপার্জন করার। বিনাশ যখন অবসম্ভাবী, আর তার লক্ষ্যণও তো এখন তোমরা তোমরা উপলব্ধিও করছো। তোমরা এও জানো যে, এই রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ থেকেই সেই বিনাশের অগ্নি-শিখার জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়েছে। এই যে মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, অবশ্যই তা আমাদের এবং সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্যই। বাস্তবে এ যুদ্ধ কিন্তু একে অন্যের সাথে লড়াই করার যুদ্ধ নয়। এছাড়াও, তোমরা তো ডবল-অহিংসক সেনানী। তোমাদের মধ্যে না আছে কামাগ্নির হিংসা আর না থাকে ক্রোধের আগুণ। এদের মধ্যে প্রধান বিকার হলো কাম-ভাব। এর ফলেই তো বর্তমানের এই দুনিয়াটা আজ এত পতিত দুনিয়া। কিন্তু কেমন করেই বা তোমরা এত বেশী পতিত হয়ে গেলে ? --এইসব বিকারগুলির কারণে। এই কাম-বিকার শুরু হয়েছে কল্পের মধ্য সময় থেকে। যা আজ তোমাদের দুঃখের কারণ। ক্রোধের ব্যাপারটা যদিও ততটা নয়। এ সবই অপবিত্রতা আর পবিত্রতার বিষয়। এই কাম-বাসনাই মানুষকে যত ধোকা দিয়ে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে থাকে। এই কাম-বাসনার কারণেই অবলা নারীদের উপর যতসব অত্যাচার হয়ে থাকে। কেউ একটু পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলেই, স্বামী যদি পবিত্র আচারে না থাকে তখন স্বামীর সাথে তার ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। তাই তো বাবা বলছেন, জ্ঞান-চিতায় বসতে চাইলে, উভয়কেই পবিত্রতা রক্ষার লক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু, জাগতিক গুরুরা উল্টে কাম-চিতায় বসবার নিদান দেয়। কিন্তু এখানে এমন কেউ এলে, বাবা কিন্তু তাদের প্রত্যাখ্যান করেন। যেহেতু এখন নতুন পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের কার্য চলছে, তাদেরকেও সাথে নিলে এই পবিত্র দুনিয়া স্থাপনের কার্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে যে। একমাত্র জ্ঞান-চিতায় বসেই পবিত্র হয়ে, তোমরা সেই পবিত্র দুনিয়ার

মালিক হতে পারবে। যার জন্য এই পবিত্রতার যুদ্ধ লড়তে হয় তোমাদের। বাস্তবে তোমাদের এই পবিত্রতার যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিপদজনক যে কোনও শারিরীক বাহবলের যুদ্ধের থেকেও, যেহেতু রাবণ তোমাদের চিরশত্রু। আর সেই বিকার-রূপী রাবণের সাথে যুদ্ধ করেই জয়ী হতে হয় তোমাদের। (শ্রীমৎ অনুসারে) তোমরা নিজের মনের সাথে বাবার সঙ্গে যতই বুদ্ধিযোগে থাকতে পারবে ততই বল ও শক্তি পাবে। সব সমাধানেরই একমাত্র উপায় শ্রীমৎ অনুসারে চলা। শ্রীমৎ-ই আমাদের জানায়, ঘর-গৃহস্থালী ব্যবহারে থেকেই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ হতে হবে। আত্মার অধীনেই থাকতে হবে তোমাকে। এই আত্মাই একদা ১৬-কলা সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু ৮৪-বার জন্ম নিতে নিতে তার সেই গুণের কলা ধীরে ধীরে অধোগতিতে আসতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো অবশ্যই তা জানো, পূর্বে কখনও এখানেই দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতেন। রামরাজ্য অবশ্যই এখানেই স্থাপিত হয়েছিল। তাই তো রামের নাম অনুসারে লোকেরা রামরাজ্য নামটাই রেখেছে। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে - শিবেরই নাম 'রাম'। তাই তো লোকেরা বলে শিবায়ঃ নমঃ। রামায়ঃ নমঃ কিন্তু কেউ বলে না। এই 'শিবাবাবা' শব্দটি একেবারেই 'সঠিক-শব্দ'। কিন্তু রামকে কেউ-ই বাবা বলে না। শিবকেই সবাই বাবা বলে ডাকে। রাম শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু তা মোটেই এমন নয় যে, ঋত্রিয় কুলের রাঘব রঘুপতি রাজাই সেই রাম। অথচ, মানুষেরা একবার যা শোনে, তারই প্রচার করতে থাকে। বাচ্চারা, তাই তো কেবল তোমরা ছাড়া বাকী অন্যেরা কেউ-ই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যথার্থ রীতিতে স্মরণের যোগে একাত্ম হতে পারে না। তারা মনে করে পরমাত্মা তো ব্রহ্ম - জ্যোতি স্বরূপ। যার কোনও নামও নেই, রূপও নেই। কিন্তু ব্রহ্ম বলা মানেই তো তার নামও আছে, রূপও আছে। আসলে তারা এসবের কিছুই বোঝে না। তাই বাবা বলছেন, "আমি জ্ঞানের সাগর। যদিও আমি খুবই সূক্ষ্ম। এর থেকে সূক্ষ্ম আর কোনও কিছুই নেই। অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। যেমন এক বিশাল (বট) বৃক্ষের বীজ অতি ক্ষুদ্রাকারের হয়। যা দেখতে কত ছোট। আর মনুষ্য সৃষ্টির বীজ তো সবচাইতে সূক্ষ্ম। পোস্তর দানা সবচাইতে ছোট হয়। সেগুলি কত সূক্ষ্ম। অথচ পোস্তর গাছ কত বড়-বড় হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে পরমপিতা পরমাত্মা তো সেই দানার থেকেও অনেক গুনে ছোট, একেবারে অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু যেন।"

এবার বাবা আবার বলছেন : "আমি যেই হই না কেন, যে রকমই হই না কেন, তোমাদের মধ্যে তা উপলব্ধি করতে পারো, অবশ্য তা ক্রমিক নম্বর অনুসারে। হয়ত বা কোটির মধ্যে একজন এই রহস্যকে বুঝতে পারে। শিববাবার মতন এমন গুণ আর মহিমা কোনও মনুষ্য আত্মার হতে পারে না। একবার ভেবে দেখো, কিভাবে উনি স্বয়ং এখানে এসে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। বাচ্চাদের সামনে বসে, বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। অন্যেরা এসবের কিছুই বুঝতে পারবে না। তারা যেমন আমাকে জানে না, তেমনি সৃষ্টি-চক্রকেও জানে না। অবশ্য তোমরা এখন তা উপলব্ধি করছো, তোমাদের নিজের-নিজের পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে। বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার সাথে যুক্ত কোনও কিছুর প্রতিই এখন তোমাদের আর কোনও আকর্ষণই নেই। জগতের মানুষেরা এখনও ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। এটা যেমন তাদের সংস্কার, কিন্তু, তোমাদের সংস্কার তোমাদের নিজের মতন। তোমরা এখন গুপ্ত যোগবলের সেনানী। কিন্তু, জগতের সেনারা বাহবলে বলীয়ান সেনানী। তাদের সেসব তোমরা জানতে পারো। কিন্তু তোমাদেরকে তারা কেউ জানতেও পারে না। বিজ্ঞানীরা গ্রহ-নক্ষত্রে যাবার প্রয়াস করে। বিজ্ঞানীরা আকাশে অনেক কিছু দেখেও থাকে আর ভাবতে থাকে, আমরা কেন সেখানে পৌঁছতে পারি না। সমুদ্রের কোনও কূল-কিনারা কেন পাই না বা তার

তলদেশে কেন যেতে পারি না। এর নিমিত্তেই তারাও কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই নিজেদের পুরুষার্থ করে চলেছে। কিন্তু তারা এই পুরুষার্থ করে উঠতে পারবে না, যেহেতু এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা তা দেখা যায় না। তাদের বুদ্ধিতে কেবল স্থূল জিনিষের কথাই আসে, তাই তারা কেবল তারই পুরুষার্থ করে। সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মাকে তো তারা জানেই না যে, পরমাত্মা স্বয়ং নিজে এসে বাচ্চাদেরকে তার নিজের পরিচয় জানান। তোমরা যে খুব বড় ডিম্বাকৃতি বড় একটা জ্যোতির্লিঙ্গ বানিয়েছো, তাতেই বোঝা যাচ্ছে, তোমাদের বুদ্ধিতে তোমরা তা বুঝতে পেরেছো। বাবা এভাবেই বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন: বাবার যেমন গতি-মতি অন্য সবকিছু থেকে আলাদা- বাচ্চারা, তেমনি তোমাদের সদগতির মত-ও জগতের অন্য সবার থেকে স্বতন্ত্র। একমাত্র এই জ্ঞান আর যোগ ছাড়া জগতের অন্য কিছুই প্রতিই তোমাদের কোনও আগ্রহ নেই। বাচ্চারা, তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। ব্রাহ্মণেরা অত বেশী বিস্তারে যায় না। জাগতিক ব্রাহ্মণেরা নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলে চালায়। কিন্তু, ব্রহ্মা তো আসলে প্রজাদের পিতা অর্থাৎ প্রজাপিতা। কিন্তু, ওনার পিতা তবে কে ? তা তো কেউ জানে না। তারা আবার ওনাকে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও বলে। কিন্তু এক ব্রহ্মার তিন রূপ হয়-ই বা কি প্রকারে ? আসলে তো এরা তিনজন দেবতা। এই তিন দেবতার কর্ম-কর্তব্যও পৃথক-পৃথক। সব কিছুই রচয়িতা কিন্তু এক ও একমাত্র শিববাবা। আমরা সবাই তারই রচনা, এমন কি বাকী যা কিছু আছে এই দুনিয়ায়। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ, সর্বোচ্চ পিতা বা পরমপিতা পরমাত্মা। পরম আত্মা একমাত্র নিরাকার বাবাকেই বলা হয়। তা বলে এমন নয় যে, উনি যেমন নিরাকার পরম আত্মা, আমরাও তেমনি নিরাকার আত্মা, এবং সবকিছুই ওনার মতনই নিরাকার হবে! মোটেই তা নয়। এক্ষেত্রে বাবা আর বাচ্চার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। বাবা ওনার বাচ্চাদের এইসব জ্ঞানই দিয়ে থাকেন। কিন্তু জাগতিক পুঁথি-শাস্ত্রে তো এসব কাহিনী লেখাই নেই যে, পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং সামনে বসে ব্রহ্মা-বংশী ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তাই পরমাত্মা অবতারণ করে প্রথমেই এই ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী দত্তকদের রচনা রচান।

সৃষ্টিচক্রের চিত্রনাট্য যখন সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হয়, তখন বাবা অবতারিত হয়ে পতিত দুনিয়াকে শেষ করে পবিত্র দুনিয়ার শুরু করান। অতএব বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে উনি অবশ্যই এই দুনিয়াতেই অবস্থান করছেন। আত্মাদের পবিত্র হতে সময় কিছুটা তো লাগবেই। যেহেতু বিগত অর্দ্ধ-কল্প ধরে আত্মাদের মধ্যে পাপ-কালিমার ময়লা জমে আছে। আত্মায় এই জমা ময়লা ভুল হয়ে বেড়িয়ে যায় যোগ-অগ্নির দ্বারা। এখন তোমাদেরও সতোপ্রধান অবস্থায় আসতে হবে। তোমাদের এই অপবিত্র-পতিত অবস্থা থেকে স্মরণের যোগ দ্বারা পবিত্র অবস্থায় আসতেই হবে। খুবই সহজ এই পন্থা। মনে রাখবে, তোমাদেরকেই আবার ৮৪-জন্ম চক্রে আসতে হবে। ইতিমধ্যেই তোমরা সেই জ্ঞান পেয়েছো। বাবাও তাই বলেন, উনি নিজেও আবার এসেছেন তোমাদেরকে পবিত্রতার রাজ-যোগ শেখাতে। এই বাবা কেবলই আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকেন, যেখানে রাবণের কাজই হলো আত্মাদের অভিশাপ দেওয়া। এসব কথা একমাত্র এই বাবা-ই বসে বসে তার বাচ্চাদেরকে বোঝাতে থাকে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বাবা অবতারিত হয়ে, বাচ্চাদের সকল শুভ মনোকামনাগুলি পূর্ণ করেন। আর অশুভ মনোকামনাগুলি পূরণ করে মায়া। রিদ্ধি-সিদ্ধি, তন্ত্র-মন্ত্রধারীরা অনেক টাকাও রোজগার করছে আজকাল। মায়া-ই সেই অশুভ মনোকামনাগুলি পূর্ণ করে। এইসব রীতি-নীতিরও অনেক পুঁথি-পত্র হয়। কিন্তু তোমাদের এই পাঠে কোনও পুঁথি-শাস্ত্রের ব্যাপার নেই। শাস্ত্র ইত্যাদি পঠন-পাঠনের প্রয়োজনও পড়ে না তোমাদের। যেহেতু, স্বয়ং বাবার শ্রীমং

আছে যে তোমাদের। তাই বাবা বলছেন: বাচ্চারা, নিজেরা পবিত্র হও এবং অন্যদেরকেও পবিত্র বানাও। অপবিত্র কখনই হয়ো না যেন। তোমাদের ডিপার্টমেন্টই যে ভিন্ন প্রকারের।

কল্প পূর্বে যারা ব্রাহ্মণ হয়েছিলো, তারাই আবার ব্রাহ্মণ হবার পুরুষার্থ করবে। দেবতাদেরও কেমন স্থান ও পদ পরিবর্তন (স্যাপলিং) হয় দেখো। দিনে দিনে লোকেরা ব্রাহ্মণ হবার জন্য আসতেই থাকছে। যারা অল্প-বিস্তর শুনে সামান্য জ্ঞানী হবে, তারা প্রজার পদ পাবে। যদিও তারা সত্যযুগের রাজধানীতেই আসতে পারবে। মৃত্যুর বিপদ যে এখন দোরগোড়ায়। সম্ভ্রাত-সম্ভ্রম কখনও বা খুব জোরদার হবে, আবার কখনও বা তা বন্ধও থাকবে। বুদ্ধিতে যা আসে, তাতে মনে হয়, আরও কিছু সময় এখনও বাকী আছে। যেহেতু (সত্যযুগের) রাজধানী এখনও স্থাপিত হয়নি। এখনও তোমরা সব রাজা ও সন্ন্যাসীদের এই জ্ঞানের কথা শোনাতে পারোনি। তাই বিবেক বলছে বিনাশের এখনও কিছু সময় বাকী আছে। কিন্তু বিনাশের এই রিহার্সেল তো চলতেই থাকবে। সত্যি কি আশ্চর্যের – তাই না ! মানুষেরা জাগতিক যন্ত্রের রচনা করে লড়াই-ঝগড়া বন্ধ করার জন্য আর ভগবান যন্ত্র রচনা করেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার পরিবর্তনের জন্য, যা বিনাশ প্রক্রিয়ার দ্বারা ঘটে থাকে। আবার, ভগবান যদি অল্প কিছু শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন লোকেরা বলবে- তারা যে যন্ত্র-অনুষ্ঠান করেছে, তাতেই তা সেই শান্তি এসেছে। যদি একবার তারা ভেবে নেয় যে, তাদের যন্ত্র সফল হয়েছে, তবে তো তা লাগাতর চলতেই থাকবে। বৃষ্টির আহ্বান করে তারা যখন যন্ত্র করে, তারপর বৃষ্টিপাত হলে তারা আনন্দে নাচতে থাকে। আর বৃষ্টি না হলে তখন বলবে, এ তো ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যেমন, যখন কোনও আত্মা শরীর ছাড়ে, তখন তারা বলে থাকে সেই ব্যক্তির স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়েছে। সোফেদ্রে, তবে তো তার জন্য কোনও শোক করা উচিত নয়। স্বর্গে পৌঁছানো মানে বিশাল সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া। আসলে মায়া-রাবণ সবারই বুদ্ধির ঘটে তালা লাগিয়ে রেখেছে যে। কিন্তু কেবল তোমরাই কেবল অনুধাবন করতে পারো, কল্প পূর্বে তোমরা যেমন পুরুষার্থ করেছিলে, এখনও আবার ঠিক তেমনি পুরুষার্থ করছো তোমরা।

একমাত্র এই ভারতবর্ষই অবিনাশী থণ্ড। শুরুতে একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোনও ধর্মই থাকে না তখন। অন্যান্য ধর্মগুলি ধীরে ধীরে অনেক পরে তার প্রকাশ ঘটে। এটাই এই অবিনাশী ড্রামার ভবিষ্যৎ। বিনাশ পর্বে রক্তের নদী এখানেই বইবে। একে অপরের সাথে লড়াই করতেই ব্যস্ত থাকবে। যদিও অনেক কাল যাবৎ তারা একে অপরের ভাই-ভাই ব্যবহারের মধ্যে থাকে। কিন্তু ঐ যে হিন্দু আর মুসলমান পৃথক পৃথক ধর্ম। এদের প্রত্যেকেরই আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। তাই এদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া চলতে থাকে। এর সাথে তোমাদের কোনও সম্পর্কই নেই। তোমাদের কেবল নিজেদের সেবার প্রতি তৎপর হতে হবে। আর তার জন্য প্রথমে কেবলমাত্র পৃথিবীর তিন পা জমি নিয়ে ঈশ্বরীয় হাসপাতাল খুলতে হবে। যা ক্রমেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। যেমন ফোঁটা-ফোঁটা জল থেকেই তো দীঘি হয়। নিজেদের ঘরেও এইসব চিত্র রাখবে। তাদেরকেও বলবে, বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্ষা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, এসো তা বোঝাই তোমাদের। মৃত্যু যে আমাদের দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে আছে। এখন কেবল বেহদের এই বাবা আর তার আশীর্বাদকেই স্মরণ করতে থাকো। যেহেতু এটা এখন মৃত্যুর দুনিয়া। তাই বাবা জানাচ্ছেন, কেবলমাত্র আমাকেই যদি স্মরণ করতে থাকো, তবে আমিই তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। বাবা বলছেন : তাই তো আমাকে বলা হয়, কাল (মৃত্যু) -এরও কাল অর্থাৎ মহাকাল। আমি যে অকাল তথৎ অর্থাৎ পরম অবিনশ্বর। তোমরা আত্মারাও অকাল অর্থাৎ

অবিনশ্বর। একমাত্র তোমরা বাচ্চারা এই এসব বোঝো, তাই এই দুনিয়ার অন্যদের থেকে তোমরা একদমই আলাদা। এখানে পড়বার শিক্ষকও বিচিত্র ধরনের। যিনি কেবল আত্মাদের সাথেই বার্তালাপ করেন, আর আত্মারাই তা শোনে। আত্মা তা শোনে, আবার আত্মাই তার মুখ দ্বারা তা শোনায়, আত্মা তার কান ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা শুনে থাকে। আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা এইসব কার্য করে থাকি। ফলে আত্মার রসনা প্রাপ্তি হয়। যেমন আত্মাই কিন্তু এমনটা বলে - এটা মিষ্টি, এটা টক। এই আত্মাতেই তার সংস্কার থাকে। সেই আত্মাদেরকেই তাদের পিতা পরমাত্মা জানাচ্ছেন, এবার যে তোমাদের ঘরে ফেরার পালা। তোমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, এখন এই জরাজীর্ণ শরীর ত্যাগ করা উচিত। তাই শরীরের প্রতি আর মমত্ব রেখো না। সাপও তার শরীরের প্রতি মমত্ব রাখে না, পুরোনো চামড়া ত্যাগ করলেই সে জায়গায় নতুন চামড়া আসবেই। তোমাদের শরীরও তেমনি পুরোনো হয়েছে, তাকেও এভাবে ত্যাগ করা উচিত। ভোঁমড়ার উদাহরণও তোমরা ভাবতে পারো। বাস্তবে, জগতের কোনও সন্তানসীও এই ভাবে উদাহরণ সহযোগে এসব বোঝাতে পারবে না। এই অপবিত্র দুনিয়ায় সবাই যেন বিকারী পোঁকা-মাঁকড়। তোমরা ব্রাহ্মণীরাই ভুঁ-ভুঁ করে জ্ঞান শুনিতে তাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। আর তাদের বেলো, শিববাবাকে স্মরণ করতে। এটা ঠিক ম্যাজিকের মতন - মানুষকে দেবতা বানাবার আশ্চর্য জাদু। তাই বাবারও অনেক নাম - জাদুকর, রজ্জাকর, সওদাগর, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আত্মা বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের এত করে বোঝাই। কেবল এটুকুই নয়, তোমাদের কত করেই বলে থাকি বাবাকে আর ওনার আশীর্বাদকে স্মরণ করতে। বাবা আরও জানাচ্ছেন, তোমরা যদি বাবার প্রতি একবার সমর্পিত হও, বাবার থেকে প্রাপ্য অধিকারও বাবা তবে তোমাদের সমর্পণ করে দেন ২১ বারের জন্য। সত্যি, কি সুন্দর এই সওদা - তাই না ? শিববাবা তো দাতা-স্বরূপই। উনিই তোমাদের সেই বুদ্ধি বলে দেবেন, কিভাবে সবকিছুর মমত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। ঘর-গৃহস্থলী ব্যবহারে থেকেও শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, পবিত্রতাই তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। তোমাদের তীর্থযাত্রা হলো, রুহানী যাত্রা। সবকিছুই নির্ভর করছে এই যাত্রা উপর। মানুষেরা কত প্রকারের হরেক যাত্রা করে। কিন্তু, তোমাদের কেবল এই এক প্রকারেরই যাত্রা। তোমাদের শেখানো হয় কিভাবে এক জায়গায় বসে বসেই যাত্রার মাধ্যমে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটানো যায়। এসবই কেবল বুদ্ধির ব্যাপার। ফলে দুঃখ তোমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তোমরা এও জানো যে এত বড় বিনাশ পর্ব যে ঘটতে চলেছে, তা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই। সুতরাং তোমাদের মনে দুঃখ আসারও কোনও কারণ নেই। তবুও যদি মনে দুঃখ আসে, তবে বুঝতে হবে এই শিক্ষায় এখনও তোমরা কাঁচা অথবা জ্ঞানের সম্পূর্ণ অবস্থায় এখনও পৌঁছতে পারোনি তোমরা। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর রূপী পুরানো দেহের প্রতি মমত্বকে দূর করতে হবে। বুদ্ধির দ্বারা রুহানী যাত্রাতে তৎপর হতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার কোনও কিছুই সাথেই কোনো সম্পর্ক না রেখে, জ্ঞান চিতায় বসে পবিত্র হয়ে বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা পুরোটাই পেতে হবে।

বরদান :- নিজের পূজ্য-স্বরূপের স্মৃতিতে স্থিত, সদা রুহানী নেশায় থাকতে সমর্থ জীবনমুক্ত ভব

বিস্তার :- ব্রাহ্মণ জীবনের প্রকৃত মজা জীবনমুক্ত স্থিতিতে। যে নিজে পূজ্য-স্বরূপের স্মৃতির স্থিতিতে থাকে, তার দৃষ্টি এক ও একমাত্র বাবার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে, তখন সে আর নিজেকে এমনটা ভাবতেই পারে না যে, অন্য কোথাও আছে। এমন পূজ্য আত্মাদের সম্মুখে স্বয়ং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আর বৈভব স্বতঃতই নতঃশির হয়ে যায়। পূজ্য-ব্যক্তি কখনও জাগতিক কোনও কিছুই প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দেহ, সম্বন্ধ, পদার্থ বা সংস্কারেও তার মন-বুদ্ধির আকর্ষণ থাকে না। সে কখনও কোনও বন্ধনে নিজেকে বেঁধে রাখে না। সদা জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব করতে থাকে।

স্নোগান :- প্রকৃত সেবাধারী সে হতে পারে, যার মধ্যে নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব আছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পড়তে এবং শিখতে হবে। তোমাদের এই পড়া পবিত্র দুনিয়ার জন্য এবং পবিত্র হওয়ার জন্য।"

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ গুণের বিষয়ে বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানানোর শিক্ষা দেন?

উত্তর:- বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যেমন নিরহংকারী, তোমরা বাচ্চারাও সেইরকম আমার সমান নিরহংকারী হও। বাবা-ই তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেন। পবিত্র হলেই বাবার সমান হবে।

প্রশ্ন:- যখন বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে যায় তখন কোন্ রহস্য স্বাভাবিক ভাবেই বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যায়?

উত্তর:- আমি আত্মা আসলে কেমন, আমার বাবা পরমাত্মা আসলে কেমন এবং তাঁর ভূমিকা কি। আত্মার মধ্যে কীভাবে অনাদি ভূমিকা ভরা থাকে যেটা সে পালন করতে থাকে। এইসকল কথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারীরাই বুঝতে পারবে।

গীত:- (ধীরজ ধর হে মনবা, ধীরজ ধর, তেরে সুখকে ভরে দিন আয়েঙ্গে.....)
ধৈর্য্য ধর রে মন ধৈর্য্য ধর, তোর সুখের দিন আসছে.....

ওম্ শান্তি। বেহদের মা-বাবাকে পেয়ে ধৈর্যশীলতা প্রাপ্ত হয়েছে। কে পেয়েছে? আত্মারা বা জীবাত্মারা অর্থাৎ বাচ্চারা। আত্মা হল এক অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। দুনিয়াতে একজন মানুষও নেই যার বুদ্ধিতে রয়েছে যে আত্মা হল তারার মত সূক্ষ্ম বিন্দু। তোমরা জানো যে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের এবং ৫ হাজার বছরের সমস্ত পার্ট ভরা আছে। অন্যান্য আত্মার মধ্যে তো এত পার্ট ভরা নেই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে বুঝতেই পারে না। পরমাত্মার ক্ষেত্রে তো বলা যাবে না যে তিনি ৮৪ জন্ম কিংবা ৮৪ লক্ষ জন্ম নেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এতো সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে, এটাই হল প্রকৃতি। এত সূক্ষ্ম বিন্দু আত্মার মধ্যে সমস্ত জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যেটা কখনো মুছে যায় না এবং কোনোদিন মুছেও না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা এইসব কথা জানে কিন্তু আবার ভুলেও যায়। অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য এইসকল কথা ধারণ করতে হবে। বাবা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে করন-করাবনহার বলা হয়, তিনি এইসব কথা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বলেন। তাঁকে নিরাকারী এবং নিরহংকারী বলা হয়। এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তিনি বাচ্চাদেরকে এই গুণের বিষয়ে শিক্ষা দেন। বাচ্চাদেরকেও এইরকম নিরহংকারী হতে হবে। যেহেতু তিনি জ্ঞানের সাগর, তাহলে নিশ্চয়ই জ্ঞান শোনাবেন। আবার তিনিই হলেন পতিত-পাবন। তাই তিনি এসে নিশ্চয়ই পতিতদেরকেই পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেন। যেভাবে সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষা দেয়। এটাও হল পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস। পতিত-পাবন এসেই শিক্ষা দেবেন। নাহলে আমরা পবিত্র হব কিভাবে। এইরকম গায়নও করা হয় যে যতদিন জীবন আছে ততদিন শিখতে হবে, পড়তে হবে। স্কুলে তো এইরকম বলা হয় না। ওই পড়ার প্রাপ্তি তো এই জন্মেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু এখানে বলা হয় - যতদিন জীবিত আছে, ততদিন পড়তে হবে। অন্টিমে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যোগের দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। যত বেশি যোগযুক্ত থাকবে তত তোমরা

আত্মারা স্বর্ণযুগে চলে যাবে। তখন আত্মা এবং শরীর কেউই লৌহযুগে থাকবে না। আমরা পবিত্র দুনিয়াতে আসার জন্যই পড়ছি। এইসব এতই গুহ্য কথা যে কেউ কখনো বোঝাতে পারবে না। মানুষ তো কত কিছুই না করে। বিজ্ঞানের অহঙ্কারে কত রকমের জিনিস তৈরি করেছে। চাঁদ এবং নক্ষত্রেও যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তোমরা জানো যে এইসবের দ্বারা জীবনমুক্তি পাওয়া যাবে না। হয়তো অল্পকালের জন্য ক্ষণিক সুখ মিলবে। এরোপ্লেনে যেমন সুখ আছে সেইরকম দুঃখও আছে। কাল যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে দুঃখ হবে। স্টিমার ডুবে যায়, ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটে। বসে বসেই মানুষের হার্ট-ফেল হয়ে যায়। সুখধাম তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে সর্বদা সুখ আর সুখ। এই দুনিয়াতে যা কিছু সুখ আছে সবই অল্পকালের জন্য, কাক-বিষ্ঠার মত। তোমরা বাচ্চারা এখন অনেক ভালো বুদ্ধি পেয়েছ। আমি আত্মা কেমন এবং আমার বাবা পরমাত্মা কেমন। ওঁনার ভূমিকা কি আর আমার ভূমিকাই বা কি - এই সকল রহস্য বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও সকলের ৮৪ হবে না। সবাই তো একসাথে সত্যযুগে থাকবে না। তাই সকলের জন্য ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। চন্দ্রবংশীতেও অন্তিম পর্যন্ত আসতে থাকবে। ক্রমশ বৃদ্ধি হবে। অল্প-অল্প করে জন্ম হতে থাকবে। এইসব হল বিস্তারিত কথা। বৃদ্ধাদেরকে প্রথমে 'অল্ক এবং বে'-এর বিষয়ে ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। 'অল্ক' মানে বাবা এবং 'বে' মানে বাদশাহী। এইসব তো একেবারে সত্যি কথা, তাই না? স্বর্গের বাদশাহী ছিল, ভারত সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল, আর কারোর রাজত্ব ছিল না। যে রুদ্ৰমালা হয় সে-ই পরে বিষ্ণুর মালা হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারাই এই জ্ঞান পেয়েছ। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, তাঁর রূপ এবং সাইজ কেমন - এইসকল কথা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই রয়েছে। আত্মা কতই না সূক্ষ্ম। পরমাত্মাকেও ভক্তিমার্গে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। দ্বাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত অথবা সপ্তমযুগের শেষ পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা আছে। এইসব কথা তোমরা জান। তোমরা বলবে যে আগের কল্পেও এইসব হয়েছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল। একটা খবরের কাগজে প্রতিদিনই ছাপায় যে ১০০ বছর আগে কি হয়েছিল, ১০০ বছরের কথা বলা তো সহজ ব্যাপার। খবরের কাগজ থেকে দেখে বলে দেবে। ওই খবরের কাগজের নাম হল টাইমস অফ ইন্ডিয়া। তোমাদের খবরের কাগজ হল টাইমস অফ ওয়ার্ল্ড। এই নামটা খুব সুন্দর। প্রতিদিনই লিখতে পার। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে কি হয়েছিল। ৫ হাজার বছর আগে যা হয়েছিল সেটাই আবার হয়েছে। এইভাবে লিখতে থাকলে মানুষ ড্রামার (নাটকের) বিষয়ে জেনে হয়ে যাবে। পত্রিকাতেও লিখতে পার। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তো সকল রহস্যের জ্ঞান আছে। আত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। এইসব মানুষ কোনো কাজের নয়। তোমরা জানো যে মানুষই ৮৪ জন্ম নেয়। প্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং তারপর দেবতা বর্ণ হয়। এইসব বর্ণ তো এখানেই আছে। সূক্ষ্মবতনে কোনো বর্ণ হয় না। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। ব্রহ্মার দ্বারাই দণ্ডক নেওয়া হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের তো সন্তান হয় যে সিংহাসনে বসে। শঙ্করকেও প্রজাপিতা বলা যাবে না। তোমরা জানো, যার খেরকম ভাবনা থাকে তার সেইরকম সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। ওখানে (সূক্ষ্মবতনে) তো কোনো সাপ-টাপ থাকে না, কোনো ষাঁড়ও নেই। সূক্ষ্মবতনে দেবতারা থাকে। সূক্ষ্মবতনে গিয়ে বাগান, ফল ইত্যাদি দেখতে পাও। বাস্তবে কি ওখানে বাগান আছে? না, বাবা তো সাক্ষাৎকার করান। বুদ্ধিও বলে যে ওখানে সূক্ষ্মবতনে গাছপালা থাকতে পারে না। এইসব নিশ্চয়ই সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকার তো এখানেই হবে। এইসব সাক্ষাৎকারকে জাদুর খেলা বলা হয়। এর মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই। মানুষ মানুষকে ব্যারিস্টার (আইনজীবী) বানায় - এটাকে জাদুগরী বলে না, ওখানে বিদ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ইনি (শিববাবা) তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ার জন্য মানুষ থেকে দেবতা বানান। তাই এটাকে জাদু বলা

হয়। দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার কাছে থাকার জন্য তাঁকে জাদুকর বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ বলে মূর্তি থেকে সাক্ষাৎকার হয়েছে - এটা নিশ্চয়ই গুরু কৃপা। কিন্তু এতে তো কোনো লাভ হয় না। এখানে তোমরা পরিশ্রম করে নিজেরাই ওইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাম-সীতা হচ্ছে। তোমরা এখানে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজপরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য এসেছ। প্রথম মুখ্য কথা হল নতুন কেউ এলে আগে তাকে বাবার পরিচয় দাও। ব্রহ্ম হল মহতত্ত্ব। নিরাকার শিববাবাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলা যাবে না। প্রত্যেকটা অক্ষর অর্থপূর্ণ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এমন নয় যে সবকিছুই ঈশ্বরের রূপ। বাবা বসে এইসব বিষয় বোঝান। সাক্ষাৎকার ইত্যাদি তো কেবল বার্তালাপ, ওইসবের আশা রাখা উচিত নয়। ভাবে যে এখন স্বয়ং বাবা এসেছেন, তাই সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেন। কিন্তু এইসব ফালতু ব্যাপার। সাক্ষাৎকার না হলে আশাহত হয়ে পড়া ছেড়ে দেয়। সাক্ষাৎকারে রাজকুমারকে দেখলে ভাবে আমাকেও রাজকুমার হতে হবে। খুশি হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করে রাজকুমারের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু সকলেই তো মুকুটধারী হবে। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকে না। কেবল নারীদের লম্বা চুল থাকবে আর মুখ একটু আলাদা দেখতে হবে। কত আত্মা আছে। একজনের নাম-রূপ অন্যজনের থেকে পৃথক। আত্মার মধ্যেই অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যা কখনো বদলে যাবে না। কত আশ্চর্যজনক খেলা তৈরি হয়ে রয়েছে। আত্মা যে ভূমিকা পেয়েছে সেটা অনাদি। বাবা কত সহজ করে বোঝান। কেবল ত্রিমূর্তির চিত্রের সামনে গিয়ে বসলেই বুদ্ধিতে পুরো চক্রের জ্ঞান এসে যাবে। ইনি হলেন শিববাবা এবং ইনি হলেন ব্রহ্মাবাবা যার দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি। এখন কলিযুগ, এরপর সত্যযুগ আসবে। ছবি সামনে থাকলে পুরো বিশ্ব-নাটক বুদ্ধিতে চলে আসে। কিভাবে চক্র আবর্তিত হয়, এই খেলাতে কে কে আছে - সব স্মরণে চলে আসে। রোজ চিত্র দেখতে থাক এবং বিচার সাগর মন্ডন কর। এটা হল নরক, এটা হল স্বর্গ এবং এটা হল সঙ্গমযুগ। কত সহজ। রোজ প্র্যাকটিস (অভ্যাস) করলে বুদ্ধিতে রশ্মি আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং রাধা-কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও লেখ। ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। কিভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের এত প্রাপ্তি হয়েছে? নিশ্চয় সঙ্গমযুগেই এমন কোনও কর্ম করেছিল। অন্তিম জন্মের পুরুষার্থের দ্বারাই ওদের এই প্রাপ্তি হয়েছে। বুদ্ধিতে এইরকম চিন্তন চলা উচিত। তাহলে একসময়ে চিত্রও আর প্রয়োজন হবে না। বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্যের জ্ঞান এসে যাবে। এইসব চিত্রকে নিজের হৃদয়ে ঐঁকে নিতে হবে। বাবা সেন্টারের বাচ্চাদের মুখ খোলার যুক্তি বলছেন - চিত্র গুলো দেখতে থাক। মনে মনে বলতে থাক। রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে জানতে হবে। কল্পবৃক্ষের চিত্রতে এটা স্পষ্টভাবে রয়েছে। এখানে রাজযোগের তপস্যা করছে। এরাই মানুষ থেকে দেবতা হবে। এরপরে ভক্তিমার্গ কিভাবে শুরু হয়। যে যেই ধর্মের, সে পুনরায় সেই ধর্মতেই আসবে। কত সহজ ব্যাপার, এই বিষয়েই বোঝাতে হবে। আত্মা এবং পরমাত্মা আসলে কেমন, যার মধ্যে অনাদি পার্ট ভরা আছে। সত্যযুগে আমরা সুখের দৃশ্যে অভিনয় করব, এতগুলো জন্ম নেব। শ্বশানে গিয়েও কাউকে বোঝাতে পার। যতক্ষণ না মৃতদেহ দাহ হচ্ছে ততক্ষণ সংসঙ্গ করে। তোমাদেরকে কেউ বাধা দেবে না। লোকেদের বলো - আসুন, আমরা আপনাদেরকে কিছু বোঝাব। শোনার পরে খুব খুশি হবে। যে বোঝাবে তাকে খুব বিচক্ষণ এবং চতুর হতে হবে। সব জায়গাতে গিয়েই তোমরা বোঝাতে পার। বাবা তো খুব ভালোভাবেই বোঝান। সত্য এখন তোমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। দুনিয়ার মানুষের হাতে তো মিথ্যা গীতা আছে। তোমাদের হাতে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র নিয়েও তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পার। কেন একে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়? আসুন, এই বিষয়ে আপনাকে একটা কাহিনী শোনাও। শোনার পরে খুব খুশি হয়ে যাবে। ভারতে স্বর্ণযুগ ছিল, এখন প্রস্তরযুগ। কালো হয়ে গেছে। কামচিভায় উঠলে মুখ কালো হয়ে যায়। এইভাবে বোঝালে তোমরা

অনেক কামাল করে দেখাতে পারবে। তিনটে চিত্র যেন সঙ্গে থাকে। একটা ছবি বোঝানো হয়ে গেলে অন্য ছবিটা বোঝাতে হবে। খুবই সহজ। কেবল পুরুষার্থ করতে হবে। সময় তো অনেক আছে। সকাল সকাল মন্দিরে চলে যাও। আসুন, আমরা আপনাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী শোনাব। ভক্তিমার্গে জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি করতে করতে আমরা একেবারে কড়িতুল্য হয়ে গেছি। তাহলে শান্ত্র কি সহায়তা করেছে? আমরা আপনাকে সত্য কথা বলছি। সত্যই সহায়তা করে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) পড়াশুনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। সাক্ষাৎকার ইত্যাদির আশা রাখা যাবে না। আশাহত হয়ে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না।

২) ছবি দেখে বিচার সাগর মন্বন করে প্রতিটা বিষয়কে হৃদয়ে ঐঁকে নিতে হবে। রাজযোগের তপস্যা করতে হবে।

বরদান:- সংগঠনের মধ্যে পৃথক অথচ প্রিয় হওয়ার সমতা (balance) দ্বারা সর্বদা অবিচল থেকে নির্বিঘ্ন হও।

বাবার হল সবথেকে বড় পরিবার, কিন্তু যত বড় পরিবার ততটাই তিনি পৃথক (অলিপ্ত) এবং সকলের প্রিয়। এইরকম বাবাকে অনুসরণ কর। সংগঠনে থেকে সর্বদা নির্বিঘ্নে এবং সন্তুষ্ট হয়ে থাকার জন্য যতটা সেবা ততটাই পৃথক ভাবের প্রয়োজন। যে যতই টলানোর চেষ্টা করুক, একদিকে একজন ঝামেলা করুক এবং অন্যদিকে আরেকজন ঝামেলা করুক। কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাও কিংবা কেউ তোমাকে অপমান করুক। কিন্তু সংকল্পেও যদি অবিচল থাক তবেই নির্বিঘ্ন আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:- যে দেহী-অভিমানী স্থিতির দ্বারা শরীর এবং মনের সমস্যাকে সমাপ্ত করে দেয়, সে-ই অবিচল এবং অটল থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেরা মিলেমিশে এই কলিযুগী দুনিয়ার দুঃখের বোঝাকে সরাতে হবে, বাবাকে স্মরণের পুণ্য করতে হবে।"

প্রশ্ন :- জ্ঞানের অবিনাশী প্রালব্ধ থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো বাচ্চার পুণ্যের খাতা জমা হওয়ার পরিবর্তে কেন শেষ হয়ে যায় ?

উত্তর :- কেননা পুণ্য করতে করতেই তারই মাঝে তারা পাপ করে ফেলে। 'জ্ঞানী তু আত্মা' হয়েও সঙ্গদোষে এসে কোনো পাপ করলে সেই পাপের কারণে কৃত পুণ্যের খাতা শেষ হয়ে যায়।

২) বাবার হয়ে কাম বিকারের চোট খেলে, বাবার হাত ছাড়লে তারা আগের থেকেও অধিক পাপ আত্মা হয়ে যায়। তাদের কুল কলঙ্কিত বলা হয়। তারা অনেক বেশী শাস্তির ভাগী হয়ে যায়। সঙ্গুর নিন্দা করানোর কারণে কোথাও তাদের স্থান হয় না।

ওম্ শান্তি। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের সাথে আন্তরিক কথোপকথন (রুহ-রিহান) করছেন। এ তো আত্মারাই জানে যে আমাদের একজনই বেহদের বাবা, এ তো বাচ্চারা বুঝেই গেছে। লক্ষ্য হলো - মুক্তি আর জীবন মুক্তির। মুক্তির জন্য স্মরণের যাত্রা জরুরী আর জীবন মুক্তির জন্য এই এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা জরুরী। এখন এই দুইই সহজ। এই সৃষ্টির আর ৮৪ জন্মের এই চক্র ঘুরতে থাকে। এ কথা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এখন আমাদের এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তো কেউই ফিরে যেতে পারবে না কারণ সবাই পাপ আত্মা। পাপ আত্মারা মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। নিজের মনে এমন এমন বিচারই করতে হবে। যে করবে, সে-ই পাবে আর খুশীতে থাকবে তথা অন্যদেরও খুশীতে রাখবে। বাচ্চারা তোমাদের কৃপা বা দয়া করতে হবে সবাইকে রাস্তা বলে দেওয়ার বুঝতে হবে তোমাদের আত্মা সত্বপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছে এই কারণে ফিরে যেতে পারে না। মানুষ ডাকতেও থাকে হে পতিত - পাবন, বাচ্চারা জানে যে এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এও কারো ভালোভাবে মনে থাকে কারো আবার মনে থাকে না। মুহূর্তেই ভুলে যায়। কিন্তু তোমাদের যদি সঙ্গম যুগ স্মরণে থাকে তাহলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। শিক্ষক রূপে বাবাকে স্মরণে রাখলেও খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। কারো বড় বিঘ্ন আসে কারো আবার ছোটো বিঘ্ন। বিঘ্ন তো আসেই। কেউ কেউ ওপরে গিয়ে আবার নীচে এসে যায়। কারো অবস্থা খুব ভালো হলে মনে স্থান পায় আবার নীচে এসে গেলে কামাই কমে যায়, যেমন দুনিয়াতে দান পুণ্য করার কারণে মানুষ পুণ্য আত্মা হয়। আবার পুণ্য করতে করতে পাপ করতে শুরু করলে পাপ আত্মা হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পুণ্য হবে। এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা পুণ্য হয়। তাই যদি বাবাকে ভুলে যাও, অন্যের সঙ্গ হয়ে যায় তাহলে অনেক পাপ করার কারণে যা কিছু পুণ্য করেছ সব শেষ হয়ে যায়। বোঝো আজ যদি দান পুণ্য করে, সেন্টার খোলে, কাল আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন আগের থেকেও বেশী নেমে যায় কেননা পাপ করে ফেলে, তাই না। তখন সেই খাতা জমার বদলে খরচ হয়ে যায়। আগে কতই না সেবা করত, বলার নয়। তারপর একদম পড়ে যায়। বিয়ে করে নেয়। আগের থেকেও খারাপ হয়ে যায়। পাপ করার ফলে সেই পাপের বোঝা চড়তে থাকে। এ হল লাভ আর ক্ষতির হিসেব কিন্তু এই বিষয়কেও কোনো বুঝদারই বুঝবে। পাপও কম বা বেশী হয়। কাম হলো সবথেকে বড়, ক্রোধ দ্বিতীয়, লোভ তার থেকে কম, মোহ তার

থেকেও কম । নম্বর অনুযায়ী হয় । কামের চোট খাওয়ার ফলে লাভের পরিবর্তে লোকসান হয়ে যায়, কারণ সঙ্গুরুর নিন্দা করলে তার আর কোথাও স্থান হয় না । সে মন থেকে নেমে যাবে । বাবার হয়ে বাবাকে ছেড়ে দিলে তার কর্মের ওপরও প্রভাব পড়ে । এর কারণ কি ? চলতে পারল না । বেশিরভাগ এই কামের চোটই বেশী হয় । এটাই হল প্রধান শত্রু । কবে শুনেছ যে ক্রোধের কুশপুতলিকা দাহ করা হয় । না তা হয় না । কামীদের বানানো হয় । তাদের রাবণ মনে করা হয় । বাবা বলেন ...কামের ওপর জয়লাভ করলেই জগতজিত হতে পারবে । সম্পূর্ণ হেরে বসে আছে তাই জিতের বদলে হার হয়ে যায় । বাবাকে ডাকতে থাকে হে পতিত পাবন এসো, কামে খুব পীড়িত হই । তারপর বলে বাবা, মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন ...তোমরা তো কুলের কলঙ্ক । ক্রোধ বা মোহের জন্য এমন বলবে না । সমস্ত কিছুই কামের ওপর । ডাকতেও থাকে ...হে পতিত পাবন এসো । বাবা এসেছেন তবুও পতিত হলে বাবা কি বলবেন । সাধু - সন্ত ইত্যাদি ডাকতে থাকে হে পতিত পাবন এসো । অর্থ কেউই বোঝে না । কেউ কেউ আবার মানে যে হ্যাঁ তিনি আসবেন যিনি নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন । কিন্তু অনেক লম্বা সময় দেওয়ার ফলে ঘোর অন্ধকারে পড়ে গেছে । জ্ঞান আর অজ্ঞান দুইই আছে তাই না । বাবা বোঝান যে ভক্তিতে তোমরা যার পূজা করো, তাঁকে জানোই না তাহলে সেই ভক্তি কোন্ কাজের ? না জানার কারণে যা কিছুই করো তা নিষ্ফল হয়ে যায় । মানুষ ভাবে যে দান - পুণ্য করলে ফল পাওয়া যায় । কিন্তু সে হলো অল্পকালের জন্য, কাক - বিষ্ঠার সমান সুখ । সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে যে দুনিয়াতে যে সুখ পাওয়া যায় তা কাক বিষ্ঠার সমান, বাকি সমস্তই দুঃখ আর দুঃখ । বাবা বলেন যে মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । বিচার করো যে তোমরা কতক্ষণ স্মরণ করো । যাতে পুরানো হিসাব শেষ হয়ে যেতে পারে আর নতুন জমা হতে পারে । যে যত খুশী জমা করতে পারে, এতে ধন ইত্যাদির কোনো কথাই নেই । এ হলো পাপ কি করে মিটেবে ? মূল বিষয় হলো পবিত্র হওয়ার । এমন ভেবো না যে বাবাকে লিখে দিলেই জন্ম - জন্মান্তরের হিসেব শেষ হয়ে যাবে । জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা তো অনেক । সেইসব দূর হয় না । এই জন্মে যা করেছ তা হালকা হয় । বাকি তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে । যত স্মরণে থাকবে তত পাপের বোঝা হালকা হতে থাকবে । কোনো কোনো বাচ্চা অনেক পরিশ্রম করে । বহু মানুষকে পথ বলে দেয় । ৮৪ জন্মের চক্র বুঝিয়ে বলে । এই জন্মের হিসেবকে তোমরাই জানো । হিসেব করো কতো যোগবল আছে, আমাদের কখন জন্ম হবে ? সত্যযুগ আদিতে কি হতে পারবে ? যারা অনেক পুরুষার্থ করবে তারাই সত্যযুগ আদিতে জন্ম নিতে পারবে । সে খোড়াই লুকানো থাকবে । এমন ভেবো না যে সবাই সত্যযুগে আসবে । কেউ তো শেষের দিকে এসে অল্পকিছু জ্ঞান নিয়ে নেয় । যারা অনেক বেশী কামাই করে তারা তাড়াতাড়ি আসে । কম কামাই করলে দেরী করে আসে তাই বাবাকে তো খুব স্মরণ করা চাই আর এ হলো খুবই সহজ । যে খুব ভালোভাবে স্মরণ করবে তার খুশী থাকবে । আমরা খুব তাড়াতাড়ি নতুন দুনিয়াতে আসবো । রাজা হতে গেলে প্রজাও তো তৈরী করতে হবে । প্রজা না বানালে রাজা কি করে হবে ? কেউ সেন্টার খোলে । তার তো অনেক কামাই হয় । লাভ হলে ২ - ৩ টি সেন্টারও খুলে ফেলে । সেন্টার তো বাবাও খুলতেন । যারা (সেবা) করে তাদের হিসাবও (জমার) এর মধ্যে এসে যায় । তোমরা সকলে মিলে এই দুঃখের বোঝাতে দূর করো । অনেককে সাথে পাবে । কারণ হিসেবও সবারই এসে যায় । যত পরিশ্রম করবে ততই উঁচু পদ পাবে । তার খুশীও অনেক হবে । দেখা হয় যে -- কতোজনের উদ্ধার করেছ । সেবা খুব ভালো করতে থাকে । মাঝ্মাকে উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয় । মাঝ্মা অনেক ভালো সেবা করেছিলেন তাই তাঁর কতো কল্যাণ হয়েছে । মুখ্য বিষয় হলো সেবার । যোগও তো একধরনের সেবা । নির্দেশও মিলতে থাকে । কিভাবে স্মরণ করবে । এই বিন্দুর

রহস্যও বাবা এখন বুঝিয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি আরো শোনাবেন। দিন প্রতিদিন উল্লসিত হতে থাকবে। পয়েন্টসও তোমরা পাও, খুব শক্তও কিছু নয়। আবার সহজও নয়। যারা এই সেবায় তৎপর, তারা চট করে পয়েন্টস ধরে ফেলে। যারা সেবাকাজ করে না তাদের বুদ্ধিতে কিছুই বসে না। বিন্দু - বিন্দু বলতে থাকে কিন্তু কিভাবে সেই বিন্দুকে স্মরণ করবে, কিভাবে বিন্দুকে দেখবে, এ খুবই সহজ কথা। কোনো বিন্দুকে সামনে রেখে খোড়াই স্মরণ করতে হবে। এ তো বোঝার কথা। আত্মা কতো ছোটো বিন্দু। আত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল কেউই বলতে পারে না। পরমাত্মার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে -- তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল কি? অবুঝ মানুষ না আত্মাকে জানে, না পরমাত্মাকে। এখানেও এমন আছে যারা সম্পূর্ণ ভাবে জানে না কেবল বাবা - বাবা করতে থাকে। কোথায় জ্ঞান ধারণ করে? কোনো সেবাই করে না। কেবল খেতেই থাকে। যেমন সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অবধূত থাকে, যারা কিছুই করে না কিন্তু খেতে থাকে। বাকি সন্ন্যাস ধারণ করেছে, বিকার মুক্ত হয়েছে, এও কম কথা নয়। সন্ন্যাসীদের ধর্ম হলো আলাদা। এই জ্ঞান হল বাচ্চারা, তোমাদের জন্য।

বাবা বোঝান যে তোমরা পবিত্র পবিত্র ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। তোমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছে। এই কথাও মানুষ বুঝতে পারে না। ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা। রাত - দিনের তফাত। তোমরা জানো যে আমাদের পুরুষার্থের দ্বারা লক্ষ্মী - নারায়ণের তুল্য হতে হবে তাই এই শ্রীমতে সম্পূর্ণ চলতে হবে। পরিশ্রম তো আছেই। বাকি এই রোগ - ভোগ তো চলতেই থাকবে। এই নিদর্শন অল্প অবধি চলতেই থাকবে। এরপর সব হারিয়ে যাবে, তারপর কোনো দুঃখই আর থাকবে না। বাবাকে বলাই হয় দুঃখহতা আর সুখকর্তা, হে উদ্ধারকর্তা, দয়া করো, তখনই সব দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। দুঃখেই মানুষ অনেক স্মরণ করে। হে প্রভু, হে রাম, দুঃখের সময় সকলেই বলবে - ভগবানকে স্মরণ করো। কিন্তু ভগবান কে - সেই কথা কেউ জানে না। কেবল বলবে - গড ফাদারকে স্মরণ করো। খুদাকে স্মরণ করো। তোমরা তো খুব ভালো করে জানো যে তিনি আমাদের বাবা। বাবাই শেখান, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে এমন কথা কি কখনো বলবে যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। না এমন বলবে না। কতো প্রকারের অগণিত ভক্তি আছে। জ্ঞান হল এক। মানুষ ভাবে যে ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যাবে। ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে আর কারা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছে? এ কেউই জানে না। টানা ৪০ হাজার বছর কি ভক্তি করতে থাকবে? কত পর্যন্ত ভক্তি করবে? এখন তোমরা জানো যে এতো পর্যন্ত ভক্তি চলে আর এত পর্যন্ত জ্ঞান চলে। ভক্তরা জানে না, তাই তাদের জানানোর জন্য এত প্রদর্শনী ইত্যাদি করা হয়। এই প্রদর্শনীর থেকেও কোটির মধ্যে কয়েকজনকে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে আরো অনেককে পাওয়া যাবে। এখানেও কত মানুষ আসে। তোমরা কত অল্প, যারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং পবিত্র থাকো, যারা অনিয়মিত তারা আসবে। কিন্তু এই হিসেবও বের করা যায় না যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কজন? অনেক মেকিও আছে। ব্রাহ্মণদের কাজই হলো কথা শোনানো। বাবাও তো কথাই শোনাতে। তোমাদেরও কথা শোনাতে হবে। যেমন বাবা তেমন বাচ্চারা। বাচ্চাদের কাজই হলো গীতা শোনানো। কিন্তু সবাই কোথায় শোনায়? তোমরা জানো যে জ্ঞানের পুস্তক হলো একমাত্র গীতা। এই হলো সর্বশাস্ত্র শিরোমণি, এতেই সব আছে। গীতা হলো আমাদের মা - বাবা। বাবা এসেই সবার সঙ্গতি করেন। এও লিখতে পারো যে শিববাবার জয়ন্তী হলো হীরে তুল্য। বাকি সকলের জয়ন্তী হলো কড়িতুল্য। বাবাকে তো সবাই স্মরণ করে। কলিযুগী মানুষরা সত্যযুগী দেবতাদের পূজা করে। তাদের এমন কে বানায়? এক বাবা। তবে এও তারা বুঝবে যারা খুব ভালোভাবে এই জ্ঞানকে বুঝতে পারবে। সঠিকভাবে কেউ বোঝায় না।

বাবা বলেন আমার কোনো কোনো বাচ্চা নতুন পৃথিবী গড়ার পরিবর্তে ধ্বংসের কারণ হবে । মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা সবাই তো আছে । তাহলে পেয়াদারা কি করবে ? তারা লেখাপড়া জানাদের সামনে মাথা নত করবে । আর যারা মাথা নত করবে না, পড়বে না বা পড়াবে না তাদের কি বলা হবে ? উট পাখি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা হলেন বিন্দু, এই বিষয়টিকে যথার্থ মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বিন্দু - বিন্দু বলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যেও না । সেবায় তৎপর থাকতে হবে ।

২) প্রকৃত গীতা শুনতে আর শোনাতে হবে । প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য পবিত্র থাকতে হবে । নিয়ম করে অবশ্যই পাঠ পড়তে হবে ।

বরদান :- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মরূপী দর্পণের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার কর্মের দর্শন করিয়ে বাবার সমান হও ।

এক একজন ব্রাহ্মণ আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা প্রতিটি কর্মে হলে ব্রহ্মা বাবার কর্মের দর্পণ । ব্রহ্মা বাবার কর্ম যেন তোমার কর্মে দর্পণ হয়ে দেখা যায় । যে বাচ্চা এতটা অ্যাটেনশন রেখে প্রতিটা কর্ম করে, তার চলন, বলন, ওঠা, বসা সবই ব্রহ্মা বাবার সমান হয় । প্রতি কর্মই তার বরদানযোগ্য হবে, মুখ থেকে সর্বদা বরদানই বের হবে । তখন সাধারণ কর্মেও বিশেষত্ব দেখা যাবে । তাই এই সার্টিফিকেট নিলেই বলা হবে বাবার সমান ।

স্লোগান :- অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে হলে বহিমুখিতা ছেড়ে অন্তর্মুখী একান্তবাসী হও ।